কন্যাসন্তান

প্রতিপালনে ৭০০ টিপস

ড. সুলাইমান আস সুকাইর

সূচিপত্র

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ কিতাবের মধ্যে বলেছেন, (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) 'ধন-ঐশ্বর্য ও সন্তানসন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য।'[১] দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সৃষ্টির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর, যিনি গোটা বিশ্বজগতের জন্য রহমত হয়ে প্রেরিত হয়েছেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর সকল সাহাবি ও পরিবারবর্গের ওপরও।

নিজ নিজ অধীনস্থদের হিতোপদেশ দেওয়া প্রত্যেক অভিভাবকের দায়িত্ব। অধীনস্থদের মধ্যে কেউ সঠিক পথের ব্যাপারে দ্বিধাহীন থাকলে অভিভাবক তাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেবেন। কেউ সিরাতে মুসতাকিম চেনার পরেও তার প্রতি উদাসীন থাকলে তাকে সতর্ক করবেন। পথভ্রষ্টকে সঠিক পথের দিশা দেবেন। এ সবই অভিভাবকের দায়িত্ব। অনুরূপভাবে আমাদের প্রতিপালনাধীন মেয়েদের সঠিক পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব আমাদের। আমাদের মেয়েরা পবিত্রতা, লজ্জাশীলতা ও নিষ্কলুষতার ঠিকানা। কোমলতা ও নম্রতার আধার। তাই তাদের অভিভাবকত্বে একটু বেশিই সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

একটি মেয়ে নিজের ভেতর ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি সত্তা পোষণ করে : মমতাময়ী মা, স্নেহশীল বোন, প্রেমময় স্ত্রী, সদাচারী মেয়ে...। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মেয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ছোটবেলা থেকে মেয়েকে সেভাবে গড়ে তুলতে হয়। এ জন্য বক্ষ্যমাণ বইয়ে আমরা মেয়ের অভিভাবকদের প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। মেয়ের লালনপালনের দিককেই সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পুরো বই সাজিয়েছি।

বর্তমান যুগে আমাদের মেয়েরা জীবনের ভিড়ে দিগ্‌ভ্রান্ত হওয়ার উপক্রম। তারা নীরবে অশ্রু ঝরায়; কিন্তু সেদিকে আমাদের খেয়াল নেই। তারা চিৎকার করে মনের দুঃখ প্রকাশ করতে চায়, আমরা সে চিৎকার শুনতে পাই না বলে মনের দুঃখ মনের মাঝেই চাপিয়ে রাখে তারা। ছোট্ট দেহের অভ্যন্তরে বড় বড় ব্যথা

---

১. সুরা আল-কাহফ, ১৮ : ৪৬।

লালন করে তারা। পরিবারের আদর ও ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা হন্যে হয়ে অন্যের কাছে আদর ও ভালোবাসা খুঁজে বেড়ায়। এখান থেকেই শুরু হয় তাদের অধঃপতন। এবার ভেবে দেখুন তো, তাদের অধঃপতনের পেছনে আমাদেরই হাত নেই কি? পরিবারের বঞ্চনা, বিশেষ করে মায়ের আদর-সোহাগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণেই তারা অধঃপতনের পথে পা বাড়ায়।

মেয়ের জন্য মা একটি সাজানো বাগান। যে বাগান নানা ধরনের ফুলে-ফলে সুশোভিত। যে-ই তার পাশে যায়, ফুলের চোখজুড়ানো সৌন্দর্য ও মনমাতানো ঘ্রাণে হৃদয়ে আনন্দের সুবাতাস প্রবাহিত হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, বর্তমান সময়ে মায়েরা মেয়ের জন্য সেই বাগান হতে পারছেন না। বিভিন্ন ধরনের জাগতিক ব্যস্ততা তাদের মাতৃত্বের দায়িত্ব থেকে উদাসীন করে রেখেছে। মায়েদের মমতা ও ভুবনভোলানো ভালোবাসা থেকে বর্তমান সময়ের সন্তানরা বঞ্চিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

আমার প্রিয় মা ও বোনেরা, বক্ষ্যমাণ বইটিতে আপনাদের সামনে সন্তান প্রতিপালন সম্পর্কে দিকনির্দেশনামূলক কিছু কথা উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছি। বিশেষ করে, কন্যাসন্তান প্রতিপালন-সম্পর্কিত বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা উল্লেখ করেছি। কারণ শারীরিক ও মানসিক অবকাঠামোর কারণে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশি আদর-যত্ন ও তত্ত্বাবধানের দাবি রাখে। তা ছাড়া আজকের কন্যাশিশু আগামী দিনের আদর্শ মা। নারীজাতি সমাজ ও জাতির মূল স্তম্ভ। যদি তারা অবহেলার শিকার হয়ে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে পুরো সমাজ ও জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে।

পরিশেষে দুআ করি, আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে বইয়ে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, সে অনুযায়ী চলার তাওফিক দান করুন। তিনিই একমাত্র তাওফিকদাতা। তাঁর ওপরই আমরা ভরসা করি। তাঁর দিকেই আমরা প্রত্যাবর্তিত হই। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই উত্তম বিধায়ক।

আপনাদের ভাই
সুলাইমান আস-সুকাইর
০১/০৯/১৪৩১ হিজরি

বাল্যকাল ও তার পূর্বকালীন মেয়ের প্রতি মায়ের দায়িত্ব ও করণীয়

❖ আদর্শ পরিবার গঠনের সর্বপ্রথম ধাপ শুরু হয়, যখন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে পুরুষরা আমাদের দরজায় করাঘাত করে। তখন আমাদের বেছে নিতে হবে উপযুক্ত পাত্র। যার দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা আমাদের সাথে মেলে, তাকেই স্বামী হিসেবে গ্রহণ করব। একটি আদর্শ পরিবারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার এটাই সর্বপ্রথম ধাপ।

❖ প্রতিপালন মানে ভিত্তি স্থাপন। সুতরাং সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই মাকে অনাগত সন্তানের প্রতিপালন শুরু করে দিতে হবে। তা হলো, সন্তান প্রতিপালন-সম্পর্কিত বইপুস্তক ও আর্টিকেল অধ্যয়ন করা। বিশেষ করে, কন্যাসন্তানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি স্তর সম্পর্কে মাকে আগে থেকে অধ্যয়ন করতে হবে।

❖ সন্তান গর্ভাশয়ে আসার পর থেকেই তার যত্ন নেওয়া মায়ের কর্তব্য। সে সময় থেকে সুচারুরূপে গর্ভস্থ সন্তানের যত্ন নিতে শুরু করলে মা ও সন্তান আল্লাহর রহমতে অনেক রোগ থেকে নিরাপদ থাকে। আর গর্ভবতী মা লাভ করেন একটি সুস্থ ও নিরাপদ জীবন। তাই গর্ভবতী মাকে প্রথমে নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে এবং এমন খাবার গ্রহণ করতে হবে, যা তার এবং তার পেটের সন্তানের জন্য উপযোগী।

❖ পারিবারিক জীবন নিয়ে রাসুল ﷺ-এর স্পষ্ট সুন্নাহ ও নির্দেশনা আছে আমাদের জন্য। তন্মধ্যে সহবাসের আদব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সহবাসের সময় রাসুল ﷺ-এর নির্দেশনা অনুসরণ করলে সন্তান শয়তানের আক্রমণ থেকে যুগ যুগ ধরে সুরক্ষিত থাকে। এ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস

থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'যদি তোমাদের কেউ স্ত্রী-সহবাস করার সময় বলে :

بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

"আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ, আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখুন এবং আমাদের যে রিজিক (সন্তান) দান করেছেন, তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখুন।" অতঃপর এ সহবাসের কারণে যদি দুজনের জন্য সন্তানের ফয়সালা করা হয়, শয়তান সে সন্তানের ক্ষতি করতে পারবে না।'[২]

❖ আমাদের শিশুরা অনেক সময় মনুষ্য ও জিন শয়তানের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। ফলে তারা আক্রান্ত হয় কারও বদ-নজরের কিংবা জিনের ক্ষতিকর স্পর্শের। তাই মায়ের উচিত, সন্তানের ঝাড়ফুঁক থেকে উদাসীন না থাকা। এ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'নবিজি ﷺ হাসান ও হুসাইন -কে ঝাড়ফুঁক করতেন এবং বলতেন, "তোমাদের পিতা (ইবরাহিম) ইসমাইল ও ইসহাক -কে এ দুআ পড়ে ঝাড়ফুঁক করতেন :

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

"আমি আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ কথামালার মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি সকল শয়তান, ক্ষতিকর প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট হতে।"'[৩]

❖ কন্যাসন্তানের একটি সুন্দর, অর্থবহ ও যুগোপযোগী নাম রাখা পিতামাতার কর্তব্য। কারণ, সে তার পুরো জীবনে যে শব্দটি সবচেয়ে বেশি শুনবে, তা হচ্ছে তার নাম। অনেক সময় পিতামাতা সন্তানের এমন নাম রেখে বসেন, যার জন্য বড় হওয়ার পর তাকে অনেক বিব্রত হতে হয়। সন্তান নিজের নাম নিয়ে বিড়ম্বনার শিকার হলে বড় হওয়ার পরে হলেও নামটি পরিবর্তন করে দিতে হবে।

---

২. সহিহুল বুখারি : ১৪১, সহিহ মুসলিম : ১৪৩৪।

৩. সহিহুল বুখারি : ৩৩৭১।

❖ মেয়েকে প্রতিদিনের নির্ধারিত আজকার ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দুআসমূহ শিখাতে হবে এবং ধীরে ধীরে সেগুলোর ওপর অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। অনুরূপভাবে তাকে প্রতিদিনের ফরজ ইবাদত শিক্ষা দিতে হবে এবং যথাসময়ে তা পালনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাকে জানিয়ে দিতে হবে, এ ইবাদত ও আজকারের ওপর অটল থাকলে আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সকল ধরনের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত রাখবেন।

❖ শিশুর প্রতি মায়ের আদর-মমতা ও যত্ন শিশুর মনকে আকর্ষণ করে। ভবিষ্যতে মায়ের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। তাই মায়ের উচিত, শিশুর মনে সর্বোত্তম উপায়ে মায়া-মমতা ও ভালোবাসার বীজ ঢুকিয়ে দেওয়া।

❖ শিশুর প্রতি আদর-মমতা প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন এবং তার সকল ইচ্ছা ও চাহিদাকে কোনোরূপ বাধা ছাড়া সমর্থন করা শিশুর মনে একটি ভুল ধারণা সৃষ্টি করে যে, সে আজীবন এভাবে আদর-মমতা ও সমর্থন পেতে থাকবে। ফলে যখন তার পরে কোনো ভাই বা বোন আসে, তখন নতুন সন্তানের প্রতি বাবা-মার আদর-মমতা বেশি দেখতে পেয়ে সে মানসিকভাবে আহত হয়। নবজাতক ভাই বা বোনকে নিজের বঞ্চনার কারণ মনে করে তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে শুরু করে। সে মনে করে, বাবা-মা তাকে এখন আগের মতো দেখতে পারেন না। ফলে সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। তাই কচি হৃদয়ের শিশুদের ব্যাপারে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ খুব সতর্কতা ও সাবধানতার সাথে ফেলতে হবে। শিথিলতা ও বাড়াবাড়িমুক্ত উত্তম ও সুন্দর উপায়ে তাদের সাথে আচরণ করতে হবে।

❖ মাতৃত্ব মানে সন্তানের সকল আবদার পূরণ করা নয়; বরং মাতৃত্ব অর্থ হচ্ছে, মায়া-মমতা ও বিবেক, স্বার্থ ও প্রয়োজন এবং নম্রতা ও কঠোরতার মাঝে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন। এটাই সন্তানের ব্যাপারে মায়ের প্রজ্ঞাপূর্ণ অবস্থান।

❖ অনেক সময় মা সন্তানের প্রতি মায়া-মমতার আধিক্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হন। সে সময় মায়ের মমতা এবং পিতার হিকমাহ তথা প্রজ্ঞাপূর্ণ আচরণের

মধ্যে সমন্বয় জরুরি হয়ে পড়ে। এতে আল্লাহর রহমতে সন্তানদের জীবন সুখ ও কল্যাণকর হয়ে ওঠে।

- মা যদি তার ছোটবেলায় পিতামাতার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত থাকেন, সেটা সন্তানদের সাথে তার সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সুতরাং কন্যাশিশু যদি জীবনের শুরুলগ্নে কোনো কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় অথবা বাল্যকালেই মা-বাবাকে হারিয়ে ফেলে, সেটা তার ব্যক্তিত্বে এবং ভবিষ্যতে তার সন্তানদের সাথে আচরণে একটি নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে নিজ সন্তানদের মাধ্যমে নিজের অতীতের সকল বঞ্চনা পুষিয়ে ফেলার চেষ্টা করে এবং তা করতে গিয়ে চরম পর্যায়ের বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করে বসে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্তান লালনপালনে অত্যন্ত কঠোর পদ্ধতি বেছে নেয় এবং নিজের অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে এটাকেই সন্তান প্রতিপালনের আদর্শ পদ্ধতি মনে করে। তাই আমাদের জেনে নিতে হবে যে, অতীত জীবনে যত নেতিবাচক ঘটনা ও অভিজ্ঞতা আমাদের সাথে ঘটেছে, তার কোনোটিই আমাদের সন্তানদের ওপর প্রয়োগ করা যাবে না। বরং জীবনের সুন্দর ও আলোকিত বিষয়গুলো দ্বারা উপকৃত হয়ে সেগুলো সন্তানদের জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করব এবং নেতিবাচক বিষয়গুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তা থেকে আমাদের সন্তানদের দূরে রাখার চেষ্টা করব।

- সন্তান লালনপালনের ভার গৃহপরিচারিকার ওপর ছেড়ে দিলে মা ও শিশুর মধ্যে ভালোবাসার বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। শিশুর সাথে ভালোবাসার বন্ধন গড়তে হলে তাকে আলতোভাবে স্পর্শ করতে হয়, কোলে নিতে হয়, যত্ন নিতে হয় এবং তার সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করতে হয়। কাজের ব্যস্ততার কারণে শিশুর যত্ন নিতে সমস্যা হলে গৃহপরিচারিকার সাহায্য নেওয়া যাবে, তবে তা হবে সীমিত পর্যায়ে। খাবারের প্রস্তুতি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি কাজ পরিচারিকা দিয়ে করিয়ে সন্তানের মূল দেখাশোনা মাকেই করতে হবে। যদি একান্তই কারও সাহায্য নিতে হয়, তাহলে শিশুর দাদি কিংবা অন্যান্য মহিলা আত্মীয়ের সাহায্য নেব, যতক্ষণ না কাজ থেকে ফিরে আসি। কিন্তু কাজ থেকে ফিরেই সন্তানের যত্ন নেওয়ায় আত্মনিয়োগ করতে হবে এবং তাকে একদম চোখে চোখে রাখতে হবে।

❖ চাকুরিজীবী মা সন্তানদের খুব কম সময় দিতে পারেন। ফলে শিশুরা মমতা ও যত্নের বড় একটি অংশ থেকে বঞ্চিত হয়। এ জন্য আমরা যারা চাকুরি করি, তাদের উচিত কাজ থেকে ফিরে আসার পর পূর্ণ সময় সন্তানদের সাথে ব্যয় করা। বাড়িতে আসার পরেও অফিসের কাজ ও ফিকির নিয়ে পড়ে থাকা মোটেই উচিত নয়।

❖ বড় শহরগুলোতে জীবন ও জীবিকার চাহিদা একটু বেশি। এ কারণে জীবনের সিংহভাগ সময় জীবিকার চাহিদা পূরণে ব্যয় হয়ে যায়। সন্তানদের যত্ন তো দূরের কথা, নিজের জীবনের যত্ন নেওয়ার ফুরসতটুকুও পাওয়া যায় না অনেক সময়। তাই মায়ের উচিত, সময়কে ভাগ করে নেওয়া। কখন জীবিকার প্রয়োজনে বাইরে যাবেন এবং কখন সন্তানকে সময় দেবেন, তার রুটিন ঠিক করে নিতে হবে। প্রত্যেক প্রয়োজনের জন্য বারবার বাইরে না গিয়ে একবারে অনেক কাজ করে নিতে হবে। যে সময় বাইরে প্রচুর ভিড় থাকে অথবা সড়কে জ্যাম থাকে, সে সময়গুলোতে বের না হয়ে অন্য সময়ে বের হলে অনেক সময় বেঁচে যায়। বাড়িতে স্বামী অথবা বড় সন্তান থাকলে বাইরের কাজগুলো তাদের সোপর্দ করে দিয়ে বাড়ি থেকে একদম বের না হওয়াটাই সবচেয়ে উত্তম।

❖ পরিবার বড় হওয়ার সাথে সাথে বাড়ির কাজও বৃদ্ধি পায়। বেড়ে যায় বাড়ির আসবাবপত্রও। সবকিছু পরিচ্ছন্ন ও ঠিকঠাক রাখার দায়িত্ব পড়ে গৃহিণীর কাঁধে। এ কাজে ব্যয় হয়ে যায় অধিকাংশ সময়। ফলে গৃহিণী মা সন্তানের খোঁজখবর নেওয়ার তেমন সুযোগ পান না। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের উপযোগী ব্যবস্থা নিতে হবে। গ্রহণ করতে হবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। যেকোনো উপায়ে কমিয়ে আনতে হবে বাড়ির অতিরিক্ত কাজের চাপ।

❖ নারী হলো বিভিন্ন ধরনের দয়া ও আবেগ-অনুভূতির পাত্র। তাকে সন্তানদের অবস্থা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রেখে মমতা ও ভালোবাসা প্রকাশ করতে হয়। আবার সময়ের পরিবর্তনে মমতা ও ভালোবাসার প্রকাশভঙ্গি পরিবর্তিত হয়। তাকে বুঝে নিতে হয়, ছোট সন্তানের কেমন সহানুভূতি প্রয়োজন আর বড় সন্তানের প্রতি কীভাবে ভালোবাসা প্রকাশ করতে হবে।

অনুরূপভাবে সন্তানদের মেজাজ ও স্বভাব অনুসারে প্রত্যেকের সাথে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করতে হয়। অপরদিকে একই সময়ে স্বামীর প্রতি প্রকাশ করতে হয় ভিন্ন ধরনের আবেগ ও ভালোবাসা। এ জন্য নারীর উচিত, চারপাশে যত ব্যক্তি তার মমতা ও ভালোবাসার মুখাপেক্ষী, সবার জন্য উপযোগী ভালোবাসার প্রকাশভঙ্গি রপ্ত করে নেওয়া।

- সন্তান প্রতিপালন বিষয়ে বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে আরবি ও অন্যান্য ভাষায় অনেক বই বের হয়েছে। তবে সেসব বইয়ে যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়েছে, তার সবগুলোই আমাদের এবং আমাদের পরিবারের জন্য উপযোগী এমনটি নয়। যদিও তা আমাদের আশপাশের অন্যান্য লোকদের জন্য উপযোগী হতে পারে। অনুরূপভাবে বইয়ের বিষয়গুলো নির্দিষ্ট কোনো সময়ে আমাদের জন্য উপযোগী হলেও এখন নয় এমনও হতে পারে। তাই আমাদের এসব বইয়ের পাশাপাশি সন্তান প্রতিপালন সম্পর্কে অন্যদের অভিজ্ঞতাসমূহ জানতে হবে। অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ বই ও আর্টিকেল পড়তে হবে। অতঃপর সেখান থেকে বের করে নিতে হবে আমাদের পরিবারের জন্য কোনটি উপযোগী।

- জীবন সুন্দর হয় পরিকল্পনা ও কাজের সমন্বয়ে। তবে গৎবাঁধা যেসব নিয়মনীতি থেকে আমরা বের হতে পারি না, সেগুলো ভালোভাবে পালন করলেই পরিকল্পনা ও কাজের সমন্বয় পরিপূর্ণ হয় না। তাই আমরা সন্তান প্রতিপালন-সম্পর্কিত বিভিন্ন উপদেশ পড়ব এবং শুনব। সেগুলোর অনেক কিছুই আমাদের পরিবারে প্রয়োগ করা অসম্ভব হবে। আবার উপদেশ বেশি হওয়ায় সেগুলোর প্রতিটি পালন করা অনেক কষ্টসাধ্যও হতে পারে। তাই আমরা সবগুলো প্রয়োগ করার চেষ্টা না করে বেছে বেছে আমাদের পরিবারের উপযোগী টিপসগুলো অনুসরণ করব। সবগুলো মানতে গেলে সন্তান প্রতিপালন খুব ঝামেলাযুক্ত কাজে পরিণত হবে। সুতরাং আমাদেরকে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যাতে সন্তান প্রতিপালন কাজটি আমাদের জন্য অনেক সহজ ও অপ্রয়োজনীয় ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়।

❖ সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে যারা সফল ও সার্থক হয়েছেন, সন্তানদের সাথে তাদের বাহ্যিক আচরণকেই তাদের সফলতা ও সার্থকতার কারণ মনে করা থেকে বিরত থাকতে হবে। হতে পারে, আমরা যা দেখতে পাচ্ছি, তা ছাড়া আরও বড় এবং অধিক প্রভাবক কারণ থাকতে পারে। সুতরাং সন্তান প্রতিপালনের ময়দানে কাউকে সফল ও সার্থক দেখলে আমাদের খুঁজতে হবে তাদের সফলতার মূল রহস্য কী। অতঃপর তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক সকল দিক বিবেচনা করে আমাদের পরিবারে তা প্রয়োগ করার চেষ্টা করতে হবে।

❖ প্রতিপালনের পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনায় আমাদের সন্তানদের আমরা কেবল পূর্ব অভিজ্ঞতার ওপর ছেড়ে দেবো না। বরং মা এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, যা সন্তানের শারীরিক ও মানসিক শক্তি ও সামর্থ্যের উপযোগী। কেবল অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করলে অনেক সময় তা লজ্জার কারণ হয়।

❖ সন্তানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে। তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হওয়ার যত উপায় আছে, সবগুলো অবলম্বন করতে হবে। যেমন : তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তাদের পছন্দনীয় বিষয়সমূহ বাছাই ও নির্ণয় করার কাজে তাদের ইচ্ছাধিকার দেওয়া। তাদের শিখাতে হবে বিপদ থেকে দ্রুত এবং বেশি ক্ষতির সম্মুখীন না হয়ে কীভাবে উঠে দাঁড়াতে হয়। জানিয়ে দিতে হবে নিজের ও অন্যদের অভিজ্ঞতা থেকে কীভাবে উপকৃত হতে হয়। এতে তারা জীবনের প্রতিটি পরীক্ষা থেকে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা অর্জন করতে শিখবে। তাদের শিখাতে হবে কঠিন পরিস্থিতিতে কীভাবে মাথা ঠান্ডা রেখে যথাযথ উপায়ে তার মোকাবিলা করতে হয়। ফলে তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করা শিখে যাবে। আমাদের সহায়তায় তাদের ভুলগুলো নিজে নিজে শুধরে নিতে শিখে যাবে তারা। বিপদের মোকাবিলা করা এবং ভুল শুধরে নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের ওপর নির্ভর হয়ে থাকবে না। কিন্তু তাদের ভুল দেখে যদি আমরা তাদের শুধুই শাসাই, কোনো উত্তম পরামর্শ না দিই, সেটা তাদের জীবনে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

❖ আপনার সন্তানকে যে রকম বানাতে চান, সে রকম তার সাথে আচরণ করুন এবং সেভাবে তাকে অভ্যস্ত করে তুলুন। তাকে এমন অভ্যাসে অভ্যস্ত করে তুলুন, যে অভ্যাস তার মাঝে হওয়াকে আপনি চান। সে যদি আপনার সাথে ঘুমানোয় অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং এ অভ্যাসের ওপর অটল থাকে, তাহলে যে সময় আপনার সাথে এক বিছানায় ঘুমানো তার জন্য হারাম হবে, সে সময় অভ্যাস অনুযায়ী আপনার সাথে ঘুমাতে না পেরে তার খারাপ লাগবে। তাই ছোটবেলা থেকে ধীরে ধীরে তার মাঝে আপনার থেকে আলাদা ঘুমানোর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

❖ শিশুরা যত ধরনের খাবার ও পানীয়ের আবদার করে, সবগুলো তাদের এনে দেওয়া আবশ্যক নয়। বরং যে খাবার তাদের শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, সেগুলোই তাদের দিতে হবে। এভাবে আমরা তাদেরকে উপকারী ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবারে অভ্যস্ত করে তুলব। তবে তাদের ইচ্ছা ও আগ্রহের বস্তু থেকে একদম বঞ্চিত রাখাও ঠিক নয়।

❖ 'মা, মাইশার মতো আমাকেও একটা খেলনা এনে দাও না! ফাতিমার সুন্দর জামাটির মতো আমাকেও একটি জামা এনে দাও না!'—এ ধরনের আবদার মেয়েরা প্রায় সময় করে থাকে। বন্ধুবান্ধবের অনুসরণের এই ভূত আমাদের সন্তানদের থেকে কীভাবে তাড়াব? এর জন্য সন্তানদের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে আত্মনির্ভরশীলতা এবং পছন্দ-অপছন্দ নির্ণয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতা। তাই আমরা শপিং করার সময় সন্তানের বন্ধুর পছন্দ করা বস্তু না কিনে সন্তানের পছন্দের বস্তুটি কিনে দেবো এবং নিজের পছন্দ-অপছন্দ নির্ণয়ে স্বয়ংসম্পন্ন হওয়ার প্রতি তাদের উৎসাহিত করব।

❖ সন্তানদের সামনে পারিবারিক কলহ-বিবাদ সন্তানদের মাঝে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। তাই আমাদের পারিবারিক কলহ যতই ছোট হোক, শিশুদের কান ও দৃষ্টির আড়ালে রাখতে হবে। যাতে তারা পারিবারিক সম্পর্কের ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা নিয়ে বড় না হয়।

❖ সন্তানদের শরীর ও মেধা গঠনের প্রতি আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। এ জন্য তাদের উৎসাহিত করতে হবে শারীরিক ব্যায়াম ও খেলাধুলায়। এর

বিপরীতে তারা যদি মোবাইল ইত্যাদি ভিজ্যুয়াল যন্ত্রের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে, সেটা তাদের শারীরিক ও মানসিক গঠনের জন্য বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

❖ শৈশবের সময়টি জ্ঞান অর্জনের জন্য অত্যন্ত কার্যকর সময়। এ সময়ে মা শিক্ষিকার ভূমিকা নিয়ে তার কন্যাশিশুকে শিখাতে পারেন মৌলিক প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয়। বিশেষ করে, তার মাঝে সহজে বুনে দিতে পারেন দ্বীনি শিক্ষার বীজ। যেমন : তাকে কুরআনের ছোট ছোট সুরাসমূহ শিক্ষা দেওয়া। বিশেষ করে সুরা ফাতিহা শিক্ষা দেওয়া—যেটি প্রতিটি নামাজে আবশ্যকীয়ভাবে পড়তে হয়। এভাবে সন্তানকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে মায়ের জন্য খুলে যায় ধারাবাহিক সাওয়াব লাভের একটি সুবর্ণ সুযোগও।

❖ যদি আপনার কন্যাশিশুর মাঝে কোনো খারাপ অভ্যাস দেখতে পান; যেমন : নখ কামড়ানো, অথবা তার মাঝে চোখের বক্রতা বা তোতলামি ইত্যাদি কোনো বাহ্যিক রোগ দেখা যায়, তাহলে সে অভ্যাস বা রোগ গুরুতর হওয়ার পূর্বেই তার চিকিৎসা করানো বাঞ্ছনীয়।

❖ আমাদের ধর্ম আতিথেয়তার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দেয়। তাই শিশুর মাঝে ছোটবেলা থেকে আতিথেয়তার গুণ সৃষ্টি করতে হবে এবং অতিথিদের সম্মান করার প্রতি তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এই গুণ রপ্ত করানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো, মেহমানদারির বিভিন্ন কাজ তাদের মাধ্যমে করানো।

❖ কোনো ধরনের অশ্লীল গালি-খিস্তি ও নিষিদ্ধ শব্দ যেন শিশুরা শুনতে না পায়, সে ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে। এ জন্য সর্বপ্রথম আমাদেরই বিরত থাকতে হবে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করা থেকে। পাশাপাশি যেখানে লোকেরা এসব শব্দ ব্যবহার করে, সেসব স্থান থেকে শিশুদের দূরে রাখতে হবে। কেননা, শিশুরা যেকোনো শব্দ খুব সহজেই আত্মস্থ করে ফেলে। কোনো অশ্লীল শব্দ একবার রপ্ত করে নিলে সহজে সেটা তার মুখ থেকে যায় না।

❖ কন্যাকে শারীরিক শাস্তি দেওয়া থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এটি তার মানসিকতায় মারাত্মক ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অনেক সময় তার পরিণাম হয় খুব ভয়াবহ। শুধু শারীরিক শাস্তিই নয়, মানসিক শাস্তি দেওয়া থেকেও বিরত থাকতে হবে। মানসিক শাস্তি হলো : মা কর্তৃক কন্যাশিশুকে বন্দী করে রাখা, অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা, সন্তানদের সাথে ঘুরতে যাওয়ার সময় অথবা সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানে তাকে সঙ্গে না নেওয়া ইত্যাদি। হে মা, মেয়েকে তার পছন্দের বস্তু থেকে বঞ্চিত করবেন না। কেননা, এই বঞ্চনা তাকে ভাবাবে যে, আপনি তার সাথে ব্যক্তিগতভাবে শত্রুতা পোষণ করেন। মেয়েকে তার ভাইদের সাথে তুলনা করে ছোট করবেন না। এটি তাকে মানসিকভাবে যন্ত্রণা দেয়। পাশাপাশি এ কাজের কারণে সন্তানদের মাঝে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে মেয়েকে পড়াশোনা ইত্যাদিতে তার চেয়ে এগিয়ে থাকা বান্ধবীদের সাথে তুলনা করে লজ্জা দিলেও একই প্রতিক্রিয়া হয়। তাহলে কি মেয়ের আচার-আচরণে খারাপ কিছু দেখতে পেলেও তাকে শাস্তি না দিয়ে চুপ থাকতে হবে? না, আমি মোটেও সেটা বোঝাইনি। বরং মেয়ের মাঝে খারাপ কিছু দেখতে পেলে তাকে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী শাস্তি না দিয়ে উত্তম ও যথাযথ উপায়ে তার ভুল ধরে দিতে হবে। ভুলের কারণ ও প্রতিকার চিহ্নিত করে দিতে হবে তার সামনে। এটা শাস্তি দেওয়ার চেয়ে অনেক কার্যকর পন্থা।

❖ সন্তান প্রতিপালনের গুরুত্বপূর্ণ একটি পন্থা হলো, উপযুক্ত সময়ে তাদের ভালো মানের হিফজখানায় ভর্তি করে দেওয়া। এতে শিশুরা সহজে কুরআন শিখতে পারবে এবং আল্লাহর কালাম মুখস্থ করতে পারবে। পাশাপাশি এর মাধ্যমে তারা ভালো ও নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পথে একধাপ এগিয়ে যাবে। এ কাজে তাদের আরও উৎসাহিত করতে আমরা তাদের নিয়ে যেতে পারি বিভিন্ন কুরআন তিলাওয়াতের আসর বা মাহফিলে।

❖ মেয়ে যাতে ভালোভাবে কুরআন হিফজ করতে পারে এবং বারবার পুনর্পাঠের মাধ্যমে তা মুখস্থ রাখতে পারে, তার জন্য মাদরাসা-কর্তৃপক্ষের সাথে একটি চুক্তি করে নেওয়া যেতে পারে যে, মাদরাসার ছুটির সময়ে

মেয়ের হিফজ চালু রাখার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ যেন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

❖ যদি আমরা আমাদের মেয়েদের কুরআন হিফজ করার কাজে সহায়তা করি, সেটা হবে অত্যন্ত চমৎকার একটি কাজ। এর জন্য আমরা নিয়মিত তাদের হিফজকৃত অংশ শুনে দেখতে পারি। এ সময় পড়ার ক্ষেত্রে কোথাও ভুল হলে তা ঠিক করে দেবো। পাশাপাশি সুন্দর পড়ার জন্য সাধুবাদ জানিয়ে তাদের মাঝে উৎসাহ ও প্রেরণা জোগাব।

❖ মাহরাম পুরুষ ছাড়া কোনোভাবেই মেয়েদের একাকী কোথাও যেতে দেওয়া যাবে না। লক্ষ রাখতে হবে, মেয়ে যেন রিকশাওয়ালা বা ড্রাইভারের প্রতি আস্থাশীল হয়ে না পড়ে। বিষয়টি ছোট-বড় সকল মেয়ের জন্য প্রযোজ্য।

❖ বাল্যকাল থেকেই শালীন পোশাকে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে মেয়েদের। সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য প্রদর্শনের বাড়াবাড়ি পর্যায়ের প্রবণতা থেকে ছোটবেলা থেকেই তাদের দূরে রাখতে হবে। খোলাখুলিভাবে ছেলে বন্ধুদের সাথে মিশা, গল্পগুজব করা এবং পরিবারের চোখের আড়ালে ছেলেদের সাথে খেলাধুলা করা থেকে তাদের বারণ করতে হবে।

❖ খুব ছোটবেলা থেকেই কন্যাশিশুদের হিজাব ও বোরকা পরিধানে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। ফলে যখন হিজাব ও বোরকা পরা তাদের জন্য আবশ্যক হবে, তখন সেটা তাদের জন্য কঠিন হবে না।

❖ কন্যাশিশুকে বাল্যকাল থেকেই শিখিয়ে দিতে হবে যে, কোনো ব্যক্তি তাকে সন্দেহমূলকভাবে স্পর্শ করা অনুচিত। যদি কেউ তাকে ছোঁয়ার চেষ্টা করে, তাহলে সে যেন তাৎক্ষণিক বাবা-মাকে সে ব্যাপারে অবহিত করে।

❖ কিছু কিছু মায়েরা নিজেদের কন্যাশিশুদের বিভিন্ন অসাড় ও বানোয়াট কিস্‌সা-কাহিনি শুনিয়ে ভয় দেখান। এতে শিশুরা ভীতু ও সাহসহীন হয়ে বড় হয়। তাই আমাদের উচিত, আমরা এ ধরনের নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টিকারী বিষয় থেকে বিরত থাকব। পরবর্তী সময়ে খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি

করতে পারে এমন সকল বিষয় থেকেও বেঁচে থাকতে হবে আমাদের। ভীতিকর, মিথ্যা ও বানোয়াট গল্প শুনিয়ে ভয় দেখানোর পদ্ধতি অনুযায়ী শিশুদের লালনপালন করলে তাদের অন্তরে অনেক ভুল বিশ্বাস ও কুসংস্কার জন্ম দেয়। ভিত্তিহীন বস্তুর প্রতি ভয় সৃষ্টি হয়। এমনও হতে পারে যে, যেসব ভিত্তিহীন বিষয়কে আমরা তাদের সামনে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছি, সেগুলোকে তারা বড় হয়েও বাস্তব মনে করে চরম অজ্ঞতা ও বোকামির মাঝে রয়ে যাবে। অথবা বড় হওয়ার পর তারা বুঝে যাবে, এতদিন আমরা তাদের যা শুনিয়েছি, সব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তখন তাদের মনে হবে, আমরা তাদের প্রতিপালন ঠিকভাবে করিনি। মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কিস্‌সা-কাহিনি শুনিয়ে তাদের বড় করেছি। ফলে তাদের মনে আমাদের প্রতি সম্মান ও আস্থা কমে যাবে।

❖ শিশুদের খেলাধুলা নির্ণয়ে আমাদের সহযোগিতা করতে হবে। ছোট শিশুদের জন্য তাদের উপযোগী খেলা এবং বড় শিশুদের জন্য তাদের উপযোগী খেলার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কন্যাশিশুদের জন্য তাদের উপযোগী খেলার ব্যবস্থা করতে হবে। এমন যেন না হয় যে, মেয়েরা ছেলেদের খেলা খেলছে অথবা ছেলেরা মেয়েদের খেলা খেলছে।

❖ মেয়ের মাঝে কোনো উত্তম গুণ দেখতে পেলে মায়ের উচিত, সবার সামনে মেয়ের প্রশংসা করে তাকে সম্মানিত করা। তার পিতার সামনে, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সামনে, তার শিক্ষিকা ও সহপাঠীদের সামনে... সবার সামনে তার গুণের কথা আলোচনা করা। এতে মেয়ে সে গুণের ওপর অটল থাকার এবং এ ধরনের আরও গুণ অর্জন করার প্রেরণা পাবে।

❖ সন্তানের সুষ্ঠু লালনপালনের জন্য প্রত্যেক মায়ের উচিত সন্তানের জন্য এমন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা, যেখানে খুব গুরুত্ব সহকারে কুরআন শিক্ষা দেওয়া হয় এবং মুখস্থ করানো হয়। পাশাপাশি নবি ﷺ-এর সুন্নাহ ও আদর্শ শিক্ষা দেওয়া হয়, প্রয়োজনীয় ফিকহি মাসআলা ও হাদিসে বর্ণিত নবি ﷺ-এর দুআ ও আজকার শেখানো হয়। যেসব প্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষা দেওয়া হয়, সেসব প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের পড়ানো থেকে যথাসম্ভব বেঁচে

থাকতে হবে। অন্যথায় মেয়েরা বড় হওয়ার পরেও সহশিক্ষা ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে স্বাভাবিক বা হালকা মনে করতে পারে।

❖ সন্তানদের প্রতি মাতাপিতার অন্যতম কর্তব্য হচ্ছে, সর্বদা সন্তানদের গতিবিধির ওপর নজর রাখা। বিশেষ করে, তাদের শারীরিক ও মানসিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে দ্রুত তা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সন্তানদের সার্বিক অবস্থার ওপর নজর না রাখলে তাদের সমস্যার ব্যাপারে জানতে অনেক দেরি হয়ে যায়। কারণ, অনেক সমস্যা এমন আছে, যেগুলো গুরুতর হওয়ার পূর্বে সাধারণত চোখে পড়ে না। তাই সমস্যা গুরুতর হওয়ার পূর্বেই সমাধান করতে চাইলে শিশুদের প্রতি খুব ভালোভাবে লক্ষ রাখতে হবে।

❖ নবি ﷺ শিশুদের জন্য বদ-দুআ করতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন :

لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ

'তোমরা নিজেদের বিরুদ্ধে, সন্তানসন্ততির বিরুদ্ধে, ধন-সম্পদের বিরুদ্ধে বদ-দুআ করো না। (কেননা, এমন হতে পারে যে,) তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন একটি সময় পেয়ে বসো, যখন আল্লাহর কাছে যা প্রার্থনা করা হয়, তা কবুল করা হয়। (অতএব, সে সময় বদ-দুআও কবুল হয়ে যাবে।)'[৪] নবিজি ﷺ-এর এই নির্দেশনা আমাদের সব সময় অনুসরণ করতে হবে। রাগের মুহূর্তে সন্তানদের জন্য বদ-দুআ করা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। বরং রাগের মুহূর্তেও সন্তানদের জন্য দুআ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে আমাদের।

❖ আনাস বিন মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক মহিলা তার দুই সন্তান নিয়ে আয়িশা رضي الله عنها-এর কাছে আসলেন। আয়িশা رضي الله عنها তাকে তিনটি খেজুর দিলেন। মহিলাটি তার দুই সন্তানকে একটি করে খেজুর দিয়ে তৃতীয় খেজুরটি নিজের জন্য রাখলেন। সন্তানদ্বয় নিজেদের খেজুর খাওয়ার পর মায়ের খেজুরের ওপর নজর দিল। এতে মা খেজুরটিকে

৪. সহিহ মুসলিম : ৩০০৯।

দুই টুকরা করে সন্তানদ্বয়ের মাঝে ভাগ করে দিলেন। নবিজি ﷺ আসার পর আয়িশা ؓ তাঁকে ঘটনাটি শোনালেন। তখন নবিজি ﷺ বললেন, (وَمَا يُعْجِبُكَ مِنْ ذَلِكَ؟ لَقَدْ رَحِمَهَا اللهُ بِرَحْمَتِهَا صَبِيَّيْهَا) "এতে তোমার বিস্মিত হওয়ার কী আছে? (সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা তো এমন হওয়াই স্বাভাবিক) সে তার সন্তানদ্বয়ের প্রতি দয়াপরবশ হওয়ার কারণে আল্লাহ তার প্রতি দয়াপরবশ হয়েছেন।"[৫] সন্তানের প্রতি মায়ের দরদ ও ভালোবাসা কেমন হওয়া চাই, সে ব্যাপারে রাসুল ﷺ শিক্ষা দিয়েছেন এই হাদিসে। পেটের ক্ষুধা মানুষের জন্য যতটা না পীড়াদায়ক, তার চেয়ে বেশি পীড়াদায়ক হলো মমতা ও ভালোবাসা থেকে বঞ্চনার ক্ষুধা। কারণ, পেটের ক্ষুধার কারণে মানুষের মৃত্যু ঘটতেও পারে, নাও ঘটতে পারে; কিন্তু মমতা ও ভালোবাসা থেকে বঞ্চনা অনেক সময় ব্যক্তির দ্বীনের মৃত্যু ঘটাতে পারে; ফলে তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহান বরবাদ হয়ে যায়। সুতরাং সন্তানদের প্রতি মমতা ও ভালোবাসা প্রদর্শনে কোনোরূপ ত্রুটি করা যাবে না।

❖ অনেক সময় মায়ের তাকদিরে আল্লাহ তাআলা বৈধব্য অথবা অভাব-অনটন লিখে রাখেন। তখন মায়ের জন্য সবচেয়ে কল্যাণজনক কাজ হচ্ছে, খুশিমনে আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদিরকে মেনে নেওয়া এবং এই বৈধব্য ও দারিদ্র্যকে তার ও পরিবারের দুর্বলতার কারণ মনে না করা। এমন পরিস্থিতিতে মায়ের কর্তব্য হচ্ছে, এই দুর্বলতাকে শক্তিতে পরিণত করা এবং সন্তানদের মনে উচ্চ মনোবল, দৃঢ়তা ও পর-অমুখাপেক্ষিতা সৃষ্টি করা। মানুষজনের পক্ষ থেকে যে দান-খয়রাত আসে, তা সন্তানদের থেকে গোপন রাখতে হবে; যাতে তারা অন্যদের সামনে নিজেদের ছোট ও হীন মনে না করে।

❖ নিয়মিত কুরআনের আয়াত নিয়ে তাদাব্বুর ও চিন্তা-গবেষণা করতে হবে। তাফসিরগ্রন্থসমূহ থেকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। রাসুল ﷺ-এর হাদিস এবং সালাফগণের বাণীসমূহ থেকে শিক্ষা লাভ করতে হবে। অতঃপর সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। এতে আমাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন

---

৫. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৮৯।

এবং এটাই আমাদের ও আমাদের আশপাশের লোকদের মুক্তি, সুরক্ষা ও তাওফিকের কারণ হবে। সুরা কাহফে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

'আর প্রাচীরের ব্যাপার—সেটি ছিল নগরের দুজন পিতৃহীন বালকের। এর নিচে ছিল তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং আপনার পালনকর্তা দয়াবশত ইচ্ছা করলেন যে, তারা যৌবনে পদার্পণ করুক এবং নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক। আমি নিজমতে এটা করিনি। আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে অক্ষম হয়েছিলেন, এই হলো তার ব্যাখ্যা।'[৬]

এ আয়াতের তাফসিরে সাদি ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা সৎকর্মপরায়ণ বান্দাকে, তার সন্তানসন্ততি ও পরিবারকে হিফাজত করেন। এটা সৎকর্মের বিশেষ একটি লাভ যে, এর উপকারিতা পরিবার-পরিজনও ভোগ করে এবং সৎকর্মের কারণে এমন এমন উপকারও হয়, যা আমরা সরাসরি দেখতে পাই না।'

সহিহ মুসলিমে আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

'মানুষ যখন মরে যায়, তখন তিনটি আমল ব্যতীত তার সকল আমলের সাওয়াব বন্ধ হয়ে যায়। সেই তিনটি আমল হলো : সদাকায়ে জারিয়া, উপকারী জ্ঞান এবং সৎকর্মপরায়ণ সন্তান—যে তার জন্য দুআ করে।'[৭]

---

৬. সুরা আল-কাহফ, ১৮ : ৮২।
৭. সহিহ মুসলিম : ১৬৩১।

সেই মা সফলকাম, যিনি নিজের সন্তানদের সৎকর্মশীল করে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করেন এবং তাদেরকে সব সময় স্মরণ করিয়ে দেন যে, তাদের

সৎকর্মপরায়ণতা তাদের, তাদের পিতামাতার এবং তাদের পরবর্তী সন্তানদের সফলতার কারণ হবে এবং এই সফলতার ধারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলতে থাকবে।

❖ মহিলা সমাজসেবী হলে ভালো। এটা আল্লাহর বিশেষ নিয়ামতও বটে। তবে তার সার্বক্ষণিক চিন্তা যদি সামাজিক বন্ধন রক্ষা করা এবং পরিচিত-অপরিচিত, প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় সবার সাথে সম্পর্ক রাখার পেছনে ব্যয় হয়, তার ফলাফল খুব ভয়াবহ হয়। এতে সন্তান ও পরিবারের সাথে তার দূরত্ব সৃষ্টি হয় এবং পারিবারিক কর্তব্য বিঘ্নিত হয়। তাই সমাজসেবী মায়ের উচিত, সমাজসেবার পেছনে অতিরিক্ত সময় ব্যয় না করে পরিবার ও সন্তানদের যথেষ্ট সময় দেওয়া এবং তাদের যথাযথ যত্ন নেওয়া।

জীবন থেকে নেওয়া – ১

- জীবন পিতামাতা ও পরিবারের সাথে সুন্দর, তবে স্বামীর সাথে তা আরও সুন্দর ও উপভোগ্য।

- নারী আপাদমস্তক রহস্যাবৃত একটি সত্তা, যার রহস্য উন্মোচন করার নির্ধারিত কোনো পন্থা নেই। তবে যতবার তার রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়, প্রতিবারে নতুন নতুন স্বাদ ও বিনোদন উপভোগ করা যায়।

- পিতা ও মাতা কন্যাসন্তানের সুখ ও সফলতার দুই ডানা।

- মা একটি ফুল, সন্তানরা তার সুবাসে সুবাসিত হতে সেই ফুল ছিঁড়ে নেয়। অতঃপর মা সন্তানদের জন্য তাদের মাঝেই জীর্ণশীর্ণ হয়ে শুকিয়ে যায়; কিন্তু তার উপকারিতা ও সুঘ্রাণ বহাল থেকে যায়।

- কন্যাসন্তানের বিবেক ও বুদ্ধি গঠিত হয় পিতাকে দেখে দেখে আর তার মনন ও মানসিকতা গঠিত হয় মাকে দেখে দেখে।

- মেয়ে যখন লক্ষ করে যে, তাকে কেউ তেমন গুরুত্ব দেয় না, তখন সে রূপসজ্জা ও বিলাসিতার প্রতি ঝুঁকে পড়ে।

- মেয়ে সেই ব্যক্তিকে তার সবটুকু দিয়ে দেয়, যে তাকে গুরুত্ব দেয়।

- মা যদি মেয়ের জন্য, মেয়ের কল্যাণের জন্য চিন্তা-ফিকির করে, তা যেন নিজের কল্যাণের জন্যই চিন্তা-ফিকির করে।

- কন্যাশিশুর মন আনন্দে নেচে ওঠে তখন, যখন মা তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে এবং পিতা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়।

বয়ঃসন্ধির সময়ে মেয়ের প্রতি মায়ের করণীয়

❖ অনেক মা হঠাৎ সংঘটিত হওয়া মেয়ের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে একদম উদাসীন থাকেন। এ সময়ে মেয়ে লজ্জায় নিজেকে গুটিয়ে রাখে। মানসিক অস্থিরতা ও চিন্তা-পেরেশানিতে ভোগে। অনেক তুচ্ছ কারণেও তার রাগ আসে। এ ধরনের আরও অনেক মানসিক পরিবর্তনের সূচনা হয় জীবনের এই স্তর থেকে। এটা হচ্ছে শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পদার্পণের সময়। এ সময়ে মায়ের কর্তব্য হচ্ছে, মেয়ের সার্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখা, জীবনের এ সময়সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া। পরিবর্তনের এ সময়ে মাকে সর্বদা মেয়ের পাশে থাকতে হবে এবং বিষয়টিকে তার সামনে সহজ ও স্বাভাবিক করে তুলে ধরতে হবে। মায়ের এ অবস্থান শুধু পরিবর্তনের সময়ে অথবা পরিবর্তনের পরে হতে হবে এমন নয়; বরং জীবনের এই অধ্যায়ে যাত্রা শুরু করার আগে থেকেই যথেষ্ট সময় নিয়ে তাকে এ সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। সদ্য সাবালিকা মেয়ের সাথে কী রকম আচরণ করতে হবে, তা আগে থেকেই শিখে নিতে হবে মাকে। মেয়ের কাছে এ বার্তা পৌঁছিয়ে দিতে হবে যে, এই পরিবর্তন কেবল নিজেকে পর্দাবৃত করে ফেলা এবং গাইরে মাহরাম লোকদের থেকে দূরে থাকার জন্য নয়; বরং এটি নারীজীবনের সবচেয়ে সুন্দরতম অধ্যায়ের সূচনা। এই পরিবর্তন মানে নারীত্বের পূর্ণতায় উপনীত হওয়া।

❖ অনেক মেয়ের মাঝে এ পরিবর্তন স্বাভাবিক বয়সের আগেই ঘটে যায়। তখন মেয়ে জীবনের এই স্তর সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে পারে না বিধায় শারীরিক পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে তার কষ্ট হয়। এ সময়ে মায়ের কর্তব্য হচ্ছে, জীবনের অধ্যায় পরিবর্তনের এ সময়ে সব সময় মেয়ের পাশে থাকা এবং তাকে আগলে রাখা। মেয়ের এই পরিবর্তনকে তার শৈশবের পূর্ণ পরিসমাপ্তি এবং পরিপক্বতার স্তরে উন্নীত হওয়া মনে করা থেকে বিরত থাকতে হবে মাকে। বরং এ সময়েও মেয়ের সাথে শিশুসুলভ নম্রতা ও ধৈর্যের সাথে আচরণ করতে হবে। কেননা, মেয়ে এখনো শৈশবকে পরিপূর্ণ বিদায় জানায়নি। অতঃপর বয়স বাড়ার পাশাপাশি ধীরে

ধীরে মেয়েও পরিপক্ব হয়ে উঠবে। তখন তার অবস্থা অনুযায়ী আচরণ করা যাবে।

❖ বয়ঃসন্ধির পূর্বে মা মেয়েকে নিজের বয়ঃসন্ধির সময়ের গল্প শোনাতে পারেন। তার পরিবর্তনের সময়কে তিনি কীভাবে কাটিয়েছিলেন, সে অভিজ্ঞতা মেয়ের সামনে তুলে ধরতে পারেন। মায়ের অভিজ্ঞতা থেকে মেয়ে এ ব্যাপারে মোটামুটি ধারণা লাভ করবে। ফলে যখন তার পরিবর্তন শুরু হবে, তখন ভীত ও শঙ্কিত না হয়ে খোলাখুলিভাবে মায়ের সাথে আলোচনা করে করণীয় বুঝে নেবে।

❖ জীবনের এ সময়ে এসে বান্ধবীদের সাথে মেয়েদের সম্পর্ক গভীর হয়। সমবয়সী হওয়ার কারণে কিংবা জীবন সম্পর্কে চিন্তা-দর্শন মিল থাকার কারণে এমনটি হয়। এ সময় মায়ের কর্তব্য হচ্ছে, মেয়ের সম্পর্ক নিয়ে বিরক্ত ও রাগ প্রকাশ করবেন না। মেয়ে বান্ধবীকে মায়ের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে বা বান্ধবীর কারণে মা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, এমন শিশুসুলভ ধারণা থেকে বিরত থাকবেন। মেয়ের বান্ধবীদের নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করবেন না। বান্ধবীদের ব্যাপারে মেয়েকে সন্দেহে ফেলা কিংবা খারাপ বান্ধবী বাছাই করার জন্য তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা যাবে না। বন্ধুত্ব ছিন্ন করার জন্য চাপ দেওয়া যাবে না। কেননা, বয়ঃসন্ধির সময়ে মেয়েরা স্বাধীনমনস্ক হয়ে ওঠে এবং নিজের প্রয়োজনীয় ও প্রিয় বস্তু নির্ণয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রত্যাশা করে। তদুপরি এ সময়ে এসে সে মনে করতে শুরু করে যে, নিজের ভালো ও কল্যাণের ব্যাপারে মায়ের চেয়ে সে বেশি বোঝে। তাই তার রায় ও নির্ণয়কে কেউ অপছন্দ করুক সেটা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না। তাই মেয়ে বয়সের এই স্তরে পৌঁছানোর পূর্বেই এ সম্পর্কে কাজ শুরু করতে হবে। এভাবে যে, মেয়ে খারাপ বান্ধবীদের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার আগে থেকেই ভালো বান্ধবী ও খারাপ বান্ধবীর ব্যাপারে তাকে জানাতে হবে। ভালো বান্ধবী ও খারাপ বান্ধবীর মাঝে পার্থক্য তুলে ধরতে হবে তার সামনে। ভালো-খারাপ নির্ণয়ের মানদণ্ড জানিয়ে দিতে হবে। পাশাপাশি এও জানিয়ে দিতে হবে যে, ভুলক্রমে যদি কোনো খারাপ মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব হয়ে যায়, তখন তার সাথে কীভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।

❖ মেয়েকে খারাপ বান্ধবীর সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া থেকে রক্ষা করার একটি কার্যকর উপায় হচ্ছে, মা নিজেই মেয়ের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলবেন। যদি মায়ের পক্ষে নিজেকে মেয়ের বান্ধবীর জায়গায় রাখা সম্ভব না হয়, তাহলে মেয়ের বড় বোনদের থেকে কাউকে এ কাজে নিয়োজিত করবেন এবং তাকে ছোট বোনের কাছাকাছি হওয়ার জন্য বলবেন। যদি মেয়ের বড় কোনো বোন না থাকে, তাহলে মেয়ের খালা, ফুফু বা নির্ভরযোগ্য অন্য কোনো মহিলা আত্মীয় বা নিষ্ঠাপূর্ণ বান্ধবীদের কাউকে এ কাজে নিয়োজিত করবেন; যাতে মেয়ে তার মনের কথা ও আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করার মতো মানুষ খুঁজে পায়।

❖ অবসর এমন একটি রোগ, যা সব ধরনের অকল্যাণ বয়ে আনে। তাই অবসর সময়কে কোনো উপকারী ও কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি অবসর সময়কে কোনো কল্যাণমূলক কাজে নিয়োগ করা সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তত আমাদের ছেলেমেয়েরা যেন অবসর সময়ে খুব একাকিত্ব অনুভব না করে, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্কুল-মাদরাসার ছুটির সময়ে ছেলেমেয়েরা বড়সড় একটা অবসর সময় পায়। এ সময়ে তারা যেন একাকিত্ব অনুভব না করে, সে জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য বিনোদন ও শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম বা ভ্রমণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

❖ ঘুমানোর পূর্বের সময়টি আত্মপর্যালোচনার সময়। এ সময় মেয়ে ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে খাটের ওপর শুয়ে থেকে তার জীবনের নানা দিক নিয়ে চিন্তা করে। মেয়ের কাছাকাছি হওয়ার জন্য এ সময়টি অনেক উপযোগী। এ সময়ে মা মেয়ের নিকটবর্তী হয়ে তার পাশে শুবেন, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবেন, তার চুলের গোছা নিয়ে খেলা করবেন এবং তার সুন্দর শৈশবের বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলে তাকে স্মৃতিকাতর করে দেবেন। এভাবে চললে একদিন মেয়ে নিজের বিভিন্ন সমস্যার কথা মাকে খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করতে শুরু করবে। মায়ের প্রতি ভরসা ও আস্থা রাখতে শুরু করবে। মেয়ে তার দৈনন্দিন জীবনের অসুবিধা ও সমস্যার কথা মায়ের কাছে উপস্থাপন করা খুবই জরুরি। তাই যখনই এমন সুযোগ

আসবে, মাকে এভাবে মেয়ের কাছাকাছি এসে তার সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

❖ কোনো কাজ করার পর সাথে সাথে তার ফল প্রত্যাশা করা বোকামি। ফল আসুক বা না আসুক আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে যাব। মাঝেমধ্যে আমাদের কাজকে পরখ করে দেখব, ঠিক পথে তা চলছে কি না। অতঃপর যে বীজ বপন করেছি, তার ফসল আসার সময় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। অধৈর্য হব না।

❖ কন্যাসন্তানের জীবনের সকল দিক বিশেষভাবে বয়ঃসন্ধির সময়-সম্পর্কিত বইপুস্তক ও আর্টিকেল এবং এ সম্পর্কিত বিভিন্ন শরয়ি মাসাআলা-মাসায়িল অধ্যয়ন করা মায়ের অন্যতম কর্তব্য। যাতে মেয়ে কোনো প্রশ্ন করলে সাথে সাথে তার উত্তর দেওয়া যায়।

❖ মায়ের আরেকটি কর্তব্য হচ্ছে, এ সময়ে মেয়েকে তার শারীরিক পরিবর্তনসংক্রান্ত দ্বীনি মাসায়িল ও বিধান শিক্ষা দেওয়া। যেমন : ওয়াজিব গোসলের কারণ ও পদ্ধতি, মাসিক ঋতুস্রাবের সময় কী কী বিষয় থেকে বিরত থাকতে হবে এবং তা থেকে কখন পবিত্র হয়, কীভাবে পবিত্র হয় প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া।

❖ বয়ঃসন্ধির পর মেয়ের সাথে মায়ের আচরণে দ্রুত ও তাৎক্ষণিক পরিবর্তন আনা যাবে না। এতে হঠাৎ মায়ের পরিবর্তিত রূপ দেখে মেয়ে নিঃসঙ্গতা অনুভব করতে শুরু করবে। তবে আচরণে পরিবর্তন তো আনতেই হবে। অনেক বিষয় থেকে তাকে বারণ করতে হবে এবং অনেক বিষয় বাধ্যতামূলক করতে হবে। কিন্তু আচরণের এই পরিবর্তনটি আনতে হবে ধীরে ধীরে; যেন মেয়ে তা আঁচ করতে না পারে। তবে ইতিপূর্বে মা মেয়ের সাথে আচরণে এবং প্রতিপালনের পদ্ধতিতে কোনো ভুল করে থাকলে, এ সময়ে সে ভুল শুধরিয়ে নিতে হবে; মেয়ে মায়ের পরিবর্তন উপলব্ধি করতে পারলেও। যেহেতু সে সময় মেয়ের মাঝে ভালো-খারাপ অনুধাবন করার কিছুটা যোগ্যতা সৃষ্টি হবে, যে যোগ্যতার কল্যাণে মায়ের পরিবর্তনকে

সে ইতিবাচকভাবে নেবে। সে ভাববে, মা তার সফলতা ও সুখের জন্যই এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

❖ কিছু মহিলার স্বভাব হলো, তারা ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব হীনম্মন্যতায় ভোগে। জীবনকে তারা অশুভ ও বিষণ্নতার আধার মনে করে। সব বিষয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা তাদের মজ্জাগত অভ্যাস। তাদের মেয়েরা মায়েদের স্বভাব নিয়ে বড় হয়। তারা মনে করে, এ জীবনে কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার নয় এবং যত দুঃখ-দুর্দশা আছে সবগুলো এককভাবে তার কপালে লিখে দেওয়া হয়েছে। তাই আমাদের উচিত, সন্তানদের সামনে সর্বদা ইতিবাচক থাকা এবং আমাদের ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালা ও বণ্টনের প্রতি পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করা। এভাবে সন্তানদের অন্তরে সবকিছুকে শুভ ও ইতিবাচক মনে করার গুণ ঢুকিয়ে দিতে হবে। তাদের মাঝে এই বোধ সৃষ্টি করতে হবে যে, যত কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই যেতে হোক না কেন, একসময় তাদের সুদিন আসবে এবং তাদের সকল চাওয়া-পাওয়া পূর্ণ হবে। পাশাপাশি এই বিশ্বাস তাদের মাঝে জাগিয়ে দিতে হবে যে, আমাদের সকল কল্যাণ ও অকল্যাণ নির্ধারণকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তাই তাঁর ফয়সালা ও তাকদিরের ওপর সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক।

❖ মেয়েদের সামনে হালাল ও হারামের পরিচয় তুলে ধরতে হবে। তাদের অন্তরে এই বোধ জাগিয়ে দিতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করছেন। তার খারাপ ও অনৈতিক কাজ মা, বাবা ও ভাইদের আড়ালে করা গেলেও আল্লাহ থেকে লুকানো সম্ভব নয়। কেননা, আল্লাহ হচ্ছেন মহাশ্রোতা, মহাজ্ঞানী ও মহাদ্রষ্টা। এ সুবিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনোকিছুই তাঁর অগোচরে নয়। চোখের গোপন চাহনি ও অন্তরের অপ্রকাশিত কল্পনা সম্পর্কেও তিনি সম্যক অবগত। এই বোধ ও বিশ্বাস সন্তানদের অন্তরে সৃষ্টি করতে হবে; যাতে তার মনে আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভয় জন্ম নেয়।

❖ শৈশব পার করে কৈশোরে পদার্পণের সময় মেয়েদের মাঝে কিছু ইতিবাচক প্রবণতা সৃষ্টি হয়। তার অন্যতম হচ্ছে, এ সময়ে মেয়েরা বই পড়ার প্রতি

আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলে আমরা দেখতে পাই যে, সে বিভিন্ন ধরনের বইপুস্তক ও সাময়িকী পড়তে শুরু করেছে। কখনো সে কবিতার বইয়ে বুঁদ হয়ে থাকে। কখনো গল্প-উপন্যাসের বইয়ে ডুবে যায়। এ সময় মা ও অভিভাবকদের কর্তব্য হচ্ছে, তার পড়াশোনার ঝোঁককে উপকারী বই পড়ার প্রতি পরিচালিত করা, ভালো ও মূল্যবান বই বাছাই করার পন্থা এবং কম সময়ে অধিক বই পড়ার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া। বড় বই থেকে মূল অংশ পাঠ করা এবং উপকারী বইয়ের সারাংশ নোট করার নিয়ম শিখিয়ে দেওয়া। পাশাপাশি মা তার মেয়েকে ভ্রান্ত মতবাদসংক্রান্ত ধ্বংসাত্মক বই ও অশ্লীল গল্প-উপন্যাস পড়া থেকে সতর্ক করবে। বিশেষ করে, যেসব বই মেয়ের চিন্তা-চেতনায় গভীর প্রভাব ফেলতে পারে এবং হক-বাতিলের মাঝে দ্বিধা সৃষ্টি করে দিতে পারে, সেসব বই যেন তার হাতে না ওঠে, সে ব্যাপারে খুব সজাগ থাকতে হবে। কেননা, এ ধরনের বই যদি সে পড়তে শুরু করে, তাহলে ধীরে ধীরে তার চিন্তা ও বিশ্বাসের ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দেবে। ফলে তার দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

❖ মেয়ে যদি কোনো ভুল করে, তখন জনসমক্ষে কঠোর ভাষায় তাকে তিরস্কার করা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। বরং উত্তম ও উপযুক্ত উপায়ে মেয়েকে তার ভুল ধরিয়ে দিতে হবে এবং সামনে থেকে ভুলের পুনরাবৃত্তি না হওয়ার জন্য সতর্ক করতে হবে। কোনোভাবেই এমন পদ্ধতিতে তাকে তিরস্কার করা যাবে না যে, তার মনে হবে মা তাকে ভালোবাসে না বলেই এমন আগ্রাসী হয়েছেন। বরং এমন পদ্ধতিতে তিরস্কার করতে হবে; যাতে সে মনে করে, মা তাকে তিরস্কার করেননি, তার কৃত মন্দ কাজের তিরস্কার করেছেন।

❖ উত্তম হচ্ছে সবার প্রতি সুধারণা পোষণ করা। আমাদের চারপাশে যত কাজ সংঘটিত হচ্ছে, সবই ভালো উদ্দেশ্যে হচ্ছে এমন ধারণা রাখতে হবে আমাদের। সে হিসেবে সন্তানদের প্রতিও সুধারণা পোষণ করতে হবে। তবে এর অর্থ এ নয় যে, তাকে একদম লাগামহীন ছেড়ে দেবো এবং তার তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ থেকে একদম উদাসীন হয়ে পড়ব।

❖ কিছু মেয়ে খুব সুন্দরী হয়। আল্লাহ-প্রদত্ত সৌন্দর্যের এই নিয়ামত অন্যদের থেকে তাকে আলাদা করে রাখে। এই বাহ্যিক সৌন্দর্যের কারণে সে সর্বদা মানুষের দৃষ্টির লক্ষ্যবস্তু হয়। এ কারণে সে অনেক সময় মানসিক চাপ অনুভব করে, যে চাপ অন্য মেয়েরা অনুভব করে না। বাহ্যিক সৌন্দর্যের একটা অহংকারও থাকে তার মাঝে। তার ব্যাপারে আমাদের কর্তব্য হলো, তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, মানুষের অভ্যন্তর যদি সুন্দর না হয়, তাহলে বাহ্যিক সৌন্দর্যের কোনো মূল্য নেই।

❖ তার চিন্তা ও ফিকির সুন্দর ও স্বচ্ছ করার জন্য নিয়মিত চেষ্টা করে যেতে হবে। তা এভাবে যে, তার সুন্দর গুণাবলিকে আরও উন্নত করতে হবে এবং ফুলের পরিচর্যা, বৃক্ষরোপণ, প্রাণীদের প্রতি দয়া, লেখালেখি, গল্প-প্রবন্ধ রচনা এবং বই-পুস্তক অধ্যয়ন ইত্যাদি উপকারী কাজের পরামর্শ দিতে হবে। নিজের স্বভাব-চরিত্রের উন্নতি-অবনতির প্রতি লক্ষ রাখা এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকদের জীবন অধ্যয়ন করার প্রতি উৎসাহিত করতে হবে।

❖ কিশোরী মেয়েরা বাজারে যেতে এবং সেখানে গিয়ে কেনাকাটা করতে পছন্দ করে। তাই আমরা তাদের লাইব্রেরি পরিদর্শনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে পারি। আমরা মাঝেমধ্যে তাদের লাইব্রেরিতে নিয়ে যাব; যাতে তারা নিজেদের রুচি অনুসারে বই ক্রয় করতে পারে। তবে লক্ষ রাখতে হবে, যে লাইব্রেরিতে তারা যাবে, তা যেন নিরাপদ ও সুরক্ষিত হয়; যাতে তারা কোনোরূপ সমস্যার সম্মুখীন না হয়।

❖ আমাদের জীবনে কিছু স্বপ্ন ও উদ্দেশ্য থাকে। তা বাস্তবায়নের জন্য সন্তানদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা যাবে না অথবা আমাদের স্বপ্ন ও উদ্দেশ্যের সাথে একমত হওয়ার জন্য জোরাজুরি করা যাবে না। বরং কেবল তাদের জানিয়ে দেবো যে, আমাদের জীবনে এই এই স্বপ্ন ও উদ্দেশ্য আছে। এভাবে আমরা জেনে নেব, তাদের জীবনের স্বপ্ন ও উদ্দেশ্য কী? তা যদি সৎ ও উত্তম হয়, তাহলে তাদের স্বপ্ন পূরণে আমরা যথাসাধ্য তাদের সহযোগিতা করব।

❖ অনেক সময় আমরা আমাদের ছোট মেয়েদের জন্য আমাদের পছন্দ অনুযায়ী কাপড়-চোপড় ও অলংকার কিনে দিই। সময়ের চাহিদা ও তাদের প্রজন্মের ফ্যাশনের দিকে ভ্রুক্ষেপ করি না। ফলে মেয়েরা অনেক সময় তাদের বন্ধুদের কাছে ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্রে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে মেয়েরা বড় হওয়ার পরেও আমরা আমাদের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী বা আমাদের সময়ে আমরা যে পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকারসামগ্রী পরিধান করতাম, সে ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকার পরিধান করার ওপর তাদের বাধ্য করি। ফলে তারা বন্ধুবান্ধব ও সহপাঠীদের সামনে বিব্রত হয়। তাই আমাদের জন্য উচিত হলো, আমাদের মেয়েদেরকে তাদেরই প্রজন্মের রীতি অনুসারে পোশাক-আশাক ও অলংকারসামগ্রী কিনে দেবো, যদি তা ইসলামসম্মত হয়।

❖ ভুল ও অনৈতিক কর্মের উৎপাদক ও হেতু বের করে তার চিকিৎসা করতে হয়। শুধু শুধু কাজটির সমালোচনা করতে থাকলে তা বন্ধ হয় না। সুতরাং আপনার মেয়েকে যদি অসংগত কোনো কাজ করতে দেখেন, তাহলে প্রথমে খুঁজে দেখেন, সে কাজের উৎস কী? কোথা হতে সে তা অর্জন করেছে? তার উৎপাদক ও হেতু কী? তখন আপনি সে কাজ থেকে মেয়েকে বিরত রাখার যথোপযুক্ত পন্থা খুঁজে পাবেন।

❖ কিছু কিছু মায়েরা চান, তার মেয়ে সবদিক দিয়ে হুবহু তার মতো হোক। এ এক ভুল মানসিকতা। বরং মাকে সর্বদা চেষ্টা করতে হবে, তার মেয়ে যেন সবদিক দিয়ে তার চেয়ে উত্তম হয় এবং তার নিজস্ব রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী জীবনের সার্থকতার পেছনে ছুটে চলুক।

❖ মেয়ের সাথে কথা বলার সময় তার প্রতি অবজ্ঞা ও গুরুত্বহীনতা দেখাবেন না। সে যখন তার মনের কথা আপনাকে বলতে চায়, তখন অমনোযোগী বা অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে থাকবেন না। তার কথা দ্রুত শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। বরং তার সাথে অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বলুন। তার পাশে বসুন। তার হাতে হাত রেখে তার কষ্ট, আবেগ ও অনুভূতি অনুধাবন করুন। এটাই মেয়ের সাথে হৃদ্যতা গড়ে তোলার সবচেয়ে সহজ উপায়।

❖ জীবন চলার পথে বাধা আসাটা নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। এ কথা আমাদের সন্তানদের মনে বদ্ধমূল করে দিতে হবে। তাদের বলতে হবে, যখনই তাদের সামনে কোনো সমস্যা এসে দাঁড়াবে, তখন সর্বপ্রথম দুআর মাধ্যমে আল্লাহর আশ্রয় চাইতে হবে। অতঃপর সৎ, বিশ্বস্ত ও প্রজ্ঞাবান বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের কাছে সমস্যার কথা অকপটে খুলে বলতে হবে এবং সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের সুপরামর্শ চাইতে হবে।

❖ এই দুনিয়া হচ্ছে আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। এখানে যত বেশি পারা যায়, আখিরাতের জন্য সম্বল অর্জন করে নিতে হবে। তাই দ্বীনি বিষয়কে সকল কিছুর ওপর প্রাধান্য দিতে হবে আমাদের। এ জন্য সন্তানদের প্রতি আমাদের অন্যতম কর্তব্য হচ্ছে, তাদেরকে আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী করার চেষ্টা করা। তা এভাবে যে, আমরা তাদেরকে ফরজ-ওয়াজিব আমলসমূহ আবশ্যকভাবে পালন করা এবং সুন্নাত-নফল আমলসমূহ গুরুত্ব দিয়ে পালন করার প্রতি উৎসাহিত করব। নফল ইবাদতের মধ্যে বিশেষভাবে সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোজা, প্রতিমাসের তিনটি রোজা, আরাফা ও আশুরা দিবসের রোজা, শাওয়ালের ছয় রোজা, তাহাজ্জুদ, পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পরের সুন্নাতে মুআক্কাদা, দুহা তথা পূর্বাহ্নের প্রথম প্রহরের বিশেষ সুন্নাত নামাজ, গরিব-অসহায়দের দান করা, সুন্দর ভাষায় মানুষের সাথে কথা বলা, মুচকি হাসা, পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেওয়া, অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, হাঁচিদাতার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহর তোমার ওপর রহম করুন)' বলা, প্রতিদিন অন্তত এক পারা কুরআন তিলাওয়াত করা ইত্যাদির প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে। সন্তানদের মধ্যে উপরিউক্ত আমলসমূহের আগ্রহ ও অভ্যাস সৃষ্টি হওয়ার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো, মা নিজেই উক্ত আমলসমূহ গুরুত্ব সহকারে আদায় করার ক্ষেত্রে সন্তানদের আদর্শ হবেন।

❖ হর্ষোৎফুল্লতা, উত্তম কথা বলা এবং অন্তরের স্বচ্ছতা মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্যের উপাদান। এ গুণসমূহ আমাদের নিজেদের অবলম্বন করতে হবে। পাশাপাশি আমাদের সন্তানদের মধ্যেও এই গুণসমূহ আনার চেষ্টা করতে হবে।

❖ কিশোরী মেয়েদের একটি মারাত্মক রোগ হচ্ছে, তারা খুব আবেগপ্রবণ; সহজেই যে কারও প্রতি মুগ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। এ কারণে অনেক সময় তারা বিপদ ও ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তাই আমাদের জন্য উচিত হলো, আমরা তাদের প্রতি দয়া ও সহানুভূতির মাধ্যমে তাদের আবেগের ভারসাম্য ধরে রাখব। ভালোবাসা ও ঘৃণা উভয়টাই আল্লাহর জন্য করতে হবে এ মূলনীতি তাদের জানিয়ে দেবো। তাদের মধ্যে এই বোধ উপলব্ধি করাব যে, হৃদয় একটি পাত্রের মতো; মানুষের ভালোবাসা দ্বারা যদি তা পূর্ণ হয়ে যায়, সেখানে আল্লাহর ভালোবাসা প্রবেশ করতে পারে না। এ জন্য আমাদের সকল ভালোবাসা একমাত্র আল্লাহর জন্য হতে হবে এবং আল্লাহর জন্যই কারও প্রতি রাগ, ক্ষোভ ও বিদ্বেষ পোষণ করতে হবে।

❖ বয়ঃসন্ধির সময়ে মেয়েরা কিছু বিষয়ের প্রতি খুব প্রয়োজন বোধ করে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে, এ সময়ে তারা তাদের আবেগের চাহিদাসমূহ যেকোনো উপায়ে পূরণ করতে চায়। তাই এ সময়ে তাদের সাথে খুব নম্রভাবে কথা বলতে হবে এবং আদর-সোহাগ করতে হবে। সর্বোপরি, তাদের প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করতে হবে।

❖ এ বয়সে মেয়েদের একান্ত নিজস্ব কিছু বিষয় থাকে, যেগুলোতে কারও নাক গলানোকে অথবা সেগুলোর বিরুদ্ধে কারও কিছু বলাকে সে খুব অপছন্দ করে। এ সম্পর্কে আমাদের কর্তব্য হলো, তার ব্যক্তিগত বিষয়টি যদি শরিয়াহবিরোধী না হয়, তাহলে তা থেকে আমরা বাধা দেবো না। বরং তাকে সমর্থন করব। তবে হ্যাঁ, তার সেই ব্যক্তিগত বিষয়টি যদি শরিয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে উত্তম ও যথোপযুক্ত পন্থায় তার সামনে সত্যকে তুলে ধরতে হবে এবং উক্ত ক্ষতিকর বিষয় থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিতে হবে।

❖ মেয়েকে জানিয়ে দেবেন যে, তার জীবনের সকল বিষয় সম্পর্কে আপনার সাথে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করা যাবে এবং আপনি তার কথা শোনার জন্য সব সময় প্রস্তুত আছেন। তার মাঝে এই উপলব্ধিও জাগিয়ে দেবেন যে, জীবন সম্পর্কে আপনার অনেক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা আছে। ফলে তার সকল সমস্যার সমাধান আপনার নিকট আছে।

❖ একজন মেয়ে প্রয়োজনার্থে বাইরে বের হলে কেমন শালীন পোশাক পরবে, বিক্রেতার সাথে কীভাবে নারীসুলভ কমনীয়তা পরিহার করে কর্কশ সুরে কথা বলবে, প্রয়োজন ছাড়া কারও সাথে কোনো কথা না বলে এবং বাকবিতণ্ডায় না জড়িয়ে কীভাবে ঘরে ফিরে আসতে হবে—এসবের জন্য আপনিই হবেন মেয়ের আদর্শ। তাই আপনি যখন বাড়ির বাইরে যাবেন, তখন সাজসজ্জা পরিহার করে শালীন পোশাক পরে বের হবেন এবং শালীনতার ভেতর থেকে সকল প্রয়োজন পূরণ করবেন। আপনাকে দেখে আপনার মেয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

❖ যদি মেয়ে আপনার সাথে ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করে, তার এই মারাত্মক অপরাধের অজুহাত খুঁজতে যাবেন না। ছোট মেয়ে না বুঝে করেছে মনে করে বসে থাকলে দিনদিন তার বেয়াদবি ও ধৃষ্টতা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করবে। বরং যখনই সে আপনার সাথে বেয়াদবিসুলভ আচরণ করবে, তখন তার প্রতি রাগ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন। তাকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেবেন, তার এ কাজ আপনি মোটেই মেনে নিতে পারেননি এবং এ কাজে তার প্রতি আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

❖ এই বয়সে এসে মেয়েরা বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্ত হওয়া, নষ্টা সেলিব্রেটিদের অনুকরণ করা এবং নৈতিকতাবিবর্জিত সামাজিক রীতিনীতি পালনে অভ্যস্ত হয়ে পড়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। আপনার মেয়ে যদি এসবে জড়িয়ে পড়ে, তখন আপনি কী করবেন? এমন অবস্থা থেকে সফলভাবে মেয়েকে উদ্ধার করতে হলে বাল্যকাল থেকেই তার স্বভাব-প্রকৃতি ও গতিবিধি সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। সেসবের ওপর ভিত্তি করে মেয়ের পিতা এবং অন্যান্য প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করে উপযুক্ত সমাধান বের করে নেবেন।

❖ দাদা-দাদি, নানা-নানি ও মুরব্বিদের সম্মান করা, তাদের হাদিয়া দেওয়া এবং যথাসাধ্য তাদের সেবাযত্ন করার মাধ্যমে মেয়েকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, তার জীবনে দাদা-দাদি ও নানা-নানি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বদা তাদের মূল্যায়ন ও সেবাযত্ন করতে হবে।

❖ যদি আপনি চান যে, আপনার মেয়ে তার মনের সকল কথা আপনাকে খুলে বলুক, তাহলে আপনাকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে। যখন সে আপনার সাথে কথা বলবে, তখন তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। তার কথা শেষ হওয়ার আগে মুখ থেকে কথা কেড়ে নেবেন না। তার কোনো কথা সম্পর্কে দ্বিমত থাকলে তা স্পষ্ট করে দেবেন। নাহলে সে মনে করবে, আপনি মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনছেন না। কথা ভালোভাবে না বুঝে মন্তব্য করবেন না। হতে পারে, সে ঠিকভাবে তার বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারেনি। সে ঠিক কী বলতে চেয়েছে এবং তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য কী, তা ভালোভাবে বুঝে নেবেন। কথা বলার সময় উত্তরে কী বলবেন, সেটা নিয়ে ফিকির করবেন না; পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনবেন। যেসব পয়েন্টের সাথে আপনি একমত, মাথা নেড়ে তার প্রতি সম্মতি জানাবেন। অতঃপর তার কথা সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হওয়ার পর নম্রভাবে উত্তম উপায়ে আপনার মতামত ব্যক্ত করবেন।

❖ যে সময় থেকে মেয়ের ওপর শরিয়াহর বিধিবিধান আবশ্যক হয়, তার আগে থেকে তাকে নামাজের প্রতি যত্নশীল করে তুলবেন। তাকে অজু ও গোসল করার পদ্ধতি এবং নামাজের পূর্ণাঙ্গ বিধিবিধান শিখিয়ে দেবেন। এ সম্পর্কিত কোনো বইপুস্তক বা অডিও-ভিডিও লেকচার থাকলে সেগুলোর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

❖ অনেক সময় আমাদের ছেলেমেয়েরা যা পছন্দ করে, তা আমাদের মনমতো না হলেও তাদের পছন্দের প্রতি সম্মতি প্রদর্শন করা উচিত। তবে তাদের পছন্দ যদি শরিয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে কোনোভাবেই তার ওপর সম্মত হওয়া যাবে না। বরং তাদের জানিয়ে দিতে হবে, তাদের পছন্দ ভুল; যদি তা থেকে ফিরে না আসে, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি পেতে হবে। পছন্দ-অপছন্দ নির্ণয় সম্পর্কে সঠিক মূলনীতি কী, তা জানিয়ে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। তবে তাদের পছন্দ যদি আমাদের পছন্দের অনুরূপ না হয়, তার অর্থ এ নয় যে, তারা আমাদের থেকে দূরে সরে গেছে অথবা আমরা তাদের কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়েছি।

❖ কোনো বিষয়ে ফয়সালা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা একদমই অনুচিত। অনেক সময় দেখা যায়, আমরা তাড়াহুড়া করতে গিয়ে ভুল জায়গায় ফয়সালা করে বসেছি। অনুরূপভাবে মেয়েকে শাসানোর ক্ষেত্রেও তাড়াহুড়া পরিহার করা উচিত। তার কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হলে অথবা কারও কাছ থেকে তার ব্যাপারে অভিযোগ আসলে কোনোকিছু বিবেচনা করার পূর্বেই তাকে শাসানো ভুল। এ ক্ষেত্রে প্রথমে তার অবস্থান ও মতামত জেনে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। অনেক সময় বাহ্যিকভাবে মেয়ের অবস্থানকে ভুল মনে হলেও, যাচাই করার পর তার অবস্থানই সঠিক প্রমাণিত হয়।

❖ মানুষের জীবনে সবদিক দিয়ে সুখী হওয়া এবং কোনো ধরনের বাধাবিপত্তি ও বিপদের সম্মুখীন না হওয়া একদমই অসম্ভব ব্যাপার। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনেও এসেছিল নানা বিপদাপদ ও বাধাবিপত্তি। রাসুল ﷺ-এর সাহাবিগণসহ কিয়ামত পর্যন্ত সকল সৎকর্মপরায়ণ লোকদের জীবনও নানা ধরনের দুঃখ-দুর্দশা ও সমস্যায় জর্জরিত। তাই আমাদের ছেলেমেয়েরা দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদের মুখোমুখি হলে আমরা ধৈর্যধারণ করব এবং আল্লাহর কাছে তার বিনিময় চাইব। পাশাপাশি সন্তানদেরকে শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, বিয়ের আগে, বিয়ের পরে—জীবনের সকল স্তরে সব ধরনের বিপদাপদে ধৈর্যশীলতা অবলম্বন করার পাঠ শিখাতে হবে। শিখাতে হবে দুআর আদব। কারণ, দুআর মাঝেই রয়েছে সকল সমস্যার সমাধান।

❖ নিঃসন্দেহে সন্তানদের চেয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। জীবনে চলার পথে আমাদের অভিজ্ঞতার প্রতি তারা সব সময় মুখাপেক্ষী। তাই আমাদের কর্তব্য হলো, আল্লাহ তাআলা জীবন সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা আমাদের দান করেছেন, তার আলোকে আমরা নিজেদের সন্তানদের জীবনকে আলোকিত করার চেষ্টা করব।

❖ মেয়ের চাহিদা পূরণে কৃপণতা করলে মাতাপিতার প্রতি মেয়ের মন খারাপ হয়ে যায়। যার ফলে অনেক সময় তাদের প্রতি সে দুর্ব্যবহার করে বসে। কারণ, মেয়ে তার নারীত্ব ও কমনীয়তার উপযোগী করে নিজেকে প্রকাশ করতে চায় এবং যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে চায়। তার বান্ধবী ও

পরিচিতদের চেয়ে কোনো অংশে কম ও নিচু থাকবে, তা সে কক্ষনো মেনে নিতে পারে না। সব সময় নিজেকে সুন্দর ও পরিপাটি করে রাখতে চায় সে। এ জন্য মাতাপিতার কর্তব্য হলো, মেয়ে যেন কোনো দিক দিয়ে কোনো ধরনের কমতি অনুভব না করে, তার প্রতি দৃষ্টি রাখবে। মা নিজ স্বামীকে মেয়ের চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণ করার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। মেয়ে পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকার তার বান্ধবী ও পরিচিতদের দেখাতে চায় এবং তার প্রতি মাতাপিতার আদর ও যত্নের ব্যাপারে অন্যদের সামনে গর্ব করতে চায়। এই চাওয়া পূরণ না হলে মন খারাপ হয়ে যায় তার। এ জন্যই আমরা দেখতে পাই যে, বর্তমান সময়ে অধিকাংশ মেয়ে খারাপ পথে পা বাড়ানোর পেছনে মাতাপিতার আদর-মমতার অভাব এবং চাহিদা পূরণে তাদের কৃপণতাই মূল কারণ। তার মানে এ নয় যে, মেয়ের রূপসজ্জার জন্য বিনা হিসেবে খরচ করতে থাকব। বরং এ ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে এবং মেয়েকে উপলব্ধি করাতে হবে, তার প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণে তারা সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করে যাচ্ছে।

জীবন থেকে নেওয়া - ২

- মেয়েদের অভিধানে অসম্ভব বলতে কোনো শব্দ নেই। প্রিয়জনদের আবদার-অনুরোধ যেকোনো উপায়ে তারা রক্ষা করে। তবে তাকে যে পছন্দ করে না, তার কোনো কাজ করতে সে রাজি হয় না।

- যখন ছেলেমেয়েরা তাদের মায়েদের চোখের আড়ালে থাকে, তখন মায়েদের হৃদয় সন্তানদের কাছেই পড়ে থাকে।

- সন্তানরা উপস্থিত থাকলেই মা অন্তরে সুখ অনুভব করে।

- মেয়ে স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটে। যখন সে মাকে সমুদ্রের ওপরে দেখতে পায়, তখন নিশ্চিন্ত থাকে যে, তার মা সর্বদা সঠিক জায়গায় স্থির থাকে।

- মায়েদের একটা অদ্ভুত ধরনের স্বভাব আছে। তারা প্রতিটি সুখের মুহূর্তে চোখের পানি ছেড়ে কান্না করে। মেয়ে যখন পেটের ভেতর থেকে কোলে আগমন করে, তখন মায়েরা কান্না করে। মেয়ে শৈশব পেরিয়ে যখন কৈশোরে প্রবেশ করে, তখনও মায়েরা কাঁদে। এভাবে সে যখন পিত্রালয় থেকে স্বামীর ঘরে চলে যায়, যখন গর্ভবতী হয়ে মায়ের কাছে আসে, তখনও মা চোখের পানি ছেড়ে দেয়।

- মা তার মেয়েকে সর্বদা নিজের অন্তরে সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখে। তার সুরক্ষায় কোনোরূপ অবহেলা করে না, যতক্ষণ না তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, মেয়ে এখন অন্যের অন্তরে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে, যে অন্তরে সে নিরাপদ ও সুরক্ষিত। অর্থাৎ মেয়েকে উপযুক্ত পাত্রের হাতে তুলে দেওয়ার পরেই মা মনের মাঝে প্রশান্তি অনুভব করে।

➤ মায়ের আদর-সোহাগ ও মমতা থেকে মেয়ে নম্রতা ও ভদ্রতা শিখে। পিতার বুদ্ধি থেকে মেয়ে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা অর্জন করে।

➤ গতানুগতিক শিক্ষা একটি গতানুগতিক প্রজন্ম তৈরি করে। সংশোধিত, পরিমার্জিত ও সংস্কারধর্মী শিক্ষা একটি নতুন, স্বপ্নবাজ ও শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম তৈরি করে।

➤ একটি মেয়েকে শুদ্ধ করা মানে একটি জাতি শুদ্ধ করা।

➤ মেয়ের আস্থা অর্জনের জন্য খুব বেশি সময় লাগে না। কিন্তু কখনো যদি আপনার প্রতি সে আস্থা হারিয়ে ফেলে, সে আস্থা পুনরুদ্ধার করার জন্য বছরের পর বছর লেগে যায়; তাই মেয়ের সামনে কখনো আস্থা হারিয়ে ফেলবেন না।

ছাত্রজীবনে মেয়ের প্রতি মায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য

❖ মেয়ে যখন স্কুলে যেতে শুরু করে, তখন মায়ের কর্তব্য হলো, প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার সময় তার স্কুলব্যাগ যাচাই করবেন এবং বই, কলম, খাতা ইত্যাদি পড়াশোনার প্রয়োজনীয় সামগ্রী তার ব্যাগে ভরে দেবেন। স্কুল থেকে ফেরার পর মেয়ের খাতা চেক করে শিক্ষিকাদের প্রশংসাসূচক কিংবা সতর্ক ও দিক-নির্দেশনামূলক মন্তব্য জেনে নেবেন। অতঃপর সেখানে শিক্ষিকাদের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করবেন। পড়াশোনায় মেয়ের অগ্রগতি হলে তাকে বুঝিয়ে দেবেন, মেয়ের অর্জিত সফলতা ও উন্নতিতে আপনি কতটা খুশি হয়েছেন। পাশাপাশি তার ভুল ও কমতিগুলোও সুন্দর উপায়ে ধরে দেবেন; যেন সেগুলোর পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

❖ মাঝেমধ্যে স্কুলে তাকে দেখতে যাবেন। শিক্ষিকাদের সামনে তার সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করবেন। সবার সামনে মেয়েকে নিয়ে আপনার গর্ব ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন। পারিবারিক কাজে সে আপনাকে কী কী সহায়তা করে, সবার সামনে তা বলবেন। পড়াশোনায় উন্নতি করার প্রতি তার আগ্রহের কথাও সবাইকে বলবেন। অতঃপর মেয়ের শিক্ষিকাদের সাথে আলাদাভাবে সাক্ষাৎ করবেন; যাতে তাদের কাছ থেকে তার চালচলন

ও আচার-আচরণের ব্যাপারে জেনে নিতে পারেন, অতঃপর সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

❖ যখন উপলব্ধি করবেন, মেয়েকে যে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন, তার পরিবেশ মেয়ের চরিত্রে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করছে অথবা স্কুলের পরিবেশের কারণে সে এমন বন্ধুত্বে জড়িয়ে পড়ছে, যা আপনার পছন্দ নয় অথবা তার পড়াশোনার মান খুবই দুর্বল, তখন আপনাকে মেয়ের পিতা ও মেয়ের সাথে কথা বলে তাদের সম্মতি নিয়ে স্কুল পরিবর্তন করার কথা ভাবতে হবে।

❖ মেয়ে যদি যেকোনো কারণে স্কুলে স্বস্তি অনুভব না করে অথবা কোনো শিক্ষিকা বা ছাত্রীর সাথে তার সম্পর্ক খারাপ হয় এবং এ কারণে তার মাঝে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে দেখি, তাহলে আমাদের জন্য উচিত হলো মেয়ের স্কুল পরিবর্তন করে এমন স্কুলে তাকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া, যেখানে সে মানসিক স্বস্তি অনুভব করে।

❖ অনেক সরকারি স্কুলের অবস্থা হলো, সেগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো খুব দুর্বল। স্কুল-কর্তৃপক্ষ অনেক উপায়ে খিয়ানত করে। যেমন : শিক্ষার্থীদের অযথা নম্বর বাড়িয়ে দেয়। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হওয়ার জন্য তাদের সাথে সহজ আচরণ করে এবং তাদের অপরাধ ও দোষত্রুটির প্রতি শিথিলতা প্রদর্শন করে। ফলে সে স্কুলের সুযোগ-সুবিধা ও সহজতার সুনাম সবখানে ছড়িয়ে পড়ে। এ ধরনের স্কুল থেকে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। কারণ, এসব স্কুল ধ্বংস করতে জানে, গড়তে জানে না; নষ্ট করতে জানে, পরিশুদ্ধ করতে জানে না। এসব স্কুল সব ধরনের মহামারি ছড়িয়ে পড়ার উপযুক্ত স্থান এবং আত্মিক অসুস্থতা ছড়ানোর মূল কেন্দ্র। এমন খারাপ পরিবেশের কবল থেকে আমাদের সন্তানদের রক্ষা করতে হবে।

❖ যদি মা লক্ষ করেন, মেয়ের চালচলনে হঠাৎ পরিবর্তন এসেছে অথবা ইদানীং পড়াশোনার প্রতি তার আকর্ষণ কমে গেছে, তখন অবশ্যই ধরে নিতে হবে এর পেছনে কোনো কারণ আছে অথবা তার সাথে এমন কিছু ঘটেছে, যা তার চালচলনে পরিবর্তন এনেছে। অতঃপর মেয়ের পিতার

সাথে পরামর্শ করে, মেয়ের সাথে আন্তরিক হয়ে এবং শিক্ষিকাদের সাথে আলাপ করে তার পরিবর্তনের উৎস খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে। তবে পরিবর্তনের কারণ বের করতে গিয়ে এমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না, যার কারণে মেয়ের ওপর আরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এমন হলে তার পড়াশোনা আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

❖ স্কুলে মেয়েকে দেখতে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে এ সম্পর্কে আগে মেয়ে থেকে জেনে নিতে হবে যে, এতে তার কোনো অসুবিধা হবে কি না। কারণ কিছু মেয়ে বিশেষ করে কিশোরী মেয়েরা তাদের পেছনে যে কারও অনুসরণকে খুব অপছন্দ করে এবং সহপাঠী ও শিক্ষিকাদের সামনে মানহানিকর মনে করে। তাই তাদের ছোটবেলা থেকেই মা-বাবার স্কুল পরিদর্শনে যাওয়ার ব্যাপারে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে; যাতে বড় হওয়ার পর বিষয়টি তাদের কাছে অস্বস্তিকর মনে না হয়। মায়ের যদি মনে হয়, তিনি স্কুলে গেলে মেয়ে মানসিকভাবে কষ্ট অনুভব করে, তাহলে স্কুলের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য তাকে অন্য পন্থা বের করতে হবে। এ জন্য তিনি ফোনের মাধ্যমে স্কুল-কর্তৃপক্ষ থেকে মেয়ের পড়াশোনা, চালচলন ও আচার-আচরণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন অথবা তার পরিচিত কোনো শিক্ষিকার সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রেখে সে সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে পারেন। অথবা অন্য কোনো উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করে মেয়ের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া যাবে।

❖ মেয়েদের স্কুলজীবনে অনেক কিছুই সংঘটিত হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী। এসব থেকে মেয়ের মাঝে খারাপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই স্কুলের ক্যাম্পাসে যা কিছুই সংঘটিত হয়, সে ব্যাপারে আপনাকে নিয়মিত খোঁজ নিতে হবে। আপনার পরিচিত শিক্ষিকাদের থেকে মেয়ের অবস্থা সম্পর্কে জেনে নিতে হবে এবং কীসের প্রতি সে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে, বিভিন্ন প্রদর্শনী ও চরিত্রের প্রতি কীভাবে প্রভাবিত হচ্ছে, সে সম্পর্কে জেনে নিতে হবে। অতঃপর উক্ত সমস্যা থেকে পরিত্রাণের কার্যকর উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

❖ স্কুলে যাওয়া-আসার সময় এবং পথের মধ্যে শালীনতা ও লজ্জাশীলতার প্রতি যত্নশীল থাকতে মেয়েকে সর্বদা সতর্ক করা অত্যন্ত জরুরি।

❖ আমাদের কলিজার টুকরা মেয়েরা আমাদের অপরিচিত ছাত্রীদের সাথে স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরে আসবে, তা আমরা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারি না। তাই মেয়ের স্কুল ছুটি হওয়ার কিছুক্ষণ আগে মা অথবা পিতা কোনো একজনকে স্কুল থেকে মেয়েকে আনতে যেতে হবে।

❖ মেয়ের স্কুল কখন শুরু হয়, কখন ছুটি হয়, তা জানা এবং এ ব্যাপারে মেয়ের পিতাকে অবহিত করা মায়ের কর্তব্য। ঋতুর পরিবর্তনের কারণে স্কুলের সময়ের পরিবর্তন সম্পর্কেও জেনে নিতে হবে।

❖ মেয়ের স্কুলে যাওয়া এবং ফেরার সময়ে এলার্ম দিয়ে রাখা ভালো। বিশেষ করে পরীক্ষার সময়ে। যাতে সে সময়ে আমরা মেয়ের সাথে থাকতে পারি এবং প্রস্তুতির কাজে টুকটাক সহযোগিতা করতে পারি। কিছু মেয়েদের অধিকাংশ সমস্যা শুরু হয় এ সময়ে। তাই এ সময়ে তাদের পাশে থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

❖ মেয়েদেরকে শিক্ষিকাদের সম্মান করার শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। ছোটবেলা থেকেই এই শিক্ষার বীজ তাদের অন্তরে ঢুকিয়ে দিতে হবে। প্রতি শিক্ষাবর্ষের শেষে শিক্ষিকাদের চেষ্টা-মেহনতের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাদের উপহার-উপঢৌকন দিলে মেয়ের মাঝে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

❖ মেয়ের জীবনের প্রত্যেক মোড় পরিবর্তনের সময় মেয়ের পাশে থাকা মায়ের কর্তব্য। প্রথম যেদিন সে স্কুলে যাবে, সেদিন মাকে অবশ্যই তার সাথে থাকতে হবে। কারণ, একটি সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে গিয়ে শিশু মেয়েটি নিঃসঙ্গতা অনুভব করবে। এভাবে শিক্ষাজীবনের প্রতিটি স্তর পার করার সময় কিংবা স্কুল পরিবর্তন করার সময় মা মেয়ের পাশে থাকা উচিত। এভাবে বয়ঃসন্ধির সময়, বিয়ের প্রস্তাব আসার সময় এবং বিশেষভাবে বিয়ের আগের সময়ে মাকে সর্বদা মেয়ের পাশে থাকতে হবে। এ সময়ে মেয়ে অস্থিরতা ও সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। সঠিকভাবে কোনো সিদ্ধান্তের

ওপর স্থির হতে সক্ষম হয় না। কিন্তু মায়ের সঙ্গ ও নৈকট্য জীবনের কঠিন এই মুহূর্তগুলো সহজে পার করতে সহায়তা করে তাকে।

❖ স্কুলে ছাত্রীদের অভিভাবকদের বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান হলে সেখানে অংশগ্রহণ করা আবশ্যক। অনুরূপভাবে প্রতি শিক্ষাবর্ষের শেষে অনুষ্ঠিত প্রোগ্রামেও মায়ের উপস্থিত থাকা উচিত। এটা মেয়ের প্রতি সম্মান এবং মেয়েকে নিয়ে গর্বের বহিঃপ্রকাশ। তদুপরি এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলে শিক্ষিকাদের সাথে মেয়ের আচার-আচরণের ব্যাপারেও ভালোভাবে অবগত হওয়া যায়।

❖ দিনে না পড়ে রাতজেগে পড়াশোনা করার অভ্যাস গড়ে তোলা থেকে আমাদের ছেলেমেয়েদের সতর্ক করতে হবে। বিশেষ করে পরীক্ষার দিনগুলোতে।

❖ আমাদের কলিজার টুকরা মেয়েরা সুন্দর ও অলংকারপূর্ণ ভাষায় কথা বলতে পারা এবং কথাকে কবিতার চরণ ও মহান লোকদের বাণী দ্বারা সমৃদ্ধ করা আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের বিষয়। তাদের মাঝে এ যোগ্যতা আনার সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলো, আরবি ভাষাকে তাদের কাছে প্রিয় করে তোলা, তার শব্দমালা শিক্ষা দেওয়া, বিভিন্ন মনীষীদের সারগর্ভ উক্তিসমূহ এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের কবিদের কবিতা শিক্ষা দেওয়া।

❖ সাধারণত বাড়ির অনেক কাজকর্মে মায়েরা মেয়েদের সহযোগিতা নিয়ে থাকেন। পরীক্ষার দিনগুলিতে মেয়েকে দিয়ে বাড়ির কাজকর্ম যত কম করানো যায় তত উত্তম। এ সময়গুলিতে তার পড়াশোনার জন্য নিরিবিলি ও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে দেওয়াও মায়ের কর্তব্য।

❖ মেয়ের লেখাপড়ায় অধিক উন্নতি কিংবা বিশেষ কোনো বিষয়ের দুর্বলতা দূর করার জন্য কারও কাছে আলাদাভাবে মেয়েকে পড়ানো যাবে। তবে অবশ্যই এ কাজের জন্য তার শিক্ষিকাদের মধ্য থেকে এমন কাউকে বাছাই করতে হবে, যিনি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।

❖ প্রাইভেট পড়ার ক্ষেত্রে মেয়েকে শিক্ষিকার বাড়িতে না পাঠিয়ে শিক্ষিকাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করব। এর জন্য খরচ একটু বেশি হলে হোক। কেননা, শিক্ষিকার বাড়ির পরিবেশ, সেখানে পড়তে আসা অন্যান্য ছাত্রীদের চরিত্র, শিক্ষিকার পরিবারের সদস্যদের আচার-আচরণ ও স্বভাব সম্পর্কে আমাদের ধারণা নেই। তাই সর্বাবস্থায় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

❖ পড়ালেখায় উন্নতি করার একটি উপায় হলো, পরীক্ষার আগে থেকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া। এর জন্য আগের পড়া পুনর্পাঠ করার জন্য মা একটি রুটিন তৈরি করে দেবেন। এ সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারাও মেয়েকে সহযোগিতা করা যাবে।

❖ পড়ালেখায় কোন বিষয়ের প্রতি মেয়ের আগ্রহ বেশি, তা জেনে নেওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। তার গতিবিধির ওপর নজর রেখে অথবা সরাসরি জিজ্ঞাসা করে এ সম্পর্কে জেনে নিতে হবে। যাতে উচ্চ মাধ্যমিকে গিয়ে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে উপযুক্ত বিষয় নির্বাচনে তাকে সাহায্য করা যায়।

❖ স্কুলের পাঠ চুকিয়ে যখন মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে, তখন তাকে জানিয়ে দিতে হবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখা ও পরিবেশ আগের পড়ালেখা ও পরিবেশের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে ব্যর্থ হলে বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যাবে। বিশেষ করে প্রথম সেমিস্টারে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ালেখা করতে হবে। মেয়ের সাথে এ সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে আলাপ করে তার সামনে একদম স্পষ্ট করে দিতে হবে যে, শিক্ষাজীবনের এই স্তর অতীতের সকল স্তরের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতঃপর এ স্তরে উন্নতি লাভ করার আদর্শ উপায় জানিয়ে দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বরং গোটা শিক্ষাজীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সেমিস্টার সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এ কথা তাকে বারবার বোঝাতে হবে।

❖ বিশ্ববিদ্যালয়ে অসংখ্য চিন্তাধারা ও মতাদর্শের মানুষ থাকে। তারা নিজ নিজ চিন্তাধারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে উপস্থাপন করে। আপনার মেয়ের কাছেও এসব মতাদর্শের দাওয়াত পৌঁছা স্বাভাবিক।

অনেক সময় সেসব মতাদর্শ প্রচার করেন খোদ প্রফেসরগণ অথবা ছাত্ররা অথবা বিশ্ববিদ্যালয়েরই বিভিন্ন সংগঠন। এ সময় মেয়ে যেন সত্যকে গ্রহণ করে এবং কোনোভাবেই বাতিল মত গ্রহণ না করে, তার জন্য মাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দিক সম্পর্কে মেয়েকে আগেভাগে জানিয়ে রাখতে হবে। অন্যথায় বিভিন্ন ভ্রান্ত মতাদর্শ-অবলম্বীদের কবলে পড়ে মেয়ের আকিদা-বিশ্বাস পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে।

❖ মেয়ে যদি খুব মেধাবী হয় এবং উচ্চতর পড়াশোনা অব্যাহত রাখার যোগ্যতা রাখে, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির ওপর ক্ষান্ত না হয়ে আরও উচ্চতর পড়াশোনা করার জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করা এবং এ ব্যাপারে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করা উচিত।

জীবন থেকে নেওয়া - ৩

- নারীর সৌন্দর্যের প্রশংসা করলে এবং তার আবেগ-অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে নারীর মনে সে লোকের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা জন্মায়।
- কিছু লোক মেয়েদের জীবন তাদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী চালানোর চেষ্টা করে। মা নিজের হৃদয়ের ভালোবাসা ও মমতা দিয়ে তাদের প্রতিরোধ করে। অতঃপর মায়ের হৃদয় অন্য সবার বুদ্ধিমত্তার চেয়ে শক্তিশালী প্রমাণিত হয়।
- মা নিজ সন্তানদের অন্তর দিয়ে অবলোকন করেন।
- মায়ের প্রতিটি ইন্দ্রিয় সন্তান ও অন্যদের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে।
- নারী যখন কারও সৌন্দর্যচর্চার কারণ হয়, তখন রূপচর্চা ও সাজসজ্জা করাই তার ধ্যানজ্ঞানে পরিণত হয়।
- সন্তানদের চাহিদা ও আবদারের সামনে মা দুর্বল; কিন্তু তাদের চাহিদা ও আবদার পূরণ করার ক্ষেত্রে তার সে দুর্বলতা প্রকাশ পায় না।
- সন্তানদের সামনে মায়েরা সুখের কান্না কাঁদে। আর সন্তানদের অগোচরে তাদের জন্য আশঙ্কা, আশা এবং দুআর জন্য কাঁদে।
- মেয়ে যখন মায়ের সামনে চোখের অশ্রু ছাড়ে, তার অর্থ এই যে, তার সাথে এমন কিছু ঘটেছে, যার ব্যাপারে সে মায়ের সমর্থন কামনা করছে।
- মেয়ের মনে মায়ের প্রতি যে আবেগ ও ভালোবাসা থাকে, বিয়ের পর তার কিছুটা স্বামীর দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। কিন্তু যখন আল্লাহ তাআলা

তাকে সন্তান দান করেন, তখন মায়ের প্রতি পূর্বের চেয়ে অধিকগুণে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।

➢ মেয়ে হচ্ছে আয়নার মতো; কোমল, স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন। তবে খুব সহজে তাতে দাগ পড়ার কিংবা ভেঙে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা আছে। তাই সাবধান, খুব সাবধান!

যৌথ পরিবারে মেয়ের প্রতি মায়ের কর্তব্য

❖ যখন মেয়ে ঘুমাবে, তখন রুমের দরজা বন্ধ রাখার ব্যাপারে মা তাকে সতর্ক করে দেবেন; যেন পিতা, ভাই বা পরিবারের অন্য কোনো পুরুষ তার ঘুমের সময় ভুলে তার রুমে প্রবেশ না করে।

❖ যে সময় পরিবারের সবাই এক জায়গায় বসে গল্পগুজব করে, সেখান থেকে মেয়েকে দূরে রাখা যাবে না; বরং তাকেও সাথে রাখতে হবে। মেয়ে রাতে অধিক সময় জেগে থাকে আর দিনে ঘুমায় অথবা পরিবারের সবাই যখন নিজ নিজ ব্যস্ততা থেকে ফিরে বাড়িতে একত্রিত হয়, তখন সে ইন্টারনেটে বুঁদ হয়ে থাকে, অথবা পরিবারের সবাই যখন বেড়াতে যায়, তখন সে বাড়িতে থেকে যেতে চায় অথবা পরিবারের সবার সাথে একসঙ্গে খাবার না খেয়ে আলাদা খেয়ে নিতে চায়, এমন স্বভাব যেন মেয়ের না হয়, সে ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে। এই অভ্যাসগুলো খুব মারাত্মক।

❖ যথাসাধ্য মেয়ের জন্য আলাদা বাথরুমের ব্যবস্থা করা উচিত, যেটা পরিবারের কোনো পুরুষ সদস্য ব্যবহার করবে না। কারণ, বাথরুমে মেয়ের কিছু বিশেষ পণ্যসামগ্রী থাকে, যা পরিবারের কোনো পুরুষ সদস্য দেখলে সে খুব লজ্জা ও অস্বস্তি বোধ করে।

❖ মেয়ে যদি নিজের পক্ষ থেকে পরিবারের সবার জন্য ডিনারের আয়োজন করতে চায়, তার এ আয়োজনে তাকে সমর্থন করবেন এবং আর্থিকভাবে সহযোগিতা করবেন। এর মাধ্যমে মেয়ের মাঝে আতিথেয়তার গুণ সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া এর মাধ্যমে পারিবারিক সম্প্রীতি ও বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

❖ পিতা ও ভাইদের সামনে মেয়ের কাজের প্রশংসা করবেন। তার অপ্রকাশ্য গুণাবলি তাদের সামনে প্রকাশ করবেন। এতে মেয়ে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত হয়।

❖ মেয়ে শৈশব পার করে বয়ঃসন্ধিকালে প্রবেশ করামাত্রই মনে করে বসবেন না যে, এখন সে বড় হয়ে গেছে এবং পরিবারের সকল কাজ সামলানোর যোগ্য হয়ে উঠেছে; ফলে আপনি তার ওপর এমন এমন কাজ চাপিয়ে দিলেন, যা করা তার জন্য অসম্ভব অথবা তাকে সব সময় ভাইদের যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে দিলেন। ঘুণাক্ষরেও এ ভুল করবেন না। বরং তার সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবারের কাজে তার সহযোগিতা নেবেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাকে বুঝিয়ে দেবেন, পরিবারের কাজে আপনি তার সহযোগিতার মুখাপেক্ষী।

❖ সন্তানদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া হলে কোনো একজনের পক্ষ নেবেন না। বরং কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল, তা স্পষ্ট করে দেবেন। পাশাপাশি ভাইবোনের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষতিকর দিকসমূহ তুলে ধরে এ থেকে তাদের সতর্ক করবেন। যে ভুল করেছে, তাকে অজুহাত পেশ করার অথবা ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন।

❖ ছেলে এবং মেয়েদের মাঝে পার্থক্য করবেন না। সবার সাথে সমানভাবে আচরণ করবেন। প্রত্যেকের অনুভূতি ও চাহিদা অনুসারে প্রত্যেকের জন্য সমানভাবে খরচ করুন। পার্থক্য পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং সন্তানদের প্রত্যেকের মনে একে অপরের প্রতি সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে।

❖ মেয়েদের ওপর ছেলেদের প্রাধান্য দেবেন না। এটা ছিল জাহিলি সভ্যতার অন্যতম স্বভাব। আমার কথার উদ্দেশ্য তথাকথিত সমান অধিকার নয়। নারী-পুরুষ প্রত্যেকের আলাদা বৈশিষ্ট্য ও সামর্থ্য আছে। সে অনুযায়ী প্রত্যেকের ন্যায্য অধিকার আদায় করাই প্রকৃত সমান অধিকার। নারীরা তাদের কমনীয়তা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিক দিয়ে পুরুষদের থেকে আলাদা। নারীদের ন্যায্য অধিকারসমূহ যথাযথরূপে আদায় করা হলে তারা হয়ে ওঠে উন্নত জাতি নির্মাণের ভিত্তি। প্রতিটি পুরুষ তাদের

পেয়ে ধন্য হওয়ার স্বপ্ন দেখে। তাদের সুন্দর জীবন হয় মায়েদের গর্বের উপলক্ষ।

❖ মেয়েকে রান্নাবান্না এবং ঘর সামলানোর কাজ শিখাবেন এবং এ কাজে তার থেকে টুকটাক সাহায্য নেবেন। ভুল হলে মুচকি হেসে তা শুধরিয়ে দেবেন। শুরু শুরু আপনারও এমন ভুল হয়েছিল এ বলে তাকে সাহস দেবেন।

❖ তার জন্য কোনোকিছু কেনার সময় তার পছন্দ ও আগ্রহকেই প্রাধান্য দেবেন। আপনার পছন্দ তার ওপর চাপিয়ে দেবেন না। প্রত্যেক প্রজন্মের চাহিদা, প্রয়োজন, উদ্দেশ্য ইত্যাদি আলাদা হয়। তাকে তার প্রজন্মের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে দিন। অবশ্য আগে থেকে তাকে জানিয়ে দিতে হবে যে, সব বিষয়ে অপচয়, অপব্যয় এবং কৃপণতা খুব নিন্দনীয়।

❖ তার জন্য কেনাকাটার সময় তার চাহিদা ও প্রয়োজনের ব্যাপারে তার সাথে পরামর্শ করবেন। অতঃপর তার পছন্দকেই অগ্রাধিকার দেবেন। এমনকি সেটা আপনার পছন্দ না হলেও। এর জন্য টাকা কিছু বেশি গেলে যাক। মেয়ের ভালোবাসার কাছে টাকাপয়সা নিতান্ত মূল্যহীন।

❖ মেয়েদের বিবেকে এ মানসিকতা ঢুকিয়ে দিতে হবে যে, পরিবারের সমস্যা ও চিন্তা-পেরেশানির কথা যেন বাড়ির চার দেয়ালের বাইরে না যায়। তাদের এও জানিয়ে দিতে হবে যে, নিজেদের গোপনীয়তা অন্যের কাছে প্রকাশ করলে কোনো লাভ নেই; বরং শত্রুরা আমাদের বিপদ দেখে আনন্দ প্রকাশ করবে। তা ছাড়া এতে আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীরা শুধু শুধু মনে কষ্ট পাবে। পরিবারের সকল সদস্য যদি এ দিকটাকে গুরুত্ব দেয়, তাহলে পরিবারের বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। এমন পরিবার থেকে গড়ে ওঠা মেয়েরা ভবিষ্যতেও নিজেদের পারিবারিক গোপনীয় বিষয়গুলো বাইরে প্রচার করা থেকে বিরত থাকে।

❖ আমাদের ছেলেদের জানিয়ে দিতে হবে যে, মেয়েদের মন-মানসিকতা সম্পূর্ণ আলাদা; তাদের মন খুবই নরম ও কোমল। তাই তাদের সাথে তাদেরই উপযোগী পন্থায় আচরণ করতে হবে। এক ভাই আরেক ভাইয়ের

সাথে যেভাবে কথা বলে এবং আচরণ করে, ঠিক সেভাবে বোনের সাথে আচরণ করা যাবে না। কারণ দুজনের মাঝে রয়েছে বিস্তর ফারাক। অনেক সময় মাত্র একটি কটু বাক্য বোনকে অনেক দিন পর্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন করে রাখে। তেমনই একটি সুন্দর কথা তাকে অনেক দিন যাবৎ আনন্দ দেয়।

❖ বাড়ির মধ্যে একজনকে কর্তা নির্ধারণ করে নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবাই কর্তা সেজে বসে আদেশ-নিষেধ করতে শুরু করলে বাড়ির শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। পিতাই বাড়ির মূল কর্তার ভূমিকা পালন করবেন। মা পিতার সাথে পরামর্শ ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে নিজের দায়িত্ব ও কাজ বুঝে নেবেন। বিশেষ করে, মেয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বসমূহ মা পালন করবেন। এ বিষয়টি আমি এ জন্যই তুলে ধরেছি যে, কিছু যুবক একটি নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছানোর পর বোনদের ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে এবং তাদের শাসন করতে পছন্দ করে। এর ফলে পরিবারের মধ্যে খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই এই বয়সের যুবকদের ভদ্র ও শালীন ভাষায় বুঝিয়ে দিতে হবে যে, পরিবারের মেয়েরা তাদের কর্তৃত্বাধীন নয়, তাদের কর্তা তাদের মাতাপিতা। অবশ্য বোন বা পরিবারের কোনো মেয়ের মাঝে যদি উল্লেখযোগ্য কোনো দোষ দেখতে পায়, তাহলে এ ব্যাপারে পিতাকে অবহিত করা তাদের দায়িত্ব। কারণ পিতাই পরিবারের মূল কর্তা।

❖ মেয়েকে নিজের মতো করে রুম সাজাতে বাধা দেবেন না। কোনোভাবে সেখানে নিজের পছন্দ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। তাকে নিজের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী রুম সাজানোর অবকাশ দেবেন এবং যথাসাধ্য সহযোগিতা করবেন।

❖ অহংকার, ঔদ্ধত্য, অপ্রয়োজনীয় সাজসজ্জা, অপচয়, অশ্লীল কথাবার্তা প্রভৃতি খারাপ স্বভাবসমূহ থেকে মেয়েকে অবশ্যই বিরত রাখতে হবে। তার মাঝে এই স্বভাবসমূহ সৃষ্টি হওয়ার সকল পথ রুদ্ধ রাখতে হবে। কেননা এই স্বভাবগুলো তার জীবনে এবং মানুষের সাথে তার সম্পর্কে খুব নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

❖ কথা বলার শিষ্টাচার এবং অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার ভদ্রতা মেয়ে নিজের পরিবার থেকেই শিখে। তাই এই উন্নত আচরণনীতিকে আমাদের পরিবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

❖ স্বামীর সাথে বিনয়ের সাথে কথা বলবেন এবং সন্তানদের সামনে তাকে সম্মান করবেন। আপনার মেয়ে আপনার নিকট থেকে এ সুন্দরতম আদর্শ কোনো মেহনত করা ছাড়াই শিখে যাবে।

❖ মায়ের মনে পিতার প্রতি ভক্তি ও উচ্চ মর্যাদা মেয়ের জীবনকে নিশ্চিন্ত ও আনন্দময় রাখে।

❖ জীবিকার তাগিদে পিতাকে যদি অধিকাংশ সময় বাড়ির বাইরে এবং সন্তানদের থেকে দূরে থাকতে হয়, তখন মা সন্তানদের সামনে অজুহাত পেশ করবেন যে, পরিবারের কল্যাণের জন্য এবং তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যই পিতা তাদের থেকে দূরে আছেন। এতে মেয়ের মনে পিতার ব্যস্ততা ও দূরত্বের কারণে যে কষ্ট হতো, তা অনেকটা কমে যাবে।

❖ জীবনের সকল পরিস্থিতিতে সন্তানদের সামনে আমরা অবশ্যই মুখে হাসি ধরে রাখব। এতে আমাদের সন্তানেরা সর্বদা খুশি থাকবে। তাদের মন স্থির ও নিশ্চিন্ত থাকবে। অতঃপর তারা এই শিক্ষা গ্রহণ করবে যে, জীবনের সুখ-দুঃখ সকল মুহূর্ত আল্লাহর নির্ধারিত তাকদির। এই তাকদিরকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেওয়াই মুসলিমের কাজ।

❖ স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মনোমালিন্য সুখের সংসারে শয়তানের আক্রমণ। তা যত দ্রুত মিটমাট করা যায় তত ভালো। দীর্ঘ হলে শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করতে হবে। এই মনোমালিন্যে আমাদের মন যতই ভারাক্রান্ত ও পেরেশান হোক, আমাদের সেই দুঃখ-পেরেশানি কোনোভাবে সন্তানদের সামনে প্রকাশ করা যাবে না।

❖ যখন স্ত্রী স্বামীর জন্য নিজেকে সজ্জিত করে, ঘর পরিপাটি ও সুবিন্যস্ত রাখে এবং জীবনসঙ্গীর সাথে মার্জিত ও প্রেমময় ভাষায় কথা বলে, এ

বিষয়গুলো পরোক্ষভাবে মেয়েকে ভবিষ্যতে তার স্বামীর সাথে সুখী জীবন গড়ার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়।

❖ আচরণে স্পষ্টবাদিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভেতরে এক কথা, বাইরে আরেক কথা—এটা অত্যন্ত ক্ষতিকর। আচার-আচরণে স্পষ্টবাদী থাকবেন। আপনার মেয়ে আপনার থেকেই এই গুণ শিখে নেবে। পাশাপাশি উদ্ভূত সমস্যাবলি মোকাবিলা করার সঠিক পন্থাও হলো এই স্পষ্টবাদিতা ও সৎসাহস। সমস্যা থেকে পালিয়ে বেড়ালে তা আরও জটিল হয়ে ওঠে।

❖ বিশেষ উপলক্ষে মেয়েকে নিজের হাতে সাজিয়ে দেওয়া, মেকআপ করিয়ে দেওয়া, চুল বেঁধে দেওয়া, সুন্দর পোশাক বাছাই করে দেওয়া ইত্যাদি কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে মেয়ে অনুভব করে যে, মা তাকে খুব আদর করেন এবং মায়ের কাছে তার গুরুত্ব অনেক।

❖ যদি মেয়ে অস্বাভাবিকভাবে মুটিয়ে যায়, তাহলে মা তার ওজন কমানোয় সহযোগিতা করবেন। তা এভাবে যে, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে মেয়ের জন্য উপযুক্ত একটি ডায়েট চার্ট নিয়ে নেবেন। অতঃপর তা অনুসরণ করার ক্ষেত্রে মেয়েকে সব রকমের সহযোগিতা করবেন।

❖ মেয়ের মাঝে ছোট ভাইবোনদের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা উদ্রেক করার চেষ্টা করব। তা এভাবে যে, আমরা তাদের হাতে কিছু টাকা দেবো; যাতে খুশির উপলক্ষসমূহে তারা ছোট ভাইবোনদের বিভিন্ন উপহার দিতে পারে।

❖ কিছু কিছু মায়েরা মনে করেন, বিয়ে দেওয়ার পর মেয়ের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য শেষ হয়ে যায়। এ ধারণা ভুল। বরং যে নারী একটি প্রজন্ম গড়ে তোলার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন, তার বুঝে নিতে হবে যে, তার হাতেগড়া প্রজন্ম থেকে একটি নতুন প্রজন্ম জন্ম নেবে, যাদের যত্ন নেওয়াও তার কর্তব্য। সুতরাং সবচেয়ে ভালো মা তিনিই, যিনি মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার পর নতুনভাবে আবার তার লালনপালন শুরু করেন এবং মেয়ের নতুন ঘরকে সুখ-শান্তিতে ভরে তুলতে সাধ্য অনুযায়ী সব ধরনের প্রচেষ্ট চালিয়ে যান।

❖ মেয়ের চরিত্র সুন্দর করতে চাইলে প্রথমে মায়ের চরিত্র সুন্দর হতে হয়। তাই একজন দায়িত্বশীল মা হতে হলে সর্বপ্রথম নিজের অসুন্দর স্বভাবগুলো বিদায় করে দিতে হবে। কেননা, যদি তার মাঝে সে স্বভাবগুলো থেকে যায়, তাহলে তা মেয়ের মাঝে সংক্রমিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

❖ যে নিজের পিতামাতার সাথে সদাচরণ করে, তার সন্তানেরাও তার সাথে সদাচরণ করে। সুতরাং হে মা, পিতামাতার প্রতি সদাচরণ করুন। এর বিনিময়ে আপনার সন্তানরা আপনার সাথে সদাচরণ করবে।

❖ আমাদের এবং সন্তানদের মাঝে কোনোরূপ গোপনীয়তা না থাকা ভালো। এতে আমাদের প্রতি তাদের মনে আস্থা-বিশ্বাস থাকে। তাই আমরা আমাদের ল্যাপটপ, মোবাইল ইত্যাদি তাদের থেকে গোপন রাখব না। মোবাইলের কোনো ফোল্ডার পাসওয়ার্ড সেট করে বন্ধ করে রাখব না। এতে তাদের মনে আমাদের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। অনুরূপভাবে আমাদের দেখাদেখি তারাও তাদের ল্যাপটপ ও মোবাইল সিকিউরিটি লক দিয়ে বন্ধ করে রাখতে পারে। তখন আমরা তাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করতে পারব না।

❖ ফরজ, ওয়াজিব, নফল—যত ইবাদত আমরা সন্তানদের সামনে করি, তা উত্তম পন্থায় ভালোভাবে আদায় করব; যাতে সন্তানরা আমাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

❖ মা যদি উত্তম উপায়ে সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার দ্বীনি দায়িত্ব নিয়মিত পালন করেন, মেয়ের মাঝেও এই গুণ ছড়িয়ে পড়বে। মেয়ে বুঝে নেবে, যা সত্য তা প্রকাশ করে দিতে হবে; যাতে তার অনুসরণ করা যায় এবং যা মন্দ তা থেকে নিষেধ করতে হবে; যাতে তা থেকে বিরত থাকা যায়। মায়ের কর্ম থেকে মেয়ে আরও জেনে নেবে যে, ইসলামি সমাজে সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সবার দায়িত্ব। নবি-রাসুল এবং সৎকর্মশীল বান্দারা এই দায়িত্বের প্রতি খুব সচেষ্ট ও যত্নশীল ছিলেন।

❖ প্রত্যেক ভুলের জন্য মেয়েদের স্পষ্ট তিরস্কার করা প্রজ্ঞার পরিচয় নয়। এমনকি সে অপরাধ স্পষ্ট ও প্রকাশ্য হলেও। বরং তাদের সাথে কথা বলব এবং তাদের যে বিষয়ে আমাদের ঐকমত্য আছে, তার প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করব। অতঃপর তার কাজের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করে দেবো।

❖ মেয়ের ছোট-বড় প্রত্যেক বিষয়ে মা পরামর্শ দিলে মেয়ের কাছে মায়ের পরামর্শের মূল্য কমে যায়। ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও মায়ের পরামর্শকে মূল্যহীন মনে করে এড়িয়ে যায়। কারণ ইতিপূর্বে সে মায়ের পরামর্শ শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে গেছে। এখন মায়ের কোনো পরামর্শকে আর গুরুত্ব দিতে ইচ্ছে করে না তার। এ জন্য মায়ের উচিত, অনেক সময় মেয়ের ছোটখাটো বিষয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা এবং কিছু দিন পরপর মেয়েকে উত্তম পরামর্শ ও উপদেশ শোনানো।

❖ মেয়েকে তার শিশু ভাইবোনদের দেখাশোনার দায়িত্ব দেবেন। সে তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবে, কাপড় পরাবে এবং তাদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করবে। এর মাধ্যমে সে জীবনের শুরুর অংশ থেকে মাতৃত্বের পাঠ শিখে নেবে। পাশাপাশি এর মাধ্যমে তার মাঝে আরও অনেক ইতিবাচক গুণাবলি সৃষ্টি হবে। যেমন : তার মাঝে দায়িত্ববোধ জাগ্রত হবে, মাতৃত্বের কাজ করার শক্তি অর্জিত হবে এবং শিশুদের সাথে কীভাবে আচরণ করতে হয়, তা শিখে যাবে। এ ছাড়াও এর মাধ্যমে তার সময়টি উপকারী কাজে ব্যয় হবে, যার মাধ্যমে সে মায়ের সন্তুষ্টি অর্জন করে নিতে পারবে।

❖ অতীতের যেসব অপরাধ আল্লাহ তাআলা গোপন রেখেছেন, অনেক সময় তা প্রকাশ না করাই প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার দাবি।

❖ অতীতের ভুল ও অপরাধ বারবার আলোচনা করা ঠিক নয়। বরং মেয়েদের সাথে আমাদের আচরণের পদ্ধতি হবে, তাদের অতীতের অপরাধ ভুলে যাব এবং ক্ষমা করে দেবো।

❖ বর্তমান সময়ে প্রচলিত কিছু ক্ষতিকর ফ্যাশন সম্পর্কে মেয়েকে সতর্ক করা এবং বিরত রাখা মায়ের দায়িত্ব। এসব ক্ষতিকর ফ্যাশনের মধ্যে

আছে, উঁচু হিলের জুতা পরা। এটি মেয়ের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। মেরুদণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আরেকটি হচ্ছে, নখ লম্বা করা। এটি একদিকে তো সুন্নাহপরিপন্থী, অপরদিকে অনেক ক্ষতিকর জীবাণু সৃষ্টির কারণ হয়। শরীরে ও চুলে অতিরিক্ত কসমেটিক্স রং ব্যবহার করাও এসব ক্ষতিকর ফ্যাশনের অন্তর্ভুক্ত। এর কারণে চামড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং চুল পড়ে যায়। এ ধরনের আরও যেসব ক্ষতিকর ও সুন্নাহপরিপন্থী ফ্যাশন আছে সবগুলো থেকে মেয়েকে বিরত রাখা এবং সেগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক করা মায়ের কর্তব্য।

❖ মেয়েদের নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু জিনিসের দাম একটু বেশি। তবে মেয়ের সুস্থতা আরও বেশি দামি। তাই তার সুস্থতা সুরক্ষিত রাখার জন্য আমরা বেশি দামে ভালো মানের জিনিসটাই কিনব। ভালো কোম্পানির, উন্নত প্রযুক্তিতে তৈরি স্বাস্থ্যসম্মত মেকআপসামগ্রী কিনব। কেননা, নিম্নমানের মেকআপসামগ্রী মেয়ের ত্বকের ক্ষতি করে, যেমনটি আমরা আগে বলেছি। অনুরূপভাবে তার রুচি ও পছন্দের প্রতিও আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। সে যদি মেয়েদের দামি স্নিকার (শরীরচর্চার সময় পরার আরামদায়ক জুতা) ক্রয় করতে চায়, আমাদের কিনে দিতে হবে; যদিও তার দাম বেশি হোক; যাতে সে ভালোভাবে হাঁটাচলা করতে পারে।

❖ আমাদের মেয়েদের জানিয়ে দিতে হবে যে, গৃহপরিচারিকা জীবিকার তাগিদে বাধ্য হয়ে আমাদের কাছে এসেছেন। পরিবারের সদস্যদের ক্ষুধা দূর করতে এই কাজ বেছে নিয়েছেন তিনি। জীবনের কঠিন পরিস্থিতি তাকে নিজের পরিবার ও শহর থেকে দূরে এসে আমাদের কাজ করতে বাধ্য করেছে। তাই তাকে সম্মান করতে হবে এবং বিভিন্ন কাজে তার সাথে হাত লাগাতে হবে। পাশাপাশি আমরা মেয়েদের ব্যক্তিগত কাজ যথা কাপড় পরিধান করা, রুম পরিষ্কার করা, প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বিন্যস্ত করে রাখা ইত্যাদি নিজে নিজে করতে অভ্যস্ত করে তোলার চেষ্টা করব।

❖ আগন্তুক ও মেহমানদের অভ্যর্থনা কীভাবে করবে, তা মেয়েকে শিখানো মায়ের কর্তব্য। এভাবে মানুষের সাথে হাসিমুখে কথা বলায় অভ্যস্ত করে

তুলতে হবে মেয়েকে। তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে, অন্তর্মুখী হয়ে থাকা ভালো নয়; বরং সবার সাথে মিলেমিশে থাকাই আদর্শ জীবনপদ্ধতি।

❖ গ্রীষ্মকালীন ছুটির জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রাম ঠিক করে নেওয়া ভালো; যাতে মেয়ের অবসর সময় শিক্ষণীয় ও আনন্দময় কাজে অতিবাহিত হয়। এ সময়ে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ অথবা আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার প্রোগ্রাম রাখা যেতে পারে। এতে পরিবারের সকল সদস্য একত্রিত হওয়ার উপলক্ষ তৈরি হয় এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার সাওয়াবও অর্জিত হয়।

❖ ভ্রমণের সময় মা খুব সহজে মেয়ের কাছাকাছি যেতে পারেন, তার অনুভূতিসমূহ উপলব্ধি করতে পারেন এবং তার সমস্যাবলির সমাধান খুঁজে বের করতে পারেন। ভ্রমণের সময় সন্তানদের সাথে মন খুলে কথা বলা যায়। সমাজের বিভিন্ন রীতিনীতি সম্পর্কে তাদের অবহিত করা যায়। তা ছাড়া সফরের সময় আমাদের সামনে অনেক ইতিবাচক বিষয় সংঘটিত হয়। তা থেকে আমাদের ছেলেমেয়েরা উপকৃত হতে পারবে। অবশ্য অনেক নেতিবাচক বিষয়ও সংঘটিত হয়। আমরা তার ক্ষতিকর দিক সন্তানদের সামনে স্পষ্ট করে দেবো।

❖ আমরা সন্তানদের ভালো ভালো গল্প ও শিক্ষণীয় ঘটনাবলির বিবরণ শোনাব। এ থেকে তারা পরোক্ষভাবে উপদেশ গ্রহণ করবে। পারিবারিক জীবনে এ কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

❖ আমাদের ছেলেমেয়েরা যখন ছোট থাকে, তখন তারা আমাদের কাছে গল্প শুনতে চায়। কিন্তু তা আমাদের কাছে ভারী মনে হয়। কিছু দিন পর যখন তারা বড় হয়ে যায়, তখন তাদের উপকারের জন্য এবং সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য আমরা তাদের বিভিন্ন গল্প শোনাতে চাই। কিন্তু সে সময় আমাদের গল্প শোনা তাদের কাছে ভারী মনে হয়। তাই আমাদের কর্তব্য হলো, যখন তারা আমাদের কাছ থেকে আগ্রহ নিয়ে গল্প শুনতে চায়, সে সময়টি আমাদের কাজে লাগাতে হবে। এ সময়ে আমরা

বিভিন্ন শিক্ষণীয় গল্প শোনাব, যেগুলো তাদের অন্তরে কল্যাণমূলক কাজ ও সফলতা অর্জনের প্রেরণা সৃষ্টি করবে।

❖ একটি ভ্রমণ পুরো বছরের ক্লান্তি ভুলিয়ে দেয়। তাই অন্তত বছরে একবার মেয়েকে ভ্রমণে নিয়ে যেতে হবে। ভ্রমণের জায়গা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে মেয়ের ইচ্ছা ও চাহিদাকে প্রাধান্য দেওয়া হলে তার আনন্দ আরও বৃদ্ধি পায়।

❖ ফাস্ট ফুড, রেডি ফুড এবং ক্ষতিকর কেমিক্যাল মিশ্রিত মিষ্টান্ন ও পানীয়ের অপকারিতা সন্তানদের সামনে স্পষ্ট করে দেওয়া পিতামাতার কর্তব্য। সুতরাং মা ছোটবেলা থেকে সন্তানদের স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণে অভ্যস্ত করে তুলবেন।

❖ শারীরিক ব্যায়াম ও খেলাধুলা মেয়ের সুস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এর মাধ্যমে তার শরীরে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক থাকে। শরীর সুস্থ থাকে। শরীরে ক্ষতিকর চর্বি জমে যায় না। তাই তার জন্য বাড়িতে ব্যায়াম ও খেলাধুলার বিভিন্ন সামগ্রী কিনে আনতে হবে। অনুরূপভাবে পরিবারের সবাইকে নিয়ে ঘুরতে বের হয়ে পরস্পরের মাঝে দৌড়, পর্বতারোহণ এবং বালির টিলায় আরোহণের প্রতিযোগিতা করা যেতে পারে।

❖ বিশেষ উপলক্ষকে সামনে রেখে মেয়েরা নিজেকে খুব সুন্দর করে সাজাতে চায়। বর্তমান সময়ে অঙ্গরাগ ও সাজসজ্জা করার কাজকে অনেকে পেশা হিসেবে নিয়েছে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় তারা বিউটি পার্লার খুলেছে। কিন্তু মেয়েকে সাজানোর জন্য কক্ষনো বিউটি পার্লারে নেওয়া যাবে না। এতে মেয়ের দ্বীন ও চরিত্র বিনষ্ট হওয়ার প্রবল আশঙ্কা আছে। তাই বিশেষ প্রয়োজনে বিউটিশিয়ান দিয়ে মেয়েকে সাজানোর প্রয়োজন হলে মহিলা বিউটিশিয়ানকে বাড়িতে নিয়ে আসবেন। ঘুণাক্ষরেও মেয়েকে বিউটি পার্লারে যেতে দেবেন না।

❖ মেয়ের রুম তৈরি করার সময় কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে : রুমে যেন প্রচুর আলো প্রবেশ করতে পারে এবং সঠিকভাবে বায়ু চলাচল করতে পারে। রুমের দেয়ালে তার রুচি অনুযায়ী ভালোমানের পেইন্টস

লাগাতে হবে এবং রুমের আসবাবপত্র এমনভাবে সাজাতে হবে; যাতে সে সহজে সেগুলোর সাথে সমন্বয় করে নিতে পারে।

❖ ঘর সাজানোর কাজে মেয়ের ভূমিকা থাকা ভালো। এতে সে নিজের মতো করে নিজের রুম সাজিয়ে নিতে পারবে।

❖ পরিবারের মধ্যে জ্ঞান, শিষ্টাচার, আচার-আচরণ, লেনদেন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষামূলক ক্লাসের আয়োজন করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে বাইরের পরিবেশে প্রচলিত বিভিন্ন বিষয়সংক্রান্ত নিয়মনীতি ও শিষ্টাচার, যেমন : হোটেলে খাবার খাওয়ার শিষ্টাচার, বিভিন্ন পদের হোটেলীয় নাম ইত্যাদির ওপর ক্লাসের আয়োজন করা যেতে পারে। পাবলিক প্লেসে সাধারণ মানুষের গোপনীয়তা ও প্রাইভেসির প্রতি সম্মান প্রদর্শন, জনপ্রশাসনের সিগন্যাল পরিচিতি, গণপরিবহনের সময় ও রুটের পরিচয়, বিভিন্ন যোগাযোগব্যবস্থার সেবা গ্রহণের নিয়মনীতি, জনগণের সাধারণ সম্পত্তির পরিচর্যা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয়ের ওপরও ক্লাসের আয়োজন করা যেতে পারে।

❖ সমাজের লোকদের সাথে বছরের পর বছর ধরে যে আন্তরিক বন্ধন গড়ে ওঠে, অনেক সময় তা এক নিমিষেই ছিন্ন হয়ে যায়। এ জন্য পরিচিত লোকদের পার্টি-অনুষ্ঠানে সপরিবারে অংশগ্রহণ করার দাওয়াত দিলে তা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু সেখানে গেলে আমাদের মেয়েদের যদি কোনোরূপ ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহলে সে দাওয়াত আমরা গ্রহণ করব না। আসলে এসব অনুষ্ঠানে যোগদানের উদ্দেশ্য হলো পরস্পর সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি বজায় রাখা। এ জন্য সাধারণ নিয়ম হলো, কোনো অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়া হলে তা গ্রহণ করা। যদি সে অনুষ্ঠানে অনৈসলামিক কিছু ঘটে, তাহলে আমাদের দায়িত্ব হলো, তাদেরকে ভদ্র ভাষায় সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা। যদি তারা আমাদের কথা মেনে নেয়, তাহলে তো ভালোই; আমরা খুশিমনে অনুষ্ঠান উপভোগ করব। এর ব্যতিক্রম হলে আমরা ভেবে দেখব, অনুষ্ঠান ত্যাগ করা ভালো হবে, নাকি ধৈর্য ধরা ভালো হবে। যদি মনে হয়, অনুষ্ঠান ত্যাগ করাই ভালো হবে, তখন আমরা সম্পূর্ণ পর্দাবৃত হয়ে চুপিসারে অনুষ্ঠান

ছেড়ে চলে আসব। যাওয়ার সময় এমন কোনো কাজ করা যাবে না, যা আয়োজককে অতিথিদের সামনে বিব্রত অবস্থায় ফেলে দেয়। কোনো দিন যদি আমরা এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হই, তখন আমরা কেন অনুষ্ঠান ত্যাগ করেছি, তার কারণ আমাদের মেয়েদের কাছে স্পষ্ট করে দেবো; যাতে তারা ভবিষ্যতের এ ধরনের পরিস্থিতির করণীয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

❖ অনেক সময় মা বিভিন্ন কারণে নিজ স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করেন। এমন অবস্থায় মেয়ের লালনপালনের ব্যাপারে দুজনের মাঝে পারস্পরিক বোঝাপড়া ত্যাগ করা বৈধ নয়। বরং অন্য বিষয়ে তাদের মাঝে যতই ঝগড়া-বিবাদ থাকুক, মেয়ের লালনপালন সম্পর্কে যার যে দায়িত্ব, তা পারস্পরিক সমঝোতা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে চালিয়ে যেতে হবে; যাতে মেয়ের জীবনে শান্তি বিনষ্ট না হয় এবং তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সে কোনোরূপ দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতায় না ভোগে।

❖ মেয়ের লালনপালনে আমরা যে শ্রম, অর্থ ও চিন্তাশক্তি ব্যয় করি, সবগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন—সব সময় এই নিয়ত আমাদের মনে লালন করব। মানুষের প্রশংসা ও সম্মান অর্জন করা যেন কোনোভাবেই আমাদের উদ্দেশ্য না হয়। কারণ, মেয়ের লালনপালনের ওপর কেউ যদি আমাদের প্রশংসা করে, সে প্রশংসা আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে না। অবশ্য তার মানে এ নয় যে, কেউ আমাদের ভালো কাজের প্রশংসা করলে তা আমরা অপছন্দ করব কিংবা প্রত্যাখ্যান করব। বরং তাদের প্রশংসাকে আমাদের কাজের যথার্থতার সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করব।

❖ কাছাকাছি পছন্দের বিষয়সমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে মেয়েকে সংকটে ফেলে দেবেন না। যেমন : তোমার কাছে আব্বু বেশি প্রিয় নাকি আমি? তোমার মামারা বেশি ভালো, নাকি তোমার চাচারা? তুমি কি বিয়ে করে স্বামীর ঘরে চলে যেতে ভালোবাসো, না আমাদের সাথে থেকে যেতে ভালোবাসো? যদিও এসব প্রশ্ন কেবল দুষ্টুমি করার জন্যই করা হয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও

এসবের উত্তর দিতে মেয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যায়। অথবা এ ধরনের প্রশ্নকে সে দুষ্টুমি মনে না করে অন্যকিছু ভেবে বসে।

❖ মেয়েকে পুরুষ ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে পিতাকে সাথে নিয়ে যাবেন। ডাক্তারের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় পিতা যেন মেয়ের পাশেই থাকেন এবং পরীক্ষার বেডের পাশে ডাক্তারের সাথে দাঁড়াতে কোনোরূপ লজ্জা অনুভব না করেন।

❖ বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময়, বনভোজনের সময় কিংবা সপরিবারে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার সময় মেয়ের পর্দার ব্যাপারে একদম শিথিলতা করা যাবে না। কারণ, এখানে শিথিলতা করলে পরবর্তী জীবনে পর্দার প্রতি তার গুরুত্ব কমে যাবে।

❖ অনুরূপভাবে মাকেও সব সময় নিজের পর্দার ব্যাপারে খুব সচেতন ও যত্নশীল থাকতে হবে। কারণ, তিনিই মেয়ের আদর্শ; তাকে দেখেই মেয়ে পর্দা করা শিখবে।

❖ পর্দার জন্য এমন বোরকা পরিধান করতে হবে, যা পুরো শরীর আবৃত করে এবং কারুকার্য ও সাজসজ্জা থেকে মুক্ত হয়।

❖ কোনো অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য কিংবা বেড়াতে যাওয়ার জন্য কিংবা বাজারে যাওয়ার জন্য মেয়ে কী পোশাক পরিধান করছে, তার খোঁজ রাখা ভালো। তবে তা যেন কঠিন তদন্তের মতো না হয়ে যায়। বরং হিকমাহ ও প্রজ্ঞার সাথে এ কাজ করতে হবে। অর্থাৎ আমরা জানিয়ে দেবো কোন পরিস্থিতিতে কোন পোশাকে তাকে ভালো মানায়। পাশাপাশি তার পরিহিত পোশাকে যদি শরিয়াহপরিপন্থী কিছু থাকে, সে ব্যাপারে সতর্ক করে দেবো।

❖ স্বামীর সাথে বনিবনা না হলে ধৈর্য ধরবেন। আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদিরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। আপনাদের মনোমালিন্য মেয়ের কাছে প্রকাশ করবেন না। মেয়েকে এমন কোনো কথা বলবেন না, যা পিতার সাথে তার সম্পর্ক ও আচরণে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

❖ মা যদি কোনো কারণে মেয়ের পিতা ব্যতীত অন্য পুরুষের স্ত্রী হন, তখন তার দায়িত্ব দ্বিগুণ হয়ে যায়। একদিকে স্বামী, অন্যদিকে মেয়ে। দুজনেরই অধিকার আছে তার ওপর। এমন পরিস্থিতিতে মেয়ের যত্ন নিতে গিয়ে যেন স্বামীর হক নষ্ট না হয় এবং স্বামীর হক পূরণ করতে গিয়ে যেন মেয়ের প্রতিপালন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে। আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সদিচ্ছা থাকলে এ কাজ মোটেই কঠিন নয়।

❖ মেয়ে এবং তার ভাইদের সাথে একই ধরনের আচরণ করা যাবে না। মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ছেলেদের থেকে ভিন্ন, তারা সাধারণত নম্র ও কোমল হয়। তাদের কোনো কাজের দায়িত্ব দেওয়ার সময় বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। অনুরূপভাবে তাদের অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করার জন্য তাদেরই উপযোগী পন্থা ও প্রশংসাবাক্য অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

❖ যখন বড় বোনের বিয়ে হয়ে যায়, তখন ছোট বোন কঠিনভাবে বোনের শূন্যতা অনুভব করে। এ সময়ে আমরা তার পাশে থেকে তাকে সান্ত্বনা দেবো। সাধারণত বোনদের মাঝে গভীর ভালোবাসা গড়ে ওঠে। তাদের মধ্য থেকে একজনের বিয়ে হয়ে গেলে এবং নিজের ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে চলে গেলে বাকি বোনেরা অনেক কষ্ট পায়। এ সময়ে তাদের আবেগ-অনুভূতি ও মানসিক কষ্ট-যন্ত্রণা আমাদের অবশ্যই অনুভব করতে হবে। বোন হারিয়ে তারা যে শূন্যতা অনুভব করছে, সে শূন্যতা আমাদেরই পূরণ করতে হবে।

❖ প্রতিটি মেয়ের মাঝে প্রতিভা ও সৃজনশীলতার বীজ সুপ্ত থাকে। মায়ের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা সেই বীজের পানি, যা তাকে জীবন্ত করে তোলে। সুতরাং মেয়ের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সর্বদা তাকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে যাবেন।

❖ অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ অনুভব করার ক্ষেত্রে সন্তানদের অবস্থা একে অপরের থেকে আলাদা। কেউ প্রশংসা করলে অনুপ্রাণিত হয়। কেউ পুরস্কার পেলে উৎসাহ পায়। কেউ চায়, তার প্রত্যেক সফলতার জন্য একটি করে

অনুষ্ঠান করে আশপাশের এবং পরিচিত লোকদের তার সফলতার কথা জানানো হোক। তাই আমাদের জন্য উচিত হলো, প্রত্যেক মেয়ের চাহিদা অনুযায়ী তাদের অনুপ্রাণিত করার পন্থা অবলম্বন করা। এ ক্ষেত্রে সরাসরি মেয়ের সাথেও পরামর্শ করা যায় যে, তার সফলতা আমরা কীভাবে উদযাপন করতে পারি।

❖ আগের সময়ে মুরব্বিগণ সন্তানদের ইন্টারনেটের ক্ষতিকর দিক থেকে রক্ষা করার জন্য প্রত্যেককে আলাদা আলাদা কম্পিউটার না দিয়ে বাড়িতে সবার জন্য একটি কম্পিউটার রাখার পরামর্শ দিতেন, যেটি বাড়ির একটি কমন রুমে স্থাপন করা হতো এবং বাড়ির সকল সদস্য নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে ইন্টারনেট ব্যবহার করত। কিন্তু এখন আগের সে পরিবেশ নেই। এখন আলাদা আলাদা কম্পিউটার না পেলেও ইন্টারনেটের নাগাল ঠিকই পেয়ে যায়। কারণ এখন ইন্টারনেট মোবাইলসহ আরও অনেক ছোট ছোট ও সহজলভ্য যন্ত্রে ঢুকে পড়েছে। এখন ইন্টারনেট থেকে সন্তানদের রক্ষা করা খুব কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই এখন আমাদের কর্তব্য হলো, সন্তানদের ইন্টারনেটের ক্ষতিকর দিক থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য তাদের মনের ভেতর সুরক্ষিত কেল্লা নির্মাণ করে দিতে হবে। তাদের অন্তরে সৃষ্টি করতে হবে প্রবৃত্তি তাড়নার আত্মপ্রত্যয়। পাশাপাশি তাদের গতিবিধির ওপর খুব কাছ থেকে নজর রাখতে হবে। তবে লক্ষ রাখতে হবে, আমাদের এই নজরদারিকে তারা চাপ হিসেবে না নেয়। উপকারী বন্ধুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে এ দায়িত্ব আঞ্জাম দেবো আমরা।

❖ বয়সের একটি স্তরে এসে মেয়েরা রোমান্টিক জিনিসপত্র সংগ্রহ করার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। সে সময় তারা নিজেদের বইপুস্তক, মোবাইল, ল্যাপটপ প্রভৃতি ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রোমান্টিক সাজে সজ্জিত করে তোলে। তাদের এ আগ্রহে আমরা বাধা দেবো না। এমনকি তাদের পছন্দ নিয়ে কোনোরূপ ঠাট্টা-বিদ্রুপও করব না। কারণ, তাদের এই আগ্রহ একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। এরপর আপনাআপনিই তা চলে যাবে।

❖ নিজের ওপর অন্যদের প্রাধান্য দেওয়ার গুণ শিক্ষা দিতে হবে মেয়েকে। তাকে জানিয়ে দিতে হবে, নিজের স্বার্থের ওপর অন্যের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিলে নিজের মন পবিত্র হয় এবং মানুষের ভালোবাসা ও সম্মান অর্জিত হয়। এসব ছাড়াও এই মহৎ গুণটির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়।

❖ কিছু মেয়ে খুব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়। তবে মেয়ে যতই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হোক, পরিবারের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব স্বামীর হাতেই থাকতে হবে। পরিবারের সকল বিষয়ে যদি স্বামীর পরিবর্তে স্ত্রীর কর্তৃত্ব চলে, তাহলে পরিবারে স্বামীর ভূমিকা প্রান্তিক হয়ে যায়। এর কারণে পরিবারে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা পুরুষদের নেতৃত্ব ও অভিভাবকত্ব দান করেছেন। তদুপরি সমাজে পরিবারের কর্তা হিসেবে পুরুষের আলাদা একটা অবস্থান আছে। পরিবারের মূল কর্তা সেজে বসে স্বামীর সেই পুরুষালি মর্যাদা খাটো করা স্ত্রীর জন্য মোটেই শোভনীয় নয়। বরং স্ত্রীর কর্তব্য হলো, স্বামীর সহযোগী ও পরামর্শক হয়ে পরিবারের কল্যাণের জন্য কাজ করে যাওয়া। এতে সংসার স্থিতিশীল থাকে। ইতিপূর্বে যা বলেছি, তার অর্থ মোটেও এটা নয় যে, পরিবারের মধ্যে ভালো কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার অধিকারও স্ত্রীর থাকবে না। বরং তার অর্থ হলো, পরিবারের মধ্যে স্ত্রীর কথাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত না হওয়া এবং পরিবারের সকল বিষয়ে স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর প্রভাব বেশি না হওয়া।

❖ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী নিজ রায় ও সিদ্ধান্তের ওপর অবিচল থাকতে ভালোবাসে। নিজের সংকল্প বাস্তবায়নকে সে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে এবং এর জন্য যেকোনো কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে। এই মানসিকতা একদিক দিয়ে অত্যন্ত কল্যাণকর। তবে একজন মা হিসেবে তাকে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে যে, তার এমন কঠোর মানসিকতা যেন তার নারীসুলভ কমনীয়তা, সৌন্দর্য ও মায়া-মমতাকে ম্লান করে না দেয়। কারণ যারা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে, চ্যালেঞ্জ তাদের হৃদয়ের বড় একটি অংশ দখল করে নেয়। পরিবার ও সন্তানদের প্রতি আবেগের জায়গা খুব কমই থাকে।

❖ শিক্ষিকা মা সাধারণত খুব চাপের মধ্যে থাকেন। স্কুলের ফিকির, ছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা তাকে সর্বদা ব্যস্ত করে রাখে। তারওপর শিক্ষিকা মাকে ক্লাসের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে কঠিন হতে হয়, রুক্ষ ও কঠোর স্বভাবের হতে হয়। শিক্ষিকা হিসেবে তার এমন অবস্থান প্রশংসনীয়। কিন্তু যখন তিনি স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরবেন, তখন তার শিক্ষিকা সত্তাকে স্কুলে রেখে আসতে হবে, বাড়িতে আনা যাবে না। বাড়িতে আসার পর সন্তানদের সাথে এমন আচরণ করা যাবে না; যাতে বাড়িকে তাদের পরীক্ষার হল মনে হয়। বরং বাড়িতে একজন সাধারণ মা সন্তানদের সাথে যেভাবে আচরণ করেন, তাকেও ঠিক সে রকম আচরণ করতে হবে।

❖ অনুরূপভাবে যেসব মা পরিচালক বা প্রশাসকের পোস্টে চাকরি করেন, সন্তান লালনপালনের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থাও শিক্ষিকা মায়েদের মতো। কারণ অফিসের মধ্যে সর্বদা তাকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সেখানে সব সময় তার কথা মান্য করা হয়। মানুষের বড় একটি সংখ্যার ওপর তার কর্তৃত্ব চলে। অতঃপর কর্মক্ষেত্র থেকে যখন বাড়িতে ফেরেন, তখন এই প্রশাসকীয় সত্তাও তার সাথে চলে আসে। ফলে তিনি চান, বাড়ির সবাই তার যেকোনো কথা বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে নিক। কর্মক্ষেত্রে তার অধীনস্থরা যেমন তার কথায় ওঠে আর বসে, তেমনই বাড়ির সবাই যেন সর্বদা তার আনুগত্য করে। কর্মক্ষেত্রে অধীনস্থদের ওপর যেভাবে তিনি বিভিন্ন কাজ ও দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে পারেন, তেমনই পরিবারের সদস্যদের মাঝেও এই কর্তৃত্ব ফলাতে পছন্দ করেন তিনি। এমন মনোভাব সন্তানদের ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

❖ মায়ের আরেকটি দায়িত্ব হচ্ছে, মেয়েকে ডাক্তার বা শরয়ি রাকিদের কাছে যাওয়ার শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া। ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সময় সর্বোচ্চ সচেতনতা অর্জনের কথা জানিয়ে দিতে হবে তাকে। তাকে শিখিয়ে দিতে হবে, ডাক্তারের সামনে শরীরের যে অংশটি না খুললে নয়, শুধু সেটিই উন্মুক্ত করা যাবে, তাও মাহরামের উপস্থিতিতে। তার মনে এটাও গেঁথে দিতে হবে যে, একান্ত অপারগ না হলে পুরুষ ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া থেকে যথাসাধ্য বিরত থাকতে হবে।

জীবন থেকে নেওয়া - ৪

➢ মেয়ের অন্তরে মায়ের প্রতি যে পরিমাণ ভালোবাসা থাকে, অন্য কারও প্রতি সে পরিমাণ থাকে না।

➢ মেয়ের চোখ দেখেই মা বুঝে যান, মেয়ে সুখী কি না। জিজ্ঞেস করতে হয় না।

➢ ছেলেমেয়েরা যদি সুখে থাকে, তখন মা শত কষ্টে থাকলেও সে কষ্টকে কষ্ট মনে হয় না।

➢ মেয়েদের মনে জায়গা নেওয়া প্রতিটি ভালোবাসাই একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়; কিন্তু সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসার কোনো সময়সীমা নেই।

➢ মা যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, জীবনে তিনি যেসব ভুল করেছেন, নিজের মেয়ে যেন তার পুনরাবৃত্তি না করে।

➢ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মেয়ের সাথে মা কথা বলেন কোলের উষ্ণতার মাধ্যমে। বাল্যকালে মুচকি হাসি ও মমতা দ্বারা। বয়ঃসন্ধির সময় উপদেশ ও সঠিক দিকনির্দেশনার মাধ্যমে। আর বিয়ের পর কথা বলেন দয়া ও সহানুভূতির ভাষায়।

➢ সন্তানরা যদি সুস্থ থাকে, মা অসুস্থ হলেও সুস্থতা অনুভব করেন।

➢ সন্তানের মুখের হাসি মাতাপিতার কয়েক বছরের ক্লান্তি ভুলিয়ে দেয়।

➢ শিশুর মুখের হাসি মায়ের রোগব্যাধির প্রতিষেধক।

➢ মেয়ের বিবেক মাঝেমধ্যে নতুন কোনো নিয়ন্ত্রকের প্রতি আকর্ষিত হলেও তার হৃদয় সর্বদা মায়ের সাথেই সংযুক্ত থাকে।

➤ হে মা, সবকিছুকে সন্দেহের দৃষ্টি দিয়ে দেখা থেকে বেঁচে থাকুন। কখনো শয়তানের ওপর আস্থাশীল হবেন না। সমানভাবে সকল মানুষের পরামর্শ মেনে চলা থেকে বিরত থাকুন।

মেয়ের আশপাশের জগতের সাথে মায়ের সম্পর্ক ও করণীয়

❖ মেয়ের বান্ধবীদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলবেন। তাদের খোঁজখবর নেবেন। বাড়িতে আসলে তাদের সাথে বসে কথা বলার চেষ্টা করবেন। মাঝেমধ্যে তাদেরকে বাড়িতে আসার আমন্ত্রণ জানাবেন। এর ফলে আপনাদের মাঝে একটি ভালোবাসা, হৃদ্যতা ও আস্থার সেতুবন্ধন তৈরি হবে।

❖ আমাদের মেয়েদের মনে এ কথা ভালোভাবে গেঁথে দিতে হবে যে, আমাদের চারপাশের পরিবেশ ভালো ও খারাপ দ্বারা মিশ্রিত। তন্মধ্যে সেই লোকেরাই আমাদের বন্ধু হওয়ার উপযোগী, যারা নিজেদের দীন ও চরিত্রকে সুরক্ষিত রেখেছে। হাজারো মানুষের ভিড়ে ভালো-খারাপের পার্থক্য তারাই ভালোভাবে করতে পারেন, যারা জীবন থেকে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। আর সন্তানদের কল্যাণ ও উপকারের কথা সবচেয়ে বেশি ভাবেন তাদের মাতাপিতারাই। অতঃপর তাদের স্পষ্ট জানিয়ে দেবো যে, জীবনের সকল সংশয় ও সন্দেহ নিরসন এবং সঠিক ও ভ্রান্ত নির্ণয়ের জটিলতা দূর করতে মাতাপিতার শরণাপন্ন হলেই সবচেয়ে ভালো সমাধান পাওয়া যাবে। কারণ, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে মাতাপিতাই তাদের সর্বাধিক কল্যাণকামী। অতঃপর ভাইবোন, সৎকর্মপরায়ণ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব।

❖ মাকে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তা ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তির সকল গোপন দিক এবং উপকারিতা ও অপকারিতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে হবে। মোটকথা, আধুনিক প্রযুক্তির সাথে তার মজবুত সম্পর্ক গড়ে তুলতে

হবে। কারণ বর্তমান যুগের মেয়েরা আধুনিক প্রযুক্তির প্রতি খুব ধাবিত ও আসক্ত। এ জগতে তাদের গতিবিধি বোঝার জন্য এবং তারা কি ভালো পথে আছে, না খারাপ পথে যাচ্ছে জানার জন্য মায়ের এ সম্পর্কে জানা খুব জরুরি।

❖ জীবনের উদ্দেশ্য শুধু স্বাদ-উপভোগ ও বিনোদন নয়; বরং মানবজাতিকে আল্লাহ তাআলা বিশেষ এক উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তা হচ্ছে, চিরঞ্জীব সত্তার ইবাদত। কিন্তু আমাদের সন্তানদের উক্ত লক্ষ্য অর্জনের দিকে কীভাবে পরিচালনা করব? বিশেষ করে যখন আমাদের চারপাশের জগৎ নানা রকমের বিনোদনসামগ্রীর পসরা সাজিয়ে আছে। যুবক-যুবতিদের মনে বিলাসিতা ও শৌখিনতার প্রবণতা সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব সামগ্রী সংগ্রহ করার ভূত চেপে আছে বর্তমান যুবক-যুবতিদের মননে, মগজে। এই মারাত্মক প্রবণতা থেকে আমাদের সন্তানদের রক্ষা করতে হলে উদ্যোগ নিতে হবে তাদের বাল্যকাল থেকে। ছোটবেলা থেকেই তাদের প্রতিষ্ঠিত করে তুলতে হবে ইসলামি তাহজিব-তমদ্দুনের ওপর। ছোটবেলা থেকেই পৃথিবীতে মানুষের দায়িত্ব সম্পর্কে জানাতে হবে তাদের। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে, মানুষকে আল্লাহ তাআলা যে সময়, সুস্থতা ও সম্পদ দান করেছেন, সবই তাঁর আমানত। ফলে বড় হওয়ার পর যুবক-যুবতিরা বুঝতে পারবে যে, বর্তমানে জীবনের যে অর্থ তাদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে, জীবন তার চেয়ে অনেক বেশি উন্নত। ছোটবেলা থেকেই আধুনিক প্রযুক্তিকে উপকারী খাতে ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিজেদের দক্ষতা শানিত করার পদ্ধতি শিখিয়ে দিতে হবে। প্রত্যেক নব-আবিষ্কৃত বস্তুকে ব্যক্তি, সমাজ, দেশ ও জাতির কল্যাণে ব্যবহার করার মানসিকতা সৃষ্টি করে দিতে হবে তাদের মনে। পাশাপাশি উপস্থাপিত জীবনদর্শন ও চিন্তাধারাসমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণা করে সেগুলোর ভালো দিকসমূহ গ্রহণ করার প্রতি তাদেরকে আমরা উৎসাহিত করব। আধুনিক প্রযুক্তি ও নব-আবিষ্কৃত বিভিন্ন বিষয়ে শিশুদের উপকৃত হওয়ার অনেক কিছুই আছে। বর্তমানে বিনোদনের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার অনেক খেলনা বাজারে পাওয়া যায়। শিশুদের সেগুলো কিনে দেওয়া যায়। তদ্রূপ এমন

অনেক বিনোদনকেন্দ্রও আছে, যেখানে বিনোদনের পাশাপাশি শিশুদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম রয়েছে। আমরা মাঝেমধ্যে শিশুদের এসব জায়গায় নিয়ে যেতে পারি। মোটকথা, এভাবে আমরা সন্তানদের আধুনিক প্রযুক্তি থেকে দূরে না রেখে সেগুলোকে ভালো পন্থায় ব্যবহার করার প্রতি অভ্যস্ত করে তুলব। আধুনিক প্রযুক্তি থেকে একদম দূরে রাখা এবং লাগামহীনভাবে সে জগতে ছেড়ে দেওয়া দুইটাই ক্ষতিকর।

❖ জীবনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে এসে উপন্যাসের আগ্রাসন মেয়েদের আচ্ছন্ন করে ফেলে। উপন্যাস খুব সূক্ষ্মভাবে তার গল্পের নায়িকার জীবনদর্শন মেয়ের মাঝে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কাল্পনিক দুঃসাহসী জীবনের প্রতি উত্তেজিত করে তোলে। কোনোভাবে আপনার মেয়েকে যদি উপন্যাসের আগ্রাসন আচ্ছন্ন করে ফেলে, সেখান থেকে তাকে বাঁচিয়ে তোলা মুশকিল। তাই মেয়ের মাঝে যখন পড়ার আগ্রহ ও প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে, সে সময় মা মেয়ের হৃদয়ে অশ্লীল উপন্যাস ও বানোয়াট কল্পকাহিনির লেখকদের হাত প্রবেশ করার পূর্বে নিজের হাত প্রবেশ করিয়ে দেবেন। তার হাতে সিরাতের গল্প, সালাফে সালিহিনের জীবনচরিত, ইতিহাস, ইসলামি উপন্যাস এবং শিক্ষামূলক সাময়িকী ও বইপুস্তক তুলে দেবেন।

❖ ইন্টারনেট সবার সামনে জ্ঞানের দরজা উন্মুক্ত করে রেখেছে। সারা বিশ্বের সবকিছু এখানে আছে। ইন্টারনেটের এক দিক উপকারী জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা পূর্ণ। আরেক দিক নোংরামি ও অশ্লীলতায় ভরা। যাদের বুদ্ধি-বিবেক আছে, নিঃসন্দেহে তারা ইন্টারনেটের অনিষ্টতা উপেক্ষা করে ভালো দিকসমূহ থেকে উপকৃত হয়। কিন্তু সদ্য বাল্যকাল পেরিয়ে আসা উঠতি বয়সের তরুণ-তরুণীর বুদ্ধি এতটা পরিপক্ব নয় যে, তারা এই ভার্চুয়াল জগৎ থেকে শুধু ভালোটাই গ্রহণ করবে। কাজেই আপনার মেয়ের যখন ইন্টারনেট ব্রাউজিংয়ের বয়স হবে, তখন ইন্টারনেটের জগতে তাকে একা ছেড়ে দেবেন না। আপনি নিজের হাতে ধরে তাকে এ জগতে প্রবেশ করাবেন। সেখানে মেয়ের সাথে সাথে আপনিও বিচরণ করবেন। এ কাজটি আপনার কাছে নিছক ছেলেমানুষি মনে হতে পারে। বিরক্তিও আসতে পারে। তা সত্ত্বেও আপনাকে এই দায়িত্ব আদায় করতে হবে। ইন্টারনেটের যে সাইট আপনার মেয়ের পছন্দ, যেখানে সে বিচরণ করতে

স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, আপনিও সে সাইটের সদস্য হয়ে যাবেন। ফেসবুকে তাকে বন্ধুতালিকায় রাখবেন। আপনিও তার বন্ধু তালিকায় থাকবেন। সে যে গ্রুপের সদস্য হবে, আপনিও সে গ্রুপে যুক্ত হবেন। ফেসবুক এবং তার প্রিয় সাইটের বিভিন্ন দিক নিয়ে তার সাথে বন্ধুর মতো খোলাখুলি আলোচনা করবেন। নিজেকে তার সমবয়সীদের কাতারে নিয়ে গিয়ে তার সাথে কথা বলবেন। এভাবে মেয়ে ও মায়ের মাঝে গভীর বন্ধুত্বের বন্ধনও সৃষ্টি হবে এবং মেয়েও ইন্টারনেটের নোংরা অঙ্গন থেকে নিরাপদ থাকবে। আমি আবারও বলছি, এই দায়িত্ব মেয়ের ইন্টারনেট ব্যবহার শুরু করার সময় থেকেই পালন করে আসতে হবে। মেয়ে আপনাকে ছাড়া ইন্টারনেট -জগতে অনেক দিন ঘুরে বেড়াল, এখানকার সব অলিগলি তার চেনা হয়ে গেল, এরপর একদিন হুট করে আপনি এসে তার পাশাপাশি চলা শুরু করলেন—এমন অবস্থায় আপনার এই তদারকিকে সে তার ব্যক্তিজীবনে অনধিকার চর্চা মনে করে বিরক্ত হবে। ফলে তাকে নেট-দুনিয়ার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা কঠিন হয়ে যাবে।

❖ ফাস্টফুড ডেলিভারি বয়, হকার প্রভৃতি অপরিচিত পুরুষের ব্যাপারে মেয়েকে নিয়ে খুব সতর্ক ও সাবধান থাকবেন। বর্তমান সময়ে হোম ডেলিভারির নামে অপরিচিত পুরুষদের অবাধে বাড়ি যাতায়াতের একটি ফিতনা শুরু হয়েছে। এ থেকে মেয়েকে সুরক্ষিত রাখবেন। কোনোভাবেই মেয়ে যেন এসব ডেলিভারি বয়ের সামনে না যায় বা এদের মাধ্যমে বাড়িতে কোনোকিছু অর্ডার করতে না পারে, সে ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকবেন। সবচেয়ে নিরাপদ হলো, হোম ডেলিভারি সেবাটিই গ্রহণ না করা এবং কোনোভাবেই ডেলিভারি বয়দের বাড়িতে আসতে না দেওয়া।

❖ যারা বিভিন্ন চ্যানেলের মালিক হয়েছেন, তাদের উদ্দেশে বলছি, জেনে রাখবেন, আমাদের মেয়েরা আমাদের আমানত। স্বভাবতই তাদের হৃদয় অত্যন্ত নরম ও কোমল। আমরা টিভিতে যেসব প্রোগ্রাম দেখাই, তা সবচেয়ে বেশি মেয়েদেরই প্রভাবিত করে। সুতরাং আপনার চ্যানেলে আপনার দেশ ও জাতির মেয়েদের জন্য উপকারী অনুষ্ঠান ও প্রোগ্রাম প্রচার করবেন। তাদের দ্বীন ও চরিত্র নষ্ট করে এমন অনুষ্ঠান প্রচার করা থেকে বিরত থাকবেন। মনে রাখবেন, আপনার চ্যানেলের দর্শক আপনার

কাছে আমানত। এদের ব্যাপারে কিয়ামতের দিন আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

❖ টেলিভিশনের উপকারী প্রোগ্রামসমূহ এবং বিশেষভাবে মেয়েদের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহ দেখার প্রতি মেয়েকে উৎসাহিত করবেন। আপনিও তার সাথে বসে দেখবেন এবং অনুষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তার মতামত জিজ্ঞাসা করবেন। পারলে কোন কোন চ্যানেলে কোন কোন সময়ে এ ধরনের উপকারী অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়, তার ফলো-আপ শিট তৈরি করে রাখবেন; যাতে কোনো উপকারী অনুষ্ঠান ছুটে না যায়।

❖ ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি অনলাইনভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে অপরিচিত কারও সাথে বন্ধুত্ব করা থেকে খুব সতর্ক করবেন মেয়েকে। বিশেষ করে, তা যদি কোনো ফেইক আইডি হয়। হতে পারে সেটি মেয়ের নামে কোনো ছেলে আইডি, যে তাকে ফাঁসানোর জন্য জাল পেতেছে। অথবা সে আসলেই মেয়ে; কিন্তু তার চিন্তাদর্শন ও স্বভাবপ্রকৃতি খুব খারাপ, যা প্রথম প্রথম বোঝা যাচ্ছে না; কিন্তু কিছু দিন পর তার খারাপ স্বভাব ও চিন্তাদর্শন মেয়ের মাঝে সংক্রমিত হয়ে পড়বে।

❖ অনলাইনে যে কারও প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে কোমলতা ও নম্রতা পরিহার করতে হবে। এ ব্যাপারে মেয়েকে সচেতন থাকতে বলবেন। অন্যথায় একটি কোমল উত্তর ডিজিটাল বিশ্বে তার ধ্বংসের সূচনা হতে পারে।

❖ পারলে মেয়েকে অনলাইনভিত্তিক সব ধরনের যোগাযোগ মাধ্যম এবং লাইভ চ্যাটের সাইটসমূহ থেকে একদম বিরত রাখার চেষ্টা করবেন। সেগুলোর ক্ষতিকর দিকসমূহের ব্যাপারে তাকে সব সময় সতর্ক করতে থাকবেন। একান্ত প্রয়োজনে এসব সাইট ব্যবহার করতে হলেও, সেসবের প্রতি যেন কোনোভাবেই আসক্ত হয়ে না যায়, সে ব্যাপারে খুব সচেতন থাকবেন।

❖ মেয়ে যেসব সংঘ বা ফোরামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, সে ব্যাপারে জানাশোনা রাখা এবং মাঝেমধ্যে সেখানে মেয়েকে দেখতে যাওয়া মায়ের কর্তব্য।

তবে লক্ষ রাখতে হবে, আপনার এই তদারকিকে সে যেন তার ব্যক্তিগত বিষয়ে অনধিকার চর্চা ও তার প্রতি আপনার নেতিবাচক ধারণা মনে করে না বসে। বরং উৎসাহ ও অনুপ্রেরণামূলকভাবে কাজটি করবেন। যদি বুঝতে পারেন, যে সংঘের সাথে আপনার মেয়ে যুক্ত হয়েছে তার উদ্দেশ্য ভালো নয়, তাহলে মেয়েকে সে ব্যাপারে সতর্ক করা এবং প্রয়োজনে সংঘ পরিবর্তন করার পরামর্শ দেবেন।

❖ সর্বদা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদাপদে তাদের পাশে দাঁড়াবেন। তাদের উপকারের জন্য কাজ করবেন। বিনিময়ে তারাও আপনার বিপদে আপনার পাশে থাকবে, আপনার জন্য কাজ করবে। পাশাপাশি আপনার এই কাজ থেকে আপনার মেয়ে আপনার থেকে এ শিক্ষা গ্রহণ করবে যে, প্রকৃত ভালো মানুষ হতে হলে সবার প্রতি উদার ও সহানুভূতিশীল হতে হবে।

❖ ঘুণাক্ষরেও মেয়েকে মানুষের সামনে প্রকাশ্যে তিরস্কার করবেন না। এতে সে খুব অপমানিত বোধ করবে এবং তার মাঝে অনেক দিন পর্যন্ত এর ক্ষতিকর প্রভাব কার্যকর থাকবে।

❖ এ যুগে এমন মজলিশ খুব কমই আছে, যেখান থেকে মেয়েরা বিভিন্ন মন্দ স্বভাব শিখে না। প্রায় প্রতিটি মজলিশ ও আসরে থাকে মিথ্যা, পরনিন্দা, পরচর্চা, ওয়াদার বরখেলাফি, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রভৃতি আত্মিক ব্যাধির ছড়াছড়ি। ছোটবেলা থেকে মায়েদের এমন মজলিশ থেকেই মেয়েরা এসব মন্দ স্বভাব আয়ত্ত করে নেয়। ফলে সুষ্ঠু ইসলামি তারবিয়াতের ওপর মেয়েরা প্রতিষ্ঠিত হয় না। এ জন্য আমাদের মেয়েদের এসব আত্মিক রোগ ও পাপ থেকে সুরক্ষিত রাখার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তা এভাবে যে, আমরা তাদেরকে এই স্বভাবগুলোর অনিষ্ট সম্পর্কে বারবার সচেতন করতে থাকব এবং এসব নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত ও হাদিসসমূহ তাদের সামনে আলোচনা করতে থাকব। প্রয়োজনে এসব মারাত্মক স্বভাবের মন্দত্ব ও অনিষ্ট সম্পর্কে মাঝেমধ্যে বাড়িতে সংক্ষিপ্ত ক্লাসের আয়োজন করব। বাড়ির দেয়ালে এগুলোর নিষিদ্ধতা ও অনিষ্ট সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কোনো বাক্য অথবা কবিতার পঙ্‌ক্তি লিখে রাখলেও ইতিবাচক ফল পাওয়া যায়। মোটকথা সম্ভাব্য যেকোনো উপায়

অবলম্বন করে আমাদের সন্তানদের বুঝিয়ে দেবো, এ স্বভাবসমূহ ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই তারা যেন কখনো সেই স্বভাবসমূহ অবলম্বন না করে এবং এমন লোকের সাথে ঘনিষ্ঠতা না করে, যার মাঝে এসব খারাপ স্বভাব বিদ্যমান আছে, সে যতই সম্মানিত ও প্রভাবশালী লোক হোক।

❖ দুই ঘরের দুই মেয়ের মাঝে যদি ঝগড়া হয়, তখন উভয়জনের অভিভাবক সাধারণত দুই ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন। কেউ কোনোরূপ যাচাইবাছাই ছাড়াই নিজের মেয়ের পক্ষ দেয়। দোষটা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজের মেয়েকে সম্পূর্ণ নির্দোষ ঘোষণা করে। কেউ কেউ ঠিক এর বিপরীত করে। অর্থাৎ নিজের মেয়ে দোষী না হলেও তাকে দোষী সাব্যস্ত করে। উভয় পদক্ষেপ ভুল। একটি বাড়াবাড়ি, আরেকটি ছাড়াছাড়ি। এ ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে। যে দোষী তাকে দোষী বলতে হবে, যে ঠিক তাকে ঠিক বলতে হবে; চাই অপরাধী আমাদের মেয়ে হোক কিংবা অন্য কেউ হোক। এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া এমন পদক্ষেপ নিলে মেয়েরা একটি সুন্দর শিক্ষা গ্রহণ করে : সত্য সত্যই; যেকোনো পরিস্থিতিতে সত্যকেই গ্রহণ করতে হবে।

❖ মেয়ের শারীরিক ও মানসিক সমস্যা, দোষত্রুটি ও অপরাধ-স্খলন বাইরের কারও কাছে প্রকাশ করব না। এতে কোনো উপকার তো নেই, উল্টো মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

❖ ঘুণাক্ষরেও কোনোভাবে নিজের মেয়েকে কারও সামনে ছোট করবেন না। হাসির পাত্র বানাবেন না।

❖ আত্মীয়দের প্রতি সুধারণা রাখার ফলে অনেক সময় আমরা যেকোনো মহিলা আত্মীয়ের সাথে মেয়ের সম্পর্ককে সহজভাবে গ্রহণ করি। তাদের সম্পর্কের প্রতি খুব একটা নজর রাখি না। কিন্তু অনেক সময় এ ধরনের সম্পর্ক নেতিবাচক ফল বয়ে আনে। বিশেষ করে, সেই আত্মীয়া যদি চরিত্রহীন হয়, তাহলে তার চরিত্রহীনতা মেয়ের মাঝেও সংক্রমিত হয়ে

যায়। তাই এ ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে; যদিও কোনো মানুষের প্রতি নেতিবাচক ধারণা করা ভালো কাজ নয়।

❖ মা এমন সকল দাওয়াত ও নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে দেবেন, যা গ্রহণ করলে মেয়েকে অন্যের ঘরে রাত কাটাতে হবে। মেয়ে নিজের ঘর ব্যতীত অন্য কারও ঘরে মাত্র একটি রাত কাটালেও অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা আছে।

❖ মেয়ে যদি বিশেষ কারও অন্ধভক্ত হয়ে পড়ে, এমনকি কোনো ভালো ও আদর্শ মেয়ের অন্ধ অনুকরণ করলেও সে অন্ধ অনুকরণের চিকিৎসা করতে হবে। ভালো কারও প্রতি অন্ধভক্তি বাহ্যিকভাবে ভালো হলেও ভেতরগত দিক থেকে ভালো নয়। সাধারণত ভালো মানুষের প্রতি অন্ধভক্তি এবং বাছবিচারহীন মুগ্ধতার উৎস হয় আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এবং তার উত্তম চরিত্র ও গুণাবলি। কিন্তু এই অন্ধভক্তি নিষিদ্ধ আসক্তির প্রতি নিয়ে যেতে পারে বিধায় তার চিকিৎসা প্রয়োজন। ছাত্রী তার শিক্ষিকা অথবা কোনো ছাত্রীর অন্ধ অনুকরণশীল হলে অথবা ছোট মেয়ে তার বিশেষ কোনো আত্মীয়ার প্রতি অন্ধভক্ত হলে, তার নিজস্ব চিন্তা করার ক্ষমতা লোপ পায়। ছোটবড় প্রত্যেক বিষয়ে নিজে চিন্তাভাবনা করার বিপরীতে তার আদর্শ মহিলার অনুকরণ করে। এভাবে তার স্বকীয়তা ও নিজস্বতা দুর্বল হয়ে পড়ে। কোনো ভালো মানুষের প্রতি অন্ধমুগ্ধতা থাকলে একদিক দিয়ে ভালো। তা হচ্ছে, ওই ব্যক্তির ভালো গুণসমূহ নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসা যায়। কিন্তু একদিক দিয়ে এটা খুব খারাপ। কেননা, এটা বাছবিচারহীন ব্যক্তিপূজার অন্তর্ভুক্ত এবং এই প্রবণতা ব্যক্তির আত্মনির্ভরশীলতা ও ব্যক্তিত্ববোধ বিনষ্ট করে ফেলে। সুতরাং আমরা মেয়েদের ভালো মানুষের ভালো কাজের অনুসরণ এবং তার প্রতি অন্ধভক্তির পার্থক্য স্পষ্ট করে দেবো। তাদের বোঝাব যে, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী হতে হলে নিজস্ব রুচি ও পছন্দ থাকতে হয়। অন্যের অনুকরণ করে আর যা-ই হোক, অভিজাত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী হওয়া যায় না।

❖ কিছু সংঘ ও ফোরাম আছে, যেগুলো 'সুখী দাম্পত্য জীবন', 'আদর্শ পরিবার' ইত্যাদি আকর্ষণীয় নামে প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু তাদের কাজ হচ্ছে

মুক্ত যৌনতার সংস্কৃতি চালু করা। এসব ফোরাম মেয়ের মাঝে নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও নারী-পুরুষের সমতাবিধানের মতো মারাত্মক ব্যাধি ঢুকিয়ে দেয়। সবচেয়ে আফসোসের বিষয় হলো, এসব ফোরাম কিছু ভালো বিষয়কেও তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের তালিকাভুক্ত রাখে। এসব দেখে সাধারণ মানুষ ধোঁকায় পড়ে তাদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে ফেলে। ফলে কোনো মেয়ে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনকে সুন্দর করার স্বপ্ন নিয়ে এসব ফোরামে যোগ দেয়। অতঃপর হয়তো ধ্বংসের অতল গহ্বরে তলিয়ে যায়, অথবা সেই সব পুরুষের জালে ফেঁসে যায়, যারা হিতোপদেশ দানকারীর ছদ্মবেশে তার চরিত্র-নৈতিকতা ও বিশ্বাস-মূল্যবোধ নষ্ট করে ফেলে। এ ধরনের ফোরাম যারা গঠন করে, তাদের উদ্দেশ্য হলো কীভাবে বেশি বেশি মেয়েদের তাদের জালে ফাঁসানো যায়। আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের তাদের ফাঁদ থেকে সুরক্ষিত রাখুন।

জীবন থেকে নেওয়া - ৫

- যদি আপনি আপনার মেয়ের চিন্তাভাবনা সম্পর্কে জানতে চান, তাহলে সে যার সাথে মেশে, তার চিন্তাভাবনা জানার চেষ্টা করবেন। যে যার সাথে মেশে, তার মৌলিক কাজকর্ম থেকে তার অভ্যন্তরীণ চিন্তাধারা সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করতে পারবেন।

- মেয়ের তিনটি বিষয়কে একদম হালকাভাবে নেবেন না : ১. দ্বীনের ব্যাপারে গুরুত্বহীনতা, ২. পিতামাতার মর্যাদার ব্যাপারে উদাসীনতা, ৩. পর্দাহীনতা।

- যদি আমরা মেয়ের সামনে এক পাল্লায় দুনিয়ার ধন-সম্পদ রাখি এবং অপর পাল্লায় একটি মমতাপূর্ণ বাক্য রাখি, সে মমতাপূর্ণ বাক্যটিই গ্রহণ করবে।

- যে মেয়ে সুন্দরী, আশপাশের লোকেরা তাকে চোখ দ্বারা চিনে। আর যে মেয়ে বুদ্ধিমতী, আশপাশের লোকেরা তাদের বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা তার পরিচয় লাভ করে।

- দ্বীন হলো মূল আর চরিত্র ও নৈতিকতা হলো তার ফল।

- আপনার মেয়ের জন্য আপনি যে কষ্ট-পরিশ্রম করছেন, দ্রুত তার ফলাফল দেখতে না পেয়ে আফসোস করবেন না। কেননা, আপনি তার জন্য যত কষ্ট-মেহনত করছেন, সবগুলো সে নিজের বিবেকের অভ্যন্তরে জমা করে রাখে। অতঃপর তার পুরো জীবনে যথোপযুক্ত সময়ে সেগুলো বাস্তবায়ন করে।

- প্রত্যেক বাতাস মেঘবাহী নয়। আপনার প্রতিটি মেয়ে আপনার আদেশ অনুসরণ করবে এমনটাও নয়।

- পরিবার একটি জাহাজ। মাতাপিতা তার নাবিক। চতুষ্পার্শ্বের পরিবেশ হচ্ছে ঝড়-বাতাস। এই ঝড় কখনো কখনো পরিবার নামক জাহাজটিকে সমুদ্রের গভীরে ডুবিয়ে দিতে চায়। নাবিকদ্বয় বুক চিতিয়ে সে ঝড়ের মোকাবিলা করে। সন্তানেরা হাস্যোজ্জ্বল মুখে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে। তারা ভাবে, ঝড় যত প্রবলই হোক, মাতাপিতা তাদেরকে কখনো সমুদ্রে ডুবে যেতে দেবেন না। সব বাধা উপেক্ষা করে নিরাপদে গন্তব্যে নিয়ে যাবেন।

- বাহ্যিক প্রভাব আমাদের এবং সন্তানদের মাঝে একটি পরিখা তৈরি করে। সে পরিখার ওপর আমাদের পুল তৈরি করে নিতে হবে; যাতে আমরা তাদের কাছে পৌছাতে পারি।

- মেয়েরা এতটাই বোকা নয় যে, তার ব্যাপারে মানুষের প্রতিটা প্রশংসামূলক বাক্য সত্য বলে বিশ্বাস করবে; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নিজের প্রশংসা শুনতে ভালোবাসে।

মেয়ের জন্য মায়ের উপহার এবং মেয়ের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির অনুঘটক

❖ মাঝেমধ্যে মা মেয়ের জামার ভেতর গোপনে কোনো উপহার লুকিয়ে রাখবেন। অথবা তার আলমারির ভেতর তার অজান্তে নতুন কাপড় ঢুকিয়ে রাখবেন। মায়ের এমন সারপ্রাইজ উপহারের কথা মেয়ে কখনো ভুলতে পারবে না।

❖ স্কুলে তার শিক্ষিকার কাছে কিছু টাকা দিয়ে রাখবেন আর বলবেন, স্কুলে মেয়ের যেকোনো সফলতায় এ টাকা দিয়ে যেন তাকে পুরস্কৃত করা হয়।

❖ মেয়ে যখন শুয়ে থাকে, তখন তার কপোলের ওপর পরম মমতামাখা চুমো এঁকে দেবেন। এই চুমো তার শরীরে মমতা ও ভালোবাসার শিহরণ সৃষ্টি করবে। মায়ের মমতামাখানো চুম্বন মেয়েরা ঘুমন্ত অবস্থাতেও অনুভব করতে পারে।

❖ আপনার কোলের উষ্ণতা থেকে মেয়েকে বঞ্চিত করবেন না। যখন তার ব্যাপারে কোনো ভালো সংবাদ শুনবেন অথবা আপনার জন্য সে কোনো জিনিস নিয়ে আসবে, তখন তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আদর করবেন। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেবেন তার গাল। মাঝেমধ্যে কোনো উপলক্ষ ছাড়াই এভাবে আদর করবেন। মনে রাখবেন, আপনার মেয়ে সর্বদা আপনার আদরের মুখাপেক্ষী থাকে।

❖ যদি জানতে পারেন বিশেষ কোনো নাশিদ আপনার মেয়ের পছন্দ, সেই নাশিদটি রিংব্যাক টোনে সেট করে রাখতে পারেন; যাতে সে আপনাকে কল করলেই তার প্রিয় নাশিদটি শুনতে পায়।

❖ আপনার মেয়ের জন্য নিয়মিত তার বয়স উপযোগী সাময়িকী কিনে আনবেন। সেই সাময়িকী তার সাথে আপনিও পড়বেন, সেটির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তার সাথে আলোচনা-পর্যালোচনা করবেন এবং অনুভূতি ভাগাভাগি করবেন।

- আপনার মেয়ের কাছে যদি মোবাইল থাকে, তাহলে মাঝেমধ্যে মমতামাখা ভাষায় ম্যাসেজ দেবেন। এতে তার তনুমন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠবে। আপনার কোমল মাতৃসত্তায় তার প্রতি কতটা ভালোবাসা পোষে রাখেন, তা উপলব্ধি করতে পারবে।

- আপনি মেয়েকে কোনো বস্তু উপহার দিতে চাইছেন; কিন্তু সে বস্তুটির প্রতি তার আগ্রহ কেমন তা জানেন না, তাহলে সে উপহারের সাথে সে পছন্দ করে এমন একটা বস্তুও উপহার দেবেন। যেমন : আপনি তাকে নাশিদের সিডি উপহার দিতে চাইছেন; কিন্তু সেটির প্রতি তার আগ্রহ কেমন, তা জানেন না। আবার আপনি জানেন যে, সে ঘড়ি খুব পছন্দ করে, তাহলে নাশিদের সিডির সাথে একটি ঘড়িও উপহার দেবেন। তার প্রিয় ঘড়ির কারণে সাথে দেওয়া অন্য উপহারটিও তাকে যথেষ্ট আনন্দ দেবে।

- মাঝেমধ্যে তাই তার পাঠ্যবই কিংবা খাতার ভেতর ভালোবাসাপূর্ণ কথা ও শুভকামনা লিখা চিরকুট লুকিয়ে রাখবেন। স্কুলে গিয়ে যখন বই বা খাতা খুলবে, তখন আপনার লিখিত চিরকুট পেয়ে সে চমকে যাবে এবং অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করবে। চিরকুটটি যথাসম্ভব সুন্দর ও স্পষ্ট করে লিখবেন। পারলে লেখার সাথে সুন্দর কোনো ফুল এঁকে দেবেন এবং কাগজটিতে পারফিউম লাগাবেন।

- সকালে ঘুম থেকে ওঠার পূর্বে তার বিছানার পাশে একটি তাজা ফুল রাখবেন; যাতে ঘুম থেকে ওঠার সাথে সাথে ফুলটি সে দেখতে পায়। এই স্মৃতি সারাদিন তাকে আনন্দ দেবে এবং তার প্রতি মায়ের মমতার গভীরতার ব্যাপারে বান্ধবীদের সাথে সে গর্ব করতে পারবে।

- তার শখ পূরণের মাধ্যমসমূহ কিনে দেবেন।

- তার সফলতা অথবা তার যেকোনো খুশির উপলক্ষকে কেন্দ্র করে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন। সেখানে তার বান্ধবীদের দাওয়াত দেবেন। এতে মেয়ের মনে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যাবে।

❖ আদরমাখা নাম দিয়ে মোবাইলের কন্টাক্ট লিস্টে তার নম্বর সেভ করবেন। এতে সে প্রচুর আনন্দ পাবে।

❖ তার পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজসজ্জা, কথা বলার ভঙ্গি, মার্জিত আচার-ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে খোলাখুলি প্রশংসা করবেন। এতে তার মাঝে আত্মবিশ্বাস জন্মাবে। নিজের মধ্যে আরও অধিক প্রশংসিত গুণের সমাবেশ ঘটানোর অনুপ্রেরণা লাভ করবে।

❖ বাগান বা পার্কে বেড়ানোর সময় তার আগে আগে হাঁটবেন না; পাশাপাশি চলবেন। হাতে হাত রেখে চলবেন। এতে দুজনের শরীর কাছাকাছি হওয়ার ফলে দুজনের হৃদয়ও কাছাকাছি হয়। হৃদয়ে হৃদয়ে হৃদ্যতার কথা হয়।

❖ সফরের সময় সন্তানদের আরামের প্রতি খুব যত্নশীল থাকবেন। তাদের পছন্দ অনুযায়ী ভ্রমণের সিডিউল ঠিক করবেন। তারা যে জায়গায় যেতে পছন্দ করে এবং যে সময়ে যেতে পছন্দ করে, ভ্রমণের জন্য সেই জায়গা এবং সেই সময়কে ঠিক করবেন।

❖ মেয়ে ও আপনার সম্পর্কটি যেন কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক না হয়। এ সম্পর্কের মাঝে কোনো বাধার প্রাচীর রাখবেন না। সব বাধা ভেঙে একটি আন্তরিক ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলবেন মেয়ের সাথে। এটাই প্রকৃত মাতৃত্বের দাবি।

❖ মেয়ে অসুস্থ হলে আন্তরিকভাবে তার সেবা-শুশ্রূষা করবেন। নির্ঘুম রাত কাটিয়ে তার স্বাস্থ্যের যত্ন নেবেন। সর্বদা তার পাশে থাকবেন। রোগমুক্তির আশার বাণী শোনাবেন। এতে সে নিশ্চিন্ততা অনুভব করবে। অসুস্থতার যন্ত্রণা হালকা মনে হবে। ভুলেও অসুস্থ মেয়েকে একা ফেলে রাখবেন না।

❖ মেয়ে ভয় পেলে কোলের উষ্ণতায় জড়িয়ে নেবেন। আনন্দ পেলে চুমো দেবেন। বিপদে পড়লে সান্ত্বনা দেবেন। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে তা দূর করে দেবেন। এভাবে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আলোকোজ্জ্বল চাঁদ হয়ে তার পাশে থাকবেন।

❖ অসুস্থ হলে শরয়ি পদ্ধতিতে রুকইয়া করবেন। যথাসময়ে সঠিক চিকিৎসা নেওয়ার প্রতি যত্নশীল থাকবেন।

❖ মেয়ে আপনার থেকে দূরে থাকা অবস্থায় যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, বারবার ফোন করে তার স্বাস্থ্যের খোঁজ নেবেন। তার অসুস্থতার খবর শুনে আপনি এবং পরিবারের অন্যান্যরা কতটা চিন্তিত হয়েছেন, সেটা তাকে জানাবেন। এতে সে হৃদয়ে প্রশান্তি অনুভব করবে।

❖ আপনাকে ছাড়া মেয়ে কোথাও ভ্রমণে গেলে তার ফোনে ম্যাসেজ দেবেন। কথা বলে খোঁজখবর নেবেন। তার শূন্যতা অনুভব করার কথা জানাবেন। আপনার ভালোবাসার গভীরতা দেখে তার মাঝে সুখের সঞ্চার হবে।

❖ আপনার ব্যক্তিগত বিষয়ে তার সাথে পরামর্শ করবেন। আপনার চাকুরির টুকিটাকি বিষয় নিয়ে তার সাথে আলাপ করবেন; যাতে সে মনে করে, সে আপনার কাছে শুধু মেয়ে নয়, অন্তরঙ্গ বান্ধবীও বটে।

❖ বাড়িতে সর্বদা বিভিন্ন উপহারের প্যাকেজ প্রস্তুত করে রাখবেন; যাতে প্রতিটি উপলক্ষে তাকে উপহার দিতে পারেন।

❖ স্বামী দূরে কোথাও সফর করলে মেয়ের জন্য সেখানকার প্রসিদ্ধ বিভিন্ন জিনিসপত্র কিনে আনতে বলবেন। অবশ্য সেসব বস্তু যেন মেয়ের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী হয়, সেদিকে লক্ষ রাখবেন।

❖ দুআ মুক্তি ও সফলতার পথ খুলে দেয়। সকল দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি দেয়। সমূহ কল্যাণের পথ খুলে দেয়। সুতরাং মেয়ের জন্য সব সময় দুআ করবেন। যখন আপনার কোনো নির্দেশ সে পালন করে, অথবা আপনার কোনো আশা পূরণ করে দেয়, তখন তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে তার জন্য দুআ করবেন। বরং বিশেষ কোনো কারণ ছাড়াই সব সময় তার জন্য দুআ করতে থাকবেন।

❖ উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করবেন। সব সময় এক ধরনের উপহার দিলে আনন্দের মাত্রা কমে যায়। মাঝেমধ্যে মেয়ের

বয়সের উপযোগী নাশিদ ও বক্তৃতা ক্যাসেট, গল্প-উপন্যাসের বই এবং ম্যাগাজিন উপহার দেবেন।

- আপনার মেয়ে ও তার বান্ধবীর বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করার জন্য বিভিন্ন উপলক্ষে মেয়ের হাতে তার বান্ধবীর জন্য উপহার পাঠাবেন।
- বাড়ির মধ্যেই মেয়ের জন্য ছোটখাটো একটি লাইব্রেরি সাজিয়ে নেবেন, যেখানে সে তার প্রিয় বই ও সাময়িকী সংগ্রহে রাখবে। আপনিও তার জন্য উপযোগী বিভিন্ন উপকারী বই কিনে এনে তার লাইব্রেরিতে রাখবেন। অবশ্য আপনার কেনা বইটি রাখার ব্যাপারে তার অনুমতি নেবেন এবং সেটি পড়ার জন্য তাকে জোরাজুরি করবেন না।
- সবচেয়ে সুন্দর উপহার সেটিই, যা কোনো উপলক্ষ ছাড়াই দেওয়া হয়। এমন সারপ্রাইজ উপহার ভালোবাসা ও হৃদ্যতা বৃদ্ধি করে।
- মেয়েকে নারীদের উপযোগী বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি করিয়ে দিলে বিবিধ উপকার অর্জিত হয়। যেমন : সেলাই কোর্স, ঘর গুছানো বিন্যস্তকরণের আধুনিক পদ্ধতি শিক্ষার কোর্স ইত্যাদি।
- একইভাবে কম্পিউটার প্রোগ্রাম কোর্সসহ বিভিন্ন আত্মউন্নয়নমূলক কোর্সেও মেয়েকে ভর্তি করে দেওয়া যায়। এর ফলে তার মাঝে উন্নত মূল্যবোধ, আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টি হবে।

জীবন থেকে নেওয়া - ৬

- অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের কাছে পৌছানোর জন্য একটি সেতু পাড়ি দিতে হয়, সেতুটির প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন মা।

- একটি ভালো কথা একটি পরিপূর্ণ পরিবার গঠন করতে পারে। একটি খারাপ কথা পুরো একটি জাতি ধ্বংস করে দিতে পারে।

- সন্তান যখন গর্ভে থাকে, তখন মা জীবন সিঞ্চিত করেন নিজের রক্ত দিয়ে। যখন কোলে আসে, তখন দুধ দিয়ে সিঞ্চিত করেন। এরপর পুরো জীবন নিজের অশ্রুজলে সিঞ্চিত করেন সন্তানের জীবনবৃক্ষকে। মৃত্যুর পরেও তার সন্তুষ্টি দিয়ে সন্তানের জীবনবৃক্ষকে সিঞ্চিত রাখেন।

- শিশু কান্না করার সময় মায়ের চেহারার দিকে তাকায় কেন জানেন? যাতে মায়ের চেহারায় তার জন্য চিন্তার ছাপ দেখতে পায়। কারণ তার প্রতি মায়ের মমতা দেখে সে শক্তি পায়।

- কন্যাশিশু আগর-কাঠের মতো। আগর-কাঠ যেমন ভেতরে সুগন্ধি থাকলেও আগুনের পরশ ছাড়া সুগন্ধি ছড়ায় না—ঠিক তেমনই মায়ের মমতার উষ্ণ পরশ ছাড়া তার সুগন্ধি প্রকাশিত হয় না।

- তিনটি বিষয় থেকে মেয়েকে সর্বদা সতর্ক করব : ১. খারাপ বান্ধবী, ২. খারাপ বান্ধবী। ৩. খারাপ বান্ধবী। আর তিনটি বিষয় আঁকড়ে ধরার জন্য মেয়েকে সব সময় উপদেশ দেবো : ১. ভালো বান্ধবী, ২. ভালো বান্ধবী, ৩. ভালো বান্ধবী।

- অন্যদের চোখ মেয়ের জন্য আয়না। সে নিজে কেমন সেটার চেয়ে অন্যের চোখে সে কেমন দেখায়, সেটাই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

➤ মেয়েকে আদর করে সম্বোধন করা ছাড়া তার মুখ থেকে শব্দ বের করা কঠিন। আদর করে না ডাকলে পুতুলের মতো নীরব হয়ে থাকে।

➤ আমাদের মেয়েদের সাথে আমরা যত বেশি কথা বলব, তত বেশি তাদের বুদ্ধি শানিত হবে। পক্ষান্তরে, তাদের সাথে ভালোভাবে কথা না বললে, ঠিকভাবে তাদের প্রতি আদর-মমতা প্রকাশ না করলে তাদের বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়।

➤ মেয়েরা গাছের মতো। গাছ একদিক থেকে শাখা গজানোয় বাধা পেলে অন্যদিকে শাখা গজায়। ঠিক তেমনই মেয়ে পরিবারের আদর-মমতা থেকে বঞ্চিত হলে অন্যদিকে সে আদর-মমতা খুঁজে বেড়ায়।

বিবাহযোগ্য কন্যার প্রতি মায়ের করণীয়

❖ বাল্যকাল থেকেই সকাল-সন্ধ্যার জিকির ও দুআ পাঠে মেয়েকে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। ছোটবেলা থেকেই নিজেকে সজ্জিত ও পরিপাটি রাখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। বিশেষ করে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় মেয়ের সাজসজ্জার প্রতি খুব যত্নশীল হতে হবে। বিয়ের প্রস্তাব আসার সময়কালে তাকে যেন সুন্দর ও আকর্ষণীয় দেখায়, তার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

❖ মেয়ে যখন বিয়ের উপযুক্ত হয় এবং বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রস্তাব আসতে শুরু করে, তখন তার দিন কাটে অজানা আশঙ্কা ও সিদ্ধান্তহীনতায়। এ সময়ে মায়ের সাহায্যের প্রতি খুব মুখাপেক্ষী থাকে সে। এ সময় মায়ের উচিত, মেয়েকে উপযুক্ত পাত্র বাছাই করার কাজে সহযোগিতা করা এবং তাকে জানিয়ে দেওয়া যে, বিয়ের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। তিনিই তোমার জন্য ভালো পাত্রের ব্যবস্থা করবেন। কাজেই এত দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। তুমি শুধু তাঁর কাছে দুআ করতে থাকো।

❖ জীবনের এ সময়ে মেয়েরা রংবেরঙের স্বপ্নে বিভোর থাকে। তার সমগ্র চিন্তাজগৎ জুড়ে দাপিয়ে বেড়ায় হবু জীবনসাথির কল্পনা। স্বাভাবিকভাবে মেয়েরা আশা করে, তার স্বামীর মাঝে এই গুণ থাকবে, সেই গুণ থাকবে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের কাঙ্ক্ষিত গুণসমূহ শারীরিক সৌন্দর্য, সামাজিক অবস্থান এবং আর্থিক সচ্ছলতা-সম্পর্কিত হয়। অপরিণত বয়সের কারণে তারা এসবের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে উদাসীন থাকে। এ ক্ষেত্রে মায়ের কর্তব্য হলো, তিনি আগে থেকেই মেয়ের মাঝে অল্পতুষ্টির গুণ সৃষ্টি করার চেষ্টা করবেন এবং তাকে বোঝাবেন, মানুষের প্রকৃত গুণ ও সৌন্দর্য হচ্ছে, তার দ্বীন ও চরিত্রের সৌন্দর্য। তবে এই গুণটি অন্যান্য বাহ্যিক সৌন্দর্যের সাথে মোটেও সাংঘর্ষিক নয়। একজন ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে সুন্দর ও অন্যান্য জাগতিক গুণসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনদার ও চরিত্রবান হতে পারেন। তাই দ্বীন ও চরিত্রকে প্রাধান্য দিয়ে পাশাপাশি অন্যান্য গুণাবলির প্রতিও লক্ষ রাখা খারাপ কিছু নয়, তবে অবশ্যই একজন দ্বীনদার ও চরিত্রবান ব্যক্তি হাজারটা হ্যান্ডসাম ও ধনবান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম, যদি তাদের মাঝে দ্বীন ও নৈতিকতা না থাকে।

❖ মেয়ের সামনে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে নেতিবাচক পন্থায় ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা এবং এ জীবনের নেতিবাচক দিকসমূহ তুলে ধরা থেকে বিরত থাকবেন। বিশেষ করে, বিয়ের পূর্বমুহূর্তে এসব থেকে খুব বেঁচে থাকবেন। নাহলে মেয়ে মানসিকভাবে কষ্ট পাবে অথবা দাম্পত্য জীবন নিয়ে পরিপূর্ণরূপে অশুভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ জীবনে প্রবেশ করবে।

❖ কিছু কিছু মা মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে খুব দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন। মেয়ের নতুন জীবন নিয়ে বাড়াবাড়ি পর্যায়ের ভীতি অনুভব করেন। ফলে যতবারই বিয়ের প্রস্তাব আসে, আরও পরে বিয়ে দেবে বলে প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। মায়ের এই ভীতি সবার অলক্ষেই মেয়ের মাঝে সংক্রমিত হয়ে পড়ে। ফলে বিয়ের আগে ও পরে দাম্পত্য জীবন নিয়ে সে সর্বদা অস্থিরতা, ভীতি ও অশুভ দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে।

❖ বিয়ের উপযুক্ত মেয়েকে দাম্পত্য জীবন-সম্পর্কিত কোর্সে ভর্তি করানো ভালো; যাতে সে দাম্পত্য জীবন পরিচালনার নিয়মনীতি এবং পারিবারিক সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

❖ কিছু কিছু মা নিজের মেয়েকে নিজেরই কোনো আত্মীয়ের সাথে বিয়ে দিতে চান। তাই অন্য পক্ষ থেকে প্রস্তাব আসলে কিংবা পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা মেয়েকে অন্য জায়গায় বিয়ে দিতে চাইলে তিনি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে যান। মেয়ের পছন্দ-অপছন্দের প্রতি কোনো গুরুত্বই দেন না। এটা মারাত্মক ভুল। মায়ের উচিত এ সম্পর্কে মেয়েকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার অধিকার দেওয়া। বিশেষ করে, যখন এ ব্যাপারে মেয়েকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য রাসুল ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, তখন মেয়ের বিয়ের ক্ষেত্রে নিজের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা কোনোভাবেই মাতৃত্বসুলভ আচরণ হতে পারে না।

❖ অনেক সময় মেয়ের বিয়ে নিয়ে মাতাপিতার মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকে নিজ নিজ আত্মীয় কিংবা পছন্দের পাত্রের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে চান। সাবধান, ঘুণাক্ষরেও এই ভুল করতে যাবেন না। নিজেদের পছন্দ-অপছন্দের চেয়ে মেয়ের পছন্দ-অপছন্দকেই বেশি গুরুত্ব দেবেন। অন্যের পছন্দের ওপর ভিত্তি করে মেয়ের বিয়ে দিলে তার দাম্পত্য জীবন অসুখী হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

❖ অনেক সময় পরিবারের লোকজন ও আত্মীয়-স্বজন তাদেরই কোনো ছোট মেয়ের সাথে রসিকতা করে আত্মীয় কিংবা প্রতিবেশীর নির্দিষ্ট কোনো ছেলের বউ বলে পরিচয় দেয়। সাধারণত শিশুদ্বয়ের মাঝে ভালো বন্ধুত্ব ও বোঝাপড়া থাকার কারণে এমন রসিকতা করা হয়। কিন্তু তারা বুঝতে পারেন না, এই রসিকতা মেয়ের মনে কেমন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। যখন সে বড় হয়, তখন ছেলেটি তার হৃদয়ে গেঁথে যায়। অবৈধ প্রেম-ভালোবাসায় পড়ে যায় তার সাথে। যোগ্য না হলেও তাকেই বিয়ে করতে পাগল হয়ে যায়। তাই ছোট ছেলেমেয়েদের সাথে এ ধরনের অবিবেচক রসিকতা করা থেকে কঠিনভাবে বেঁচে থাকবেন। পরিবারের অন্য কেউ এমন রসিকতা করতে চাইলে কঠোরভাবে নিষেধ করবেন। মা হিসেবে এটা আপনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

❖ বিয়ের উপযুক্ত মেয়ের সাথে মা তার সুখী দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন দিক ও অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলবেন। বিয়ের পরে মেয়েদের মানসিকতায় কী

কী পরিবর্তন আনতে হয়, স্বামী ও স্বামীর পরিবারের সাথে কীভাবে আচরণ করতে হয়, কীভাবে তাদের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে হবে, সে সম্পর্কে ধারণা দেবেন।

❖ সদ্য বিবাহিত মেয়ে ও তার স্বামীর প্রতি আমাদের ওপর বিশেষ অধিকার আছে। তাদের যেকোনো আবদার যথাসাধ্য পালন করতে এবং তাদের সাথে নম্র ও কোমল আচরণ করতে আমরা বাধ্য। এটাই সামাজিক শিষ্টাচার। সুতরাং নবদম্পতি যদি কখনো আমাদেরকে তাদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার আবদার করে অথবা তাদের কোনো খুশির উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমাদের নিমন্ত্রণ করে, সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

❖ মেয়ে যদি চাকুরিজীবী হয়, তখন সন্তান-প্রসবের পরে নবজাতকের যত্ন নেওয়ার জন্য মায়ের সহযোগিতা কামনা করে। কারণ, এ ব্যাপারে গৃহপরিচারিকার ওপর সে ভরসা করতে পারে না। তখন মাতৃত্ব ও মমতার দাবি হলো, মেয়ের সহায়তায় এগিয়ে যাওয়া এবং তাদের নবজাতকের যত্ন নেওয়ার কাজে যথাসাধ্য তাদের সহযোগিতা করা।

❖ অনেক মেয়ে বাগদানের পর নিজের বাগদত্তার সাথে নরম ভাষায় কথা বলে। উদ্দেশ্য হলো, বিয়ের পূর্বে হবু স্বামীর স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হওয়া। কিন্তু এ কাজটি যে শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে হারাম এবং অনেক ক্ষতিকর পরিণতি বয়ে আনে, সেদিকে খেয়াল করে না। এ সম্পর্কে মায়ের কর্তব্য হলো, মেয়েকে হবু স্বামীর সাথে কথা বলা, তার সংস্পর্শে যাওয়া থেকে বিরত রাখা এবং এর ক্ষতিকর পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা।

❖ বাগদানের পর বিয়ে দেরি করা উচিত নয়। অনেকে বাগদানের পর কয়েক মাস এমনকি কয়েক বছর পর্যন্ত বিয়েকে বিলম্বিত করে। এর ফলে বিয়ে নিয়ে উভয় পক্ষের মাঝে এক ধরনের অনীহা চলে আসে। অনেক সময় তাদের সম্পর্ক বিয়ে পর্যন্ত গড়ানোর পূর্বেই ভেঙে যায়।

❖ আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ

'চারটি বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ রেখে মেয়েদের বিয়ে করা হয়—তার সম্পদ, তার বংশ, তার সৌন্দর্য ও তার দ্বীনদারি দেখে। তুমি দ্বীনদারিকে প্রাধান্য দাও, নতুবা ধূলি ধূসরিত হোক তোমার হস্তদ্বয়।'[৮]

রাসুল ﷺ-এর এই হাদিস অনুযায়ী শুধু ছেলেপক্ষ আমল করবে তা নয়। এই হাদিসে মেয়েপক্ষের প্রতিও নির্দেশনা আছে। তা হচ্ছে, মেয়েকে আমাদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে; যাতে হাদিসে বর্ণিত গুণাবলি তার মাঝে বিদ্যমান থাকে। বিশেষ করে, তার দ্বীনদারি ও চরিত্র যেন উন্নত হয়। অতঃপর যে ব্যক্তি তার দ্বীনদারি ও উত্তম চরিত্র দেখে বিয়ে করতে আগ্রহী হয়, তার সে প্রস্তাব আমরা সানন্দে গ্রহণ করব।

❖ বিয়ের প্রস্তুতি নেওয়া এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করার সময় মেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার মধ্যে পড়ে যায়। এ সময় মা তার পাশে থেকে তাকে সহযোগিতা করবেন। মেয়ের সাথে তিনিও বাজারে যাবেন এবং সেখানে তার কী কী প্রয়োজন আছে, সব পূরণ করার চেষ্টা করবেন। শুধু তিনিই নন, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও মেয়েকে সহযোগিতা করার কাজে লাগিয়ে দেবেন। আর ভুলে এ সময়ে মেয়ের ওপর বাড়ির কাজ চাপিয়ে দেবেন না।

❖ বিয়ের অনেক দিন আগে থেকে মেয়েকে তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের তালিকা করতে বলবেন। যাতে স্থির ও প্রশান্ত হৃদয়ে সে তালিকা তৈরি করতে পারে এবং বিয়ের ঝামেলা শুরু হওয়ার আগে থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে ফেলা যায়। কারণ বিয়ের সময় যত ঘনিয়ে আসে, মেয়ের দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা বেড়ে যায়, এ সময় এ কাজ করলে প্রয়োজনীয়

---

৮. সহিহুল বুখারি : ৫০৯০।

অনেক কিছুই বাদ পড়ে যায়। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মেয়ের চাহিদাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

❖ নেককার ও উপযুক্ত পাত্র পেলে তার হাতে মেয়ে তুলে দেওয়ার পথে মা বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না। তার ব্যাপারে ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করার পরে আর কোনো ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্বও করবেন না। বিয়ে ঠিক হওয়ার পর মেয়ের হবু স্বামীর কাছে অপ্রয়োজনীয় দাবি-দাওয়া জানিয়ে তাকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য করবেন না। অন্যথায় উপযুক্ত পাত্র হাত থেকে ফসকে যাবে। ভবিষ্যতে মেয়ের জন্য তার মতো ভালো পাত্র নাও আসতে পারে।

❖ দাম্পত্য জীবনের জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকা ও দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। তিনি সহজ ও স্পষ্টভাবে মেয়েকে দাম্পত্য জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে ধারণা দেবেন; যাতে মেয়ে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে নতুন জীবনে প্রবেশ করতে পারে।

❖ মহিলাদের মজলিশসমূহের একটি দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, তারা পুরুষদের নিয়ে খুব রসিকতা করে। একে অপরের কাছে নিজ নিজ স্বামীর দোষ ও নেতিবাচক দিক তুলে ধরে খুব মজা করে। বিবাহযোগ্য কন্যার সামনে এমন মারাত্মক কাজ যথাসম্ভব কম করার চেষ্টা করবেন। কেননা, এতে মেয়ের মাঝে স্বামী ও দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হবে। আপনাদের রসিকতাকে সে বাস্তব ধরে নেবে।

❖ বিয়ের সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও যদি কোনো কারণে মেয়ে অবিবাহিত থেকে যায়, মা পাশে থেকে তাকে সান্ত্বনা দেবেন। তার মনে আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদিরের ওপর বিশ্বাস ও সন্তুষ্টি দৃঢ় করার চেষ্টা করবেন। তাকে বোঝাবেন, শুধু স্বামী-সংসার নিয়ে থাকার নাম জীবন নয়; জীবনের আরও বহু পথ আছে, বহু ধরন আছে। তা ছাড়া জীবনের লক্ষ্য তো আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ করা। তার জন্য স্বামী-সংসারের প্রয়োজন নেই। আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট থেকে তাঁর বিধিনিষেধ মেনে চললে সে উদ্দেশ্য সাধিত হবে ইনশাআল্লাহ।

❖ মেয়ের বয়স ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে; কিন্তু কোথাও বিয়ে হচ্ছে না, আদৌ উপযুক্ত কোনো পাত্র পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ–অবস্থা যদি এমন হয়, তাহলে মেয়ে ও মেয়ের বাবার সাথে পরামর্শ করে বিয়ের উচ্চাঙ্গ শর্তসমূহ সহজ করে দেবেন এবং কোনো পাত্রের মাঝে মৌলিক শর্তসমূহ পাওয়া গেলে তার হাতে মেয়েকে তুলে দেবেন। ছেলে অবিবাহিত হতে হবে, বিসিএস ক্যাডার হতে হবে, সম্মানজনক চাকুরি কিংবা ব্যবসা থাকতে হবে—টাইপের শর্তাবলি বাদ দিয়ে সাধারণ দ্বীনদার ও চরিত্রবান ছেলে পেলে দ্বিধাদ্বন্দ্ব না করে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবেন।

জীবন থেকে নেওয়া - ৭

- মেয়ের সব সময় মাকে প্রয়োজন হয়; ছোটবেলায়, কৈশোরে, এমনকি বিয়ের পরেও।

- সবাই সন্তানদের উপকারের জন্য কাজ করে; কিন্তু খুব কম সংখ্যক মানুষ সঠিক পন্থায় তা করতে পারে।

- ভালোবাসার চোখ অন্ধ; সত্য-অসত্য দেখতে পায় না।

- অনেক সময় বাস্তবতা উল্টা হয়ে আমাদের কাছে পৌছায়। তাই প্রকৃত সত্য যাচাই করার পূর্বে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত নয়।

- ভালোবাসার চোখ অন্ধ। মায়ের ভালোবাসা অন্ধ হওয়ার পাশাপাশি বধির ও বোবাও বটে।

- মা তার সন্তানদের বাহ্যিক অবয়ব চোখ দিয়ে দেখেন এবং তাদের সুস্থতা হৃদয়ের চোখ দিয়ে দেখতে পান।

- নবি-পূর্ববর্তী জাহিলি যুগে লোকেরা মেয়েদের জীবন্ত দাফন করত; যাতে তারা সসম্মানে বেঁচে থাকতে পারে। আর বর্তমান আধুনিক জাহিলি সমাজ নারীকে স্বাধীনতা দিয়ে তাদের লাজলজ্জা ও সম্মানবোধের মৃত্যু ঘটিয়ে তাদের ভোগ্যপণ্য বানিয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলাম নারীকে দিয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে সুখময় জীবনের সন্ধান।

- মায়ের হাতে মমতা ও উষ্ণতা পরিমাপের অদৃশ্য যন্ত্র থাকে। সেটা দিয়ে তিনি সকল সন্তানের মাঝে যার যার প্রয়োজন অনুপাতে মমতা ও উষ্ণতা সরবরাহ করেন। ফলে সকল সন্তান সুখে-শান্তিতে জীবন উপভোগ করে।

- মেয়ে মায়ের প্রতিবিম্ব। সুতরাং আপনার প্রতিবিম্বকে হাস্যোজ্জ্বল রাখার চেষ্টা করুন।
- মা বেঁচে থাকেন সন্তানের সুখের স্পন্দনে।

মায়ের চিঠি

চিঠিপত্রের মাধ্যমে দেওয়া উপদেশ অধিক কার্যকারী ও স্থায়ী হয়। সে চিঠি যদি প্রিয় কারও তরফ থেকে আসে, তাহলে চিঠির বক্তব্যের প্রতি আলাদা ভক্তি কাজ করে। এ দুনিয়ায় মানুষের সবচেয়ে প্রিয় ও আপনজন হলো মা। সেই মা-ই যদি নিজের আদরের মেয়ের উদ্দেশে চিঠি লিখেন, তার প্রভাব কেমন হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নিঃসন্দেহে সেই চিঠি মেয়ের অন্তরে জাদুর মতো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। সেই চিঠির প্রতিটি লাইনকে সে হৃদয় দ্বারা গ্রহণ করে নেবে। সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা বিভিন্ন মায়েদের লেখা বেশ কয়েকটি চিঠি তুলে ধরব। এসব চিঠি থেকে প্রতিটি মা এমন এমন উপদেশ খুঁজে পাবেন, যা তাদের মেয়েদের অন্তরে সুন্দর ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করবে। চিঠিগুলো অতীত অভিজ্ঞতা, সুন্দর ও স্বপ্নিল স্মৃতির বিবরণ এবং উপকারী উপদেশ দ্বারা সমৃদ্ধ। প্রতিটি চিঠির মধ্যে ফুটে উঠেছে এমন এক জীবনের চিত্র, যে জীবনের স্বপ্ন প্রতিটি মা নিজেদের মেয়েদের জন্য দেখেন।

সুতরাং হে মা, এখানে যে চিঠিগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো থেকে শব্দ ও বাক্যের সহায়তা নিয়ে আপনার মেয়েকে আপনার মনের সুপ্ত উপদেশটি করে ফেলুন। এখানে আমি চিঠিগুলো হুবহু প্রেরকের ভাষায় তুলে ধরেছি। আপনি আপনার প্রয়োজন অনুসারে পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে নিতে পারবেন।

স্বপ্নিল বাসর রাত উপলক্ষে মেয়ের উদ্দেশে মায়ের চিঠি

পুণ্যাত্মা মেয়ে আমার,

সালাম ও ভালোবাসা গ্রহণ কোরো।

আমার জীবনে যখন এই দিনটি এসেছিল, তখন উপলব্ধি করেছিলাম, আমার এত দিনের লালিত স্বপ্ন আজ বাস্তবতার মুখ দেখেছে। সেদিন আমার মনের সুপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ধরা দিয়েছিল আমার হাতের মুঠোয়। আমি প্রিয়তম স্বামীর চোখে দেখতে পেয়েছিলাম আমার ও তার সকল স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং আমার ও তার জীবনের সকল সুখ। সে রাতে প্রথমে আমরা শুধু চোখের ভাষায় কথা বলেছিলাম। সে সময়েই আমাদের চারচোখ আমাদের জানিয়েছিল, অতি দ্রুত আমাদের অনাগত সন্তানের আলো উদ্ভাসিত হবে। তুমিই ছিলে সেই আলো।

আমার আদুরে মা, সে রাতে যখন আমি তোমার বাবার চেহারার প্রতি তাকিয়েছিলাম, সেখানে তোমার মুখচ্ছবির ঝলক দেখতে পেয়েছিলাম। আমাদের দুজনের মন তোমার ছোট্ট মনের সাথে ফিসফিস করে কথা বলছিল আর অপেক্ষার প্রহর গুনতে শুরু করে দিয়েছিল।

দুলালি আমার, এই ছিল সেই সুন্দর রাতটির স্মৃতিচারণ, যে রাত থেকে আমাদের সুখী দাম্পত্য জীবনের সূচনা হয়েছিল এবং তোমার উজ্জ্বল মুখটি পৃথিবীতে আসার আয়োজন শুরু হয়েছিল। কী সুন্দর সন্ধ্যা ছিল, যার শেষ হয়েছিল একটি সুন্দর জীবনের সূচনার মাধ্যমে!

পরিশেষে তোমার দাম্পত্য জীবন সুখময় হওয়ার জন্য অনেক অনেক দুআ রইল।

ইতি

তোমার একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী

তোমার মা।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনে মেয়ের উদ্দেশে মায়ের চিঠি

প্রিয় মেয়ে আমার,
পত্রের শুরুতে পবিত্র সালাম ও হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসা গ্রহণ কোরো।

এমনই এক দিনে তোমাকে জীবনের স্বাদ আস্বাদন করানোর জন্য আমি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলাম। তীব্র যন্ত্রণা সইতে না পেরে কেঁদে দিয়েছিলাম। বিছানার ওপর চরম উৎকণ্ঠা ও ভীতি নিয়ে কাতরিয়েছিলাম। কিন্তু সকল দুঃখ-যন্ত্রণার মাঝেও এ অব্যক্ত আনন্দ পেয়েছিলাম। কারণ এসব যন্ত্রণা তোমার আসার সুসংবাদ ছিল। আমি জীবনে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছি তোমার জন্মের দিন; কিন্তু সেই দিনটিই আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর দিন।

প্রিয় মেয়ে আমার, সেই ক্ষণগুলোর কথা এখনো আমার মনে আছে। তিক্ততা, মিষ্টতা—সব মনে আছে। এখনো মাঝেমধ্যে সেদিনের সেই তীব্র যন্ত্রণার কথা মনে করে আঁতকে উঠি; কিন্তু তোমার চেহারার দীপ্তি সেই যন্ত্রণাকে দূর করে দেয়। তোমাকে পেয়ে আমার জীবনের সকল দুঃখ-যন্ত্রণা নিমিষেই ভুলে গিয়েছিলাম।

আমার সুন্দরী তনয়া, একসময় তুমি ছিলে মিষ্টি খুকি; কটি পায়ের দুলকি চালে হেঁটে বেড়াতে আমার সামনে। অতঃপর ধীরে ধীরে তুমি হয়ে উঠলে সুন্দরী তরুণী। সাথে সাথে তোমার রূপ-লাবণ্যও পূর্ণতা লাভ করল। যেদিন তুমি পূর্ণ নারী হয়ে উঠেছিলে, সেদিন আমি অনেক বেশি আনন্দিত হয়েছিলাম। আজ তোমার মা হওয়ার সংবাদ শুনে আরও বেশি আনন্দ পেয়েছি। আশা করি, এখন থেকে আমার পবিত্র মেয়ের জীবন আরও পবিত্রময় হয়ে উঠবে।

পরিশেষে, আল্লাহর দরবারে আকুল ফরিয়াদ জানাই, তিনি যেন তোমার জীবনকে বরকতময় করেন, তোমার সুখ-শান্তি পরিপূর্ণ করে দেন এবং আমাদের সবাইকে চির সুখের ঠিকানা জান্নাতে একত্রিত হওয়ার তাওফিক দান করেন।

ইতি
তোমার সুখ-প্রত্যাশী
তোমার মা।

মেয়ের প্রথম লেখা প্রকাশিত হওয়ার আনন্দ প্রকাশ করে মেয়ের উদ্দেশে মায়ের চিঠি

আমার সুলেখিকা মেয়ে,

পত্রের শুরুতে সালাম এবং তোমার পবিত্র অন্তরের কোমলতার ন্যায় কোমল অভিবাদন গ্রহণ কোরো।

মেয়ে আমার, তোমার লেখা পড়ে আমি খুব আনন্দবোধ করেছি। আজ আমার মনে পড়ে গেছে, সে সময়ের কথা, যখন তুমি একটু একটু লিখতে শুরু করেছিলে। সে কথা হয়তো তোমার মনে নেই; তাই আমি তার চিত্রায়ণ করছি।

আমার সুন্দরী কন্যা, তুমি যখন নরম হাতে কলম নিয়ে একটু একটু লেখার চেষ্টা করতে, আমি তখন মনোযোগ দিয়ে তা লক্ষ করতাম। তোমার এ চেষ্টা দেখে আমার অনেক খুশি লাগত। প্রথম প্রথম তুমি শুধু আঁকাআঁকি করতে, একটা হরফও ঠিকভাবে লিখতে পারতে না। কিন্তু একদিন তুমি শুদ্ধভাবে একটি হরফ লিখতে সফল হলে আমি খুশিতে চিৎকার দিয়ে উঠেছিলাম। সে সময়ই আমার মনে হয়েছিল, আমার আদরের মেয়ের পড়ালেখার যাত্রা শুরু হয়েছে এবং শিক্ষার উজ্জ্বল আলোর দিকে যাত্রা শুরু করেছে।

প্রিয় তনয়া, যখন তুমি শুদ্ধভাবে লিখতে শুরু করেছিলে, তখন থেকে আমি স্বপ্ন দেখতাম, একদিন আমার মেয়ের লেখা দেশ-দেশান্তরের পাঠকের কাছে পৌঁছে যাবে। সে লেখা থেকে তারা উপকৃত হবে, মনের খোরাক অর্জন করবে। জ্ঞানী ও সাহিত্যিকদের বিভিন্ন বই ও আর্টিকেল পড়ার সময় মনের কোণায় স্বপ্ন পুষতাম, একদিন আমাদের কলিজার টুকরো মেয়েটিও তাদের মতো শক্তিমান লেখক হয়ে উঠবে এবং নিজের লিখনী দ্বারা মানুষের উপকার করবে।

আজ তোমার লেখা প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে আমার সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। মনে হচ্ছে, গোটা পৃথিবীই যেন আমাকে অভিবাদন জানিয়ে বলছে, 'তোমার স্বপ্ন আজ সত্য প্রমাণিত হয়েছে।'

আমার অপরূপা কন্যা, জেনে রেখো, আজ থেকে মৃত্যু অবধি যত কিছুই তুমি লিপিবদ্ধ করবে, আল্লাহর কাছে সবগুলো সংরক্ষিত থাকবে। কিয়ামতের দিন তোমার লিখিত প্রতিটি অক্ষরের হিসাব-নিকাশ হবে। তখন তোমার লেখা হয়তো তোমার মুক্তির সহায়ক হবে, নতুবা ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। মানুষ তার লিখনীর মাধ্যমে বেঁচে থাকে, আবার তার লিখনীই তাকে নিঃশেষ করে ফেলে। কলমের কালির গতিবেগ খুব দ্রুত। অল্প সময়ে দূর-দূরান্তের সীমানা পাড়ি দিয়ে সেখানকার মানুষজনের বুদ্ধি ও বিবেককে আলোকিত করতে পারে। সুতরাং তোমার লিখিত প্রতিটি অক্ষর ও শব্দ যেন যুগ যুগ ধরে আল্লাহর কাছে কল্যাণের সাক্ষ্য দেয়, এ ব্যাপারে খুব সচেতন থাকবে।

ইতি
তোমার লেখায় গর্বিত
তোমার মা।

শিক্ষাজীবনের সূচনার দিনে মেয়ের উদ্দেশে মায়ের চিঠি

প্রিয় তনয়া,

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। পত্রের শুরুতে চন্দনকাঠের সুরভিমাখা ভালোবাসা গ্রহণ কোরো।

প্রিয় মেয়ে আমার, আজ যে দিনটিতে তুমি উপনীত হয়েছ, এমনই দিন আমার জীবনেও এসেছিল। তোমার মতো আমিও সেদিন অস্থির ও উৎকণ্ঠিত ছিলাম। কারণ সেদিন থেকে আমাকে প্রতিদিন দিনের বড় একটি অংশ মা থেকে দূরে কাটাতে হবে। সেদিন আমার অবস্থা যেমন ছিল, আজও একই অবস্থা বিরাজ করছে আমার মনে। কারণ তুমি দীর্ঘ সময়ের জন্য আমার কোলের উষ্ণতা থেকে দূরে যাচ্ছ। এখন থেকে তুমি নতুন একটি পরিবেশে সখীদের মাঝে জীবন কাটাতে শুরু করবে। পথ চলতে শুরু করবে শিক্ষা অর্জনের জগতে। ফলে আমার মন পড়ে থাকবে একটি নতুন জায়গায়, যা ইতিপূর্বে আমি চিনতাম না। যখন আমার সুন্দরী কন্যা আমার থেকে দূরে থাকবে, তখন আমার চক্ষু জ্যোতিশূন্যতা অনুভব করবে।

আমার পুণ্যাত্মা মেয়ে, এই দিন অন্যান্য দিনের মতো নয়। অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক দীর্ঘ এই দিন। আজ আমি সারা দিন বারবার ঘড়ির দিকে তাকিয়েছি। মনে হয়েছে, সময় যেন থমকে আছে, কিংবা ঘড়ির কাঁটাগুলো উল্টোদিকে ঘুরছে। সারাদিন আমি অপেক্ষা করেছি, কখন স্কুলবাস আমার বাড়ির পাশে এসে হর্ন দেবে আর আমি দৌড়ে গিয়ে আমার কলিজার টুকরো মেয়েকে স্বাগত জানিয়ে কোলে তুলে নেব। যেন তুমি আমার কাছ থেকে অনেক অনেক বছর দূরে থেকেছ। তুমি আসার পর প্রথমে তোমার স্কুলের অভিজ্ঞতা শোনার অপেক্ষা করতে পারিনি। বরং চুমোয় চুমোয় ভরে দিয়েছি তোমার সারামুখ। অতঃপর যখন নিশ্চিন্ত হলাম, আমার আদরের মেয়ে আমার কোলে ফিরে এসেছে, তখন স্কুলের ছোট-বড় সকল বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম। তোমার স্কুলব্যাগে সাজানো বই দেখে আমি খুবই আনন্দিত হলাম। এভাবেই আজকে থেকে তোমার শিক্ষাজীবনের সূচনা হলো।

প্রিয় মা আমার, আল্লাহ তাআলা এই জগতে তোমার যাত্রাকে আলোয় আলোয় ভরে দিন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও মুক্তির পথে পরিচালিত করুন।

ইতি
তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রত্যাশী
তোমার মা।

পুনশ্চ :

আমার বুদ্ধিমতী কন্যা, তোমার শিক্ষাজীবনের সূচনার দিনে আমার অনুভূতি কেমন ছিল, তা তোমাকে জানালাম। যাতে এখান থেকে তুমি তোমার শিক্ষাজীবনে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ খুঁজে পাও এবং এই সুন্দর জগতে তোমার পথচলার সূচনাটা যেন তোমার মনে সর্বদা ভাস্বর হয়ে থাকে।

স্কুলে মেয়ের প্রথম সফলতা উপলক্ষে মায়ের চিঠি

আমার মেয়ে, যাকে নিয়ে আমি গর্বিত...

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

পত্রের শুরুতে পবিত্র সুগন্ধময় ভালোবাসা গ্রহণ কোরো।

আজ তুমি শিক্ষাজীবনে প্রথম সফলতার স্বাদ আস্বাদন করেছ। তোমার সফলতা আমাকে আমার শিক্ষাজীবনের কথা মনে করিয়ে দিল। তখন আমি ছোট ছিলাম। ঠিক তোমার মতো। একদিন সুসংবাদ পেলাম, শত শত ছাত্রীদের টপকিয়ে আমি প্রথম হলাম। এ সংবাদ শোনামাত্র আমি খুশিতে নেচে উঠলাম। আনন্দিত হলেন বাবা, মা, ভাই—বাড়ির সবাই। আজ তোমার সফলতা আমার জীবনে সেই আনন্দকে আবার ফিরিয়ে এনেছে। যে সফলতা তুমি অর্জন করেছ, তা আমার কাছে অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এই সফলতার মাধ্যমে তুমি প্রমাণ করেছ, শিক্ষাজীবনের কঠিন পথ তুমি পাড়ি দিতে সক্ষম। তুমি পারবে, জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করতে। এই সফলতার মাধ্যমে তুমি নবিগণের পথে চলতে শুরু করেছ। তোমার সফলতা আমাদের মাঝে এ বিশ্বাস জাগিয়ে দিল যে, নতুন প্রজন্মের আদর্শ সমাজ গঠনে আমাদের পুণ্যাত্মা মেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

পরিশেষে, অনেক অনেক মোবারকবাদ তোমায় হে ছোট্ট জ্ঞানী!

ইতি
তোমার সফলতায় গর্বিত
তোমার মা।

কুরআন হিফজ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে মেয়ের উদ্দেশে মায়ের চিঠি

আমার মুসলিম কন্যা,

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

পত্রের শুরুতে ভাগ্যবতী মায়ের শুভকামনা গ্রহণ কোরো।

অনেক দিন আগে থেকে আমি চিন্তা করতাম, তোমার মাঝে আমার জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ আছে। এ সুযোগ কোনোভাবে হাতছাড়া হোক, তা আমি চাইতাম না। তা হচ্ছে, তোমাকে সুরা ফাতিহা মুখস্থ করিয়ে দেওয়ার সুযোগ। কেননা, সুরা ফাতিহা হচ্ছে কুরআনের প্রথম সুরা এবং প্রত্যেক নামাজে তা পড়তে হয়। আমার প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা আমাকে জানিয়েছে, যদি আমি সে সুরা তোমাকে শিখিয়ে দিই, তাহলে তোমার উপকার হওয়ার পাশাপাশি আমিও আজীবন সাওয়াব পেতে থাকব। যখন তুমি প্রতি রাতে ও দিনে এ সুরা পাঠ করবে, নামাজের প্রতিটি রাকআতে তিলাওয়াত করবে, তখন কোনো কষ্ট ছাড়াই আমার আমলনামায় সাওয়াব লিপিবদ্ধ হতে থাকবে। তাই আমি তোমাকে সুরাটি শিখানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে একদিন তুমি তা মুখস্থ করে নিতে সক্ষম হয়েছ।

প্রিয় তনয়া, এখন আল্লাহ তাআলা তোমাকে সুস্থতা ও সক্ষমতা দান করেছেন। তাই কেবল এতটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকা ঠিক হবে না। বরং আল্লাহর পবিত্র কালাম পুরোটা হিফজ করার চেষ্টা করতে হবে। এর জন্য প্রতিদিন সাধ্য অনুযায়ী একটু একটু করে মুখস্থ করতে শুরু করো। কুরআনের আয়াত দ্বারা হৃদয়কে আলোকিত করো ধীরে ধীরে। এভাবে একসময় পুরো কুরআন হিফজ করে নিতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে, আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া আদায় করি এবং কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে, তোমাকে এবং সকল মুসলিমকে আল্লাহর কুরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার তাওফিক দান করেন। তিনিই একমাত্র তাওফিকদাতা।

ইতি
তোমার কল্যাণপ্রত্যাশী
তোমার ভাগ্যবতী মা।

নামাজের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য মেয়ের উদ্দেশে মায়ের চিঠি

প্রিয় তনয়া,

পত্রের শুরুতে সালাম ও ভালোবাসা গ্রহণ কোরো।

চিঠি লিখতে বসে আমার মনে পড়ছে অতীতের সেই সুন্দর দিনগুলির কথা, যখন আমি নামাজ পড়তে দাঁড়ালে তুমিও আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার মতো করে নামাজ পড়ার চেষ্টা করতে। তাকবিরে তাহরিমা বলার পর তোমার কোমল হাতদুটি বক্ষের ওপর বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকতে। যখন আমি রুকুতে যাওয়ার জন্য ঝুঁকতাম, তুমিও আমার মতো করে রুকু করার চেষ্টা করতে। অতঃপর ছোট ছোট হাঁটুদ্বয় ফেলে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের রবের সামনে মাথা ঠেকিয়ে সিজদা করতে। আমার অনুসরণ করে তাসবিহ পড়ার চেষ্টা করতে। তাসবিহ পড়ার জন্য তোমার ঠোঁট নাড়ানোর মনোরম দৃশ্য এখনো আমি দেখতে পাচ্ছি। সে সময় নামাজ পড়ার জন্য তোমার আগ্রহ ও চেষ্টা দেখে আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছিলাম। কারণ, তিনিই আমাকে এমন সুন্দর মুহূর্ত উপভোগ করার সুযোগ দিয়েছেন এবং আমাদেরকে এমন দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন, যা মানুষের স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সাথে সাথে আবু হুরাইরা ﵁-এর একটি হাদিসের মর্মও বুঝতে পেরেছিলাম, যেখানে রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

«مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ»، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: {فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: ٣٠] الآيَةَ

'প্রতিটি নবজাতক ফিতরাতের ওপর (অর্থাৎ স্বভাবজাত ইসলাম নিয়ে) জন্মলাভ করে। অতঃপর তার বাবা-মা তাকে ইহুদি, খ্রিষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানিয়ে দেয়। যেমন চতুষ্পদ পশু নিখুঁত চতুষ্পদ বাচ্চা জন্ম দেয়, তোমরা কি তাদের মধ্যে (জন্মগত) কোনো কানকাটা দেখতে পাও?' (বরং মানুষরাই তার নাক-কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে। তেমনই ইসলামের ফিতরাতের ওপর ভূমিষ্ঠ সন্তানকে মা-বাবা দ্বীন না শিখিয়ে ভ্রান্তধর্মী বানিয়ে ফেলে।)'

অতঃপর আবু হুরাইরা ﷺ তিলাওয়াত করলেন :

فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

'আল্লাহর ফিতরাতের অনুসরণ করো, যে ফিতরাতের ওপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।'[৯-১০]

মেয়ে আমার, আজ তোমাকে এই চিঠিটি আমার ও তোমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপহার হিসেবে দিচ্ছি। এর মাধ্যমে তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই, প্রকৃতভাবে নামাজ পড়া শুরু করার পূর্বে আমাদের কোনো আদেশ ছাড়াই তুমি আল্লাহর জন্য কিয়াম করেছ। আমরা শিক্ষা দেওয়ার পূর্বেই তুমি সেই সত্তার জন্য রুকু ও সিজদা করেছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমার ওপর নামাজ ফরজ হওয়ার আগে থেকেই নামাজের সাথে তোমার পরিচয় হয়ে গেছে। নামাজ তোমার ফিতরাত ও স্বভাবের সাথে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত।

মেয়ে আমার, এখন তোমার নিয়মিত নামাজ পড়ার সময় হয়েছে। আমি আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দুআ করি, তিনি যেন তোমার সকল মনোবাসনা পূরণ করে দেন এবং নামাজকে দুনিয়া ও আখিরাতে তোমার চক্ষু শীতলকারী করুন। সর্বদা নামাজের প্রতি যত্নশীল থাকবে। নামাজকে বলবে না তোমার কাজ আছে; বরং কাজকে বলবে তোমার নামাজ আছে। সকল ব্যস্ততার ওপর নামাজকেই প্রাধান্য দেবে।

প্রিয় তনয়া, প্রবৃত্তি ও শয়তানের প্ররোচনায় অনেক সময় নামাজের প্রতি উদাসীনতা এসে যেতে পারে, কঠোর সাধনার মাধ্যমে সে উদাসীনতাকে জয় করে নামাজের প্রতি মনোযোগী হতে হবে। এভাবে একসময় নামাজের মাঝেই আমরা প্রশান্তি খুঁজে পাব, যেমনটি পেয়েছিলেন আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ।

ইতি
তোমার মা।

---

৯. সুরা আর-রুম, ৩০ : ৩০।
১০. সহিহুল বুখারি : ১৩৫৮, সহিহ মুসলিম : ২৬৫৮।

প্রথম ফরজ রোজা রাখা মেয়ের উদ্দেশে মায়ের চিঠি

ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকে জয় করা আমার সাহসী মেয়ে,

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

তুমি যখন ছোট ছিলে, তখন রমাদানের দিনে প্রায় সময় আমাকে প্রশ্ন করতে 'কেন তুমি খাবার খাচ্ছ না, মা?' আমি তোমাকে উত্তর দিতাম। কিন্তু সে উত্তরের মর্ম বোঝার ক্ষমতা তখন তোমার ছিল না। তাই আজ সেই উত্তরের পুনরাবৃত্তি করছি, আমরা খানাপিনা ত্যাগ করি আল্লাহর নির্দেশ মান্য করার জন্য। আমরা রোজা রাখি, আমাদের চারপাশের অভাবগ্রস্ত লোকদের কষ্ট উপলব্ধি করার জন্য। আমরা রোজা রাখি, আমাদের ওপর আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত অনুভব করার জন্য, যা প্রতি মুহূর্তে আমরা অনায়াসে ভোগ করে চলি। আমরা রোজা রাখি, কারণ আল্লাহর আনুগত্যের স্বাদ জীবনের সকল স্বাদের চেয়ে অধিক সুস্বাদু। আমরা রোজা রাখি, পানাহার থেকে বিরত থাকি, কেননা এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য জান্নাতের বিশেষ দরজা রাইয়ানের ওয়াদা দিয়েছেন। আমরা রোজা রাখার মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করি, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে ও গোপনে আমরা আল্লাহকে ভয় করি। রোজার মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়। কেননা, আমরা চাইলে সকল মানুষের অগোচরে গিয়ে পানাহার করতে পারি; কিন্তু আল্লাহর ভয়ে আমরা তা করি না।

আমি জানি, সে সময় যত উত্তর তোমাকে দিয়েছিলাম, সব ভুলে গেছ। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তোমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে সে কথাগুলো আজীবনের জন্য গেঁথে গেছে।

মেয়ে আমার, প্রতিবছর রমাদান শুরু হওয়ার আগে থেকেই আমরা রমাদানের প্রস্তুতি শুরু করে দেবো। রমাদানে আখিরাতের জন্য যেন অধিক হারে পাথেয় জোগাড় করতে পারি, সে চেষ্টা করব। রোজা, নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির, তাসবিহ, ইলমি হালাকায় শরিক হওয়া এবং হকপন্থী আলিমদের লেকচার শ্রবণ করা প্রভৃতি ভালো কাজে কাটাব রমাদানের পুরো সময়। সুতরাং হে আদরের মেয়ে, দৃঢ় মনোবল ও ইচ্ছাশক্তি নিয়ে আল্লাহর ইবাদতে

মনোনিবেশ করো। আর দুআ করো, যেন আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল নেক আমল কবুল করে নেন।

পরিশেষে, তোমার প্রথম রোজা রাখার স্মৃতি মনে করিয়ে দিতে চাই। তখন তোমার ওপর রোজা ফরজ হয়নি। কিন্তু একদিন তুমি জিদ করে রোজা রেখে দিলে। দিন যত এগোল, তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়লে; কিন্তু তোমার সাহস ও মনোবলে এতটুকু ক্লান্তি আসেনি। আমি কত বার বলেছি রোজা ভেঙে ফেলতে; কিন্তু তুমি অনড় ছিলে যে রোজা ভাঙবে না। একসময় তোমার ক্ষুধা ও পিপাসা দেখে আমি আরেকবার রোজা ভেঙে ফেলার কথা বললে, তুমি এমন এক উত্তর দিয়েছিলে, যার পরে আর কিছু বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি। তুমি বলেছিলে, 'আমিও তোমার মতো জান্নাত কামনা করি।'

মেয়ে আমার, ছোটবেলা থেকেই যে জান্নাত তুমি কামনা করতে, সে জান্নাতের পথকে আল্লাহ তাআলা সত্যপন্থীদের জন্য অনেক সহজ করেছেন। আমাদের উচিত, আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে সে পথের দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়া।

ইতি
যার অন্তর তোমার ভালোবাসায় পূর্ণ
তোমার মা।

বন্ধুত্ব সম্পর্কে চিঠি

প্রিয় মেয়ে,

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

পত্রের শুরুতে জানাই অশেষ অভিনন্দন ও ভালোবাসা।

তুমি যখন ছোট ছিলে, সে সময়ের কথা। একদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে আনন্দভরা কণ্ঠে আমাকে বলেছিলে, 'মা, আজ আমি স্কুলের সময়টি আমার বান্ধবীর সাথে খুব ভালোভাবে কাটিয়েছি। তোমার কচি মুখের সেই সুন্দর কথাটি আমার মনেও আনন্দের সঞ্চার করেছিল। কেননা, বন্ধুত্ব একটি সুন্দর সম্পর্ক। একটি মেয়ের জীবনে তার বান্ধবী হয়তো মায়ের ভূমিকা পালন করে, কিংবা বোনের মতো স্নেহ-ভালোবাসা দেয়, কিংবা একসাথে দুজনেরই দায়িত্ব আদায় করে। আমিও চাইতাম, বান্ধবীদের সাথে আমার মেয়ের সম্পর্ক এমনই সুদৃঢ় হোক। তবে সাথে সাথে এও চাই যে, বান্ধবী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সে আমার প্রতিপালন ও দ্বীনের শিক্ষাকে অনুসরণ করুক।

এখন তুমি প্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধিমতী তরুণী। ভালো-খারাপ এবং উপযুক্ত-অনুপযুক্তের মাঝে পার্থক্য করার যোগ্যতা আছে তোমার মাঝে। এ সময়ে তোমাকে খুব গুরুত্ব দিয়ে বলতে চাই, আমি এখনো আগের মতো তোমার কল্যাণ-প্রত্যাশী। এখনো আমি চাই বিভিন্ন মেয়ের সাথে তোমার বন্ধুত্ব হোক। কিন্তু অনেক বান্ধবীর ভিড়ে তুমি সেই বান্ধবীর সাথেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে তুলবে, যে সত্যবাদী এবং আল্লাহর বিধি-নিষেধ মেনে চলে। যার অভ্যাস ও রুচি তোমার অভ্যাস ও রুচির কাছাকাছি, এমন মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা ভালো। জেনে রেখো, বন্ধুত্ব গড়ে তোলা সহজ; কিন্তু ভেঙে ফেলা কঠিন। অনুরূপভাবে বান্ধবী বাছাই করা সহজ; কিন্তু তার স্থলে অন্য একজনকে বান্ধবী বানানো কঠিন। সুতরাং এমন কাউকে বান্ধবী হিসেবে বেছে নেবে, যার সাথে আজীবন সম্পর্ক ধরে রাখা যায়। কারণ, ঘন ঘন বান্ধবী পাল্টালে চারপাশের মানুষের কাছে তোমার ব্যক্তিত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়বে। জেনে রেখো, বান্ধবীর অভ্যাস ও চরিত্র তোমার অজান্তেই তোমার মাঝে সংক্রমিত হয়। বান্ধবী ভালো হলে তার ভালো স্বভাবগুলো ধীরে ধীরে তোমার মাঝে জায়গা করে নেবে। তোমার আচার-

আচরণ, চালচলন ও জীবনবোধে পরিবর্তন আসবে। অনেক সময় মানুষজন তোমার পরিবর্তন নিয়ে কথা বলাবলি করবে। কিন্তু সেদিকে তোমার ভ্রুক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই।

মেয়ে আমার, উল্লিখিত কথাগুলো তোমাকে বলার উদ্দেশ্য, কেবল স্মরণ করিয়ে দেওয়া। অন্যথায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমার বুদ্ধিমতী মেয়ের উপযুক্ত বান্ধবী নির্বাচন করার যথেষ্ট যোগ্যতা ও সচেতনতা আছে। তা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে যদি কোনোরূপ দ্বিধা-সংকোচে পড়ো, তাহলে নির্দ্বিধায় তোমার মমতাময়ী মায়ের কাছে আসবে। তোমার মা-ই তোমার সবচেয়ে বড় কল্যাণকামী।

ইতি
তোমার বন্ধুবৎসল, জন্মদাত্রী, প্রতিপালনকারী মা।

অভাবগ্রস্তদের প্রতি অনুগ্রহশীল হওয়ার জন্য চিঠি

আমার সহৃদয় মেয়ে,

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

বাল্যকালে তুমি দরিদ্রদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও সহানুভূতিশীল ছিলে। যথাসাধ্য তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ানোর চেষ্টা করতে। তোমার অধিকাংশ জিজ্ঞাসাই ছিল এ সম্পর্কে, যা গরিবদের প্রতি তোমার দয়া ও ভালোবাসার প্রমাণ বহন করত। এটা আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, আমার ছোট্ট মেয়ে বাল্যকাল থেকেই এই মহৎ গুণ অর্জন করে নিয়েছে। যখন দেখি, এখনো তুমি গরিব-অসহায়দের সাহায্য করার এবং সাধ্য অনুযায়ী প্রত্যেক অভাবগ্রস্তের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছ, তখন খুব গর্ববোধ করি। আমি আরও আনন্দিত হই, যখন দেখি, গরিবদের দান করার সময় তুমি মোটেও দারিদ্র্যের ভয় পাও না; বরং এমনভাবে দান করো, যেন ইমান তোমার হৃদয়ে গভীরভাবে গেঁথে গিয়েছে। আল্লাহর কাছ থেকে দানের বিনিময় পাওয়ার এবং রিজিক বৃদ্ধি পাওয়ার ব্যাপারে তোমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

পরিশেষে দরিদ্রদের প্রতি তোমার দয়া, সহানুভূতি ও ভালোবাসা প্রকাশের এ মহান যাত্রা অব্যাহত থাকুক, এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করে ইতি টানছি। আল্লাহ সকল বিপদাপদ থেকে তোমাকে সুরক্ষিত রাখুন।

ইতি

তোমার হৃদয়ের কোমলতা ও সহৃদয়তায় মুগ্ধ
তোমার মা।

ভাইবোনদের প্রতি স্নেহশীল মেয়ের উদ্দেশে মায়ের চিঠি

প্রিয় মেয়ে, যার হৃদয় স্নেহ ও ভালোবাসায় পূর্ণ,

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

ভাইবোনদের প্রতি ছোটবেলা থেকেই তোমাকে স্নেহশীল দেখে এসেছি। তাদের ছোট-বড় প্রতিটি বিষয়ের প্রতি তোমাকে গুরুত্ব দিতে দেখেছি। এমনকি আমার মনে বিশ্বাস জমে গিয়েছিল যে, তোমার মাঝে এক মাতৃসত্তা বিরাজ করছে—যেন আমার হৃদয়টা চুরি করে তোমার মাঝে প্রতিস্থাপন করেছ! ভাইবোনদের প্রতি তুমি সর্বদা সহৃদয় ও স্নেহশীল ছিলে। তাদের যেকোনো সমস্যায় পাশে দাঁড়িয়েছ। তাদের দাবি-আবদার পূরণ করার চেষ্টা করেছ।

তাই সর্বদা দুআ করি, আল্লাহ তাআলা তোমাকে তোমার মতোই গুণবতী কন্যা দান করুন এবং দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতে কাজে আসে এমন নেককার সন্তানসন্ততি দান করুন।

ইতি
তোমার গুণমুগ্ধ
তোমারই মা।

বাড়ির কাজে সহায়তাকারী মেয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক চিঠি

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

প্রিয় মেয়ে,

দিনদিন আমার আনন্দ ও মুগ্ধতা বেড়েই চলেছে, যখন তোমাকে আমার আদেশ-অনুরোধ ছাড়াই বাড়ির কাজগুলো সুচারুরূপে আঞ্জাম দিতে দেখি। কোনো কাজে তোমার সাহায্য চাওয়ার আগেই তুমি আমাকে সাহায্য করো। এ বিষয়টি প্রত্যেক মায়েরই স্বপ্ন। প্রত্যেক মা চান, তার মেয়ে বাড়ির কাজে হাত লাগাক এবং বাড়ির ব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত কাজে মাকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করুক। একজন মা হিসেবে আমিও একই স্বপ্ন দেখি। আমার সে স্বপ্ন পূরণ হয়েছে।

আরও একটি বিষয়ে আমি আশ্বস্ত ও আনন্দ বোধ করছি যে, আমি তোমাকে একজন সার্থক গৃহকর্ত্রী হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি, যে বাড়ির সকল কাজ সুচারুরূপে আঞ্জাম দিতে সক্ষম। তোমার ভবিষ্যৎ জীবনে এই যোগ্যতা অনেক কাজে আসবে।

পরিশেষে দুআ করি, আল্লাহ তাআলা তোমার মুখের হাসিকে চিরদিন অমলিন রাখুন, দাম্পত্য জীবনে তোমাকে সুখী করুন, সন্তানসন্ততিতে বরকত দান করুন। আমিন।

ইতি

মেয়ের মহৎকর্মে মুগ্ধ

তোমার মা।

শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী মেয়ের উদ্দেশে মায়ের চিঠি

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

আমার মেয়ে, আমার হৃদয়ের সৌন্দর্য,

এমন কোনো মা কি আছে, যখন লোকেরা মেয়ের যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কথা বলাবলি করে, তখন আনন্দিত হয় না! অবশ্যই এটা অসম্ভব। প্রতিটি মা মেয়ের ব্যাপারে যেকোনো মানুষের প্রশংসা শুনে আনন্দে উদ্বেলিত হয়। কেননা, এই প্রশংসা অন্যান্য মানুষের সামনে আমাদের সুষ্ঠু তারবিয়াতের পরোক্ষ সাক্ষী—যা প্রমাণ করে, আমাদের মেয়ের শিক্ষাদীক্ষার জন্য যত চেষ্টা আমরা করেছি, তা থেকে আমাদের মেয়ে উপকৃত হয়েছে। তা ছাড়া মানুষ দুনিয়াতে আল্লাহর সাক্ষী। সুতরাং তাদের ইতিবাচক মন্তব্য প্রমাণ করে, আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহের কল্যাণে আমরা তাঁর সন্তুষ্টি ও জান্নাত অর্জনের পথে আছি। সুতরাং হে পুণ্যবতী মেয়ে, মানুষের প্রশংসা ও স্বীকৃতি লাভের সেই ধারাবাহিকতা ধরে রেখো। আমি দুআ করি, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন আমাকে এবং তোমাকে ওই লোকদের দলভুক্ত করুন, যাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে।

ইতি

তোমার মহৎ গুণাবলি যাকে গর্বিত ও সম্মানিত করেছে,
তোমার মা।

কৃতিত্বের সাথে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পন্ন করার (এইচএসসি পাশ করার) পর মেয়েকে মোবারকবাদ জানিয়ে মায়ের চিঠি

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

আমার বরকতময় মেয়ে,

আমি বুঝতে পারছি না, এ সফলতায় তোমাকে মোবারকবাদ জানাব নাকি নিজেকে। আজকের দিনে অতীতের স্মৃতিগুলো আমার একে একে মনে পড়ছে। যেদিন তুমি প্রথম স্কুলে গিয়েছিলে, যেদিন জীবনে প্রথম কোনো অক্ষর লেখার জন্য ছোট্ট হাতে পেন্সিল তুলে নিয়েছিলে—সব মনে পড়ছে। পড়ার সময় পড়তে পড়তে কত বার আমি ও তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, বাধাবিপত্তি আসার কারণে কত বার আমরা চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম, আবার সে বাধা কেটে যাওয়ার কারণে আনন্দিত হয়েছিলাম—সব মনে পড়ছে। আমি জানি, সে দিনগুলো ধীরে ধীরে তোমাকে ভাবতে শিখিয়েছিল যে, জীবনে সফল হতে হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এগিয়ে যেতে হবে। আর আমাকে জানিয়েছিল, আমি এমন এক কন্যার মা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছি, যে মহান আল্লাহর অনুগ্রহে জীবনের ছোট-বড় প্রত্যেক বাধাবিপত্তি মাড়িয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে।

আমার দৃঢ়সংকল্প সুন্দরী,

সে দিনগুলিতে যে চেষ্টা-সাধনা আমরা করেছিলাম, এখন তার ফল অর্জন করতে শুরু করেছি। তুমি কৃতিত্বের সাথে উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ সম্পন্ন করেছ (এইচএসসি পাশ করেছ)। প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি ভালোভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছ তুমি। সামনে শিক্ষাজীবনে নতুন একটি অধ্যায়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছ তুমি। তা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবন। জেনে রেখো, শিক্ষাজীবনের এ অধ্যায় বিগত সময়ের সকল অধ্যায়ের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু আমি জানি, তুমি কঠিন বাধা পাড়ি দিতে ভালোবাসো। তাই শিক্ষাজীবনের এ অধ্যায়ে যত বাধাবিপত্তিই তোমার সামনে আসুক, তুমি সাহসিকতার সাথে সে বাধা পাড়ি দিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে। আমি ওয়াদা দিচ্ছি, আগে যেমন

তোমার পাশে ছিলাম, ভবিষ্যতেও আমার সাধ্যের সর্বোচ্চটুকু নিয়ে তোমার পাশে থাকব।

পরিশেষে, আমার আত্মপ্রত্যয়ী, সাহসী ও ধৈর্যশীলা মেয়ের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা।

ইতি

তোমার সফলতায় আনন্দিত

তোমার মা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করার আগে মেয়ের উদ্দেশে মায়ের চিঠি

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

আমার সুন্দরী, আমার হৃদয়রাজ্যের রানি,

কয়েক মাস পূর্বে যখন তুমি উচ্চ মাধ্যমিক পড়াশোনার পাঠ সম্পন্ন করেছিলে, তখন আনন্দের অশ্রু নিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলাম তোমাকে। আজ বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনের প্রথম দিন তোমার। শিক্ষাজীবনের গুরুত্বপূর্ণ এ অধ্যায়-সম্পর্কিত কিছু উপকারী উপদেশ দেওয়ার জন্য এই চিঠি লিখতে বসেছি।

প্রথমত, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও কঠিন সাবজেক্ট নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই। তা যত কঠিনই হোক, তুমি পারবে—সে বিশ্বাস আমার আছে। আমার চিন্তা পরিচিত জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেক জগতে যাওয়ার কারণে তুমি যেসব কষ্ট ও অসুবিধার সম্মুখীন হবে তা নিয়ে। মেয়ে আমার, বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে প্রবেশ করেছ মানে তুমি তোমার ভবিষ্যতের চাবি নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছ। তাই প্রথম দিন থেকে এই নতুন জীবনের পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। আশা করি, আল্লাহর দয়ায় কল্পনাতীত দ্রুততার সাথে নতুন এই পরিবেশের সাথে তুমি মানিয়ে নিতে সক্ষম হবে।

দ্বিতীয়ত, জীবনের এত দূর পাড়ি দেওয়ার সময় তোমার অনেক বান্ধবী মাঝপথে থেকে গেছে, কিংবা অন্য পথে চলে গেছে। এটাই জীবনের বাস্তবতা। আমাদের প্রিয় অনেককেই আমরা জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত পাই না। নিয়তি একেকজনকে একেক পথে নিয়ে যায়। তাই স্বভাবতই নতুন বান্ধবী জোটানোর প্রতি তোমার আগ্রহ কাজ করবে। কিন্তু মেয়ে আমার, আমার উপদেশ হচ্ছে, দ্রুত কারও সাথে বন্ধুত্ব কোরো না। কিছু দিন সময় নাও। খুঁজে দেখো, কে তোমার বান্ধবী হওয়ার যোগ্যতা রাখে। কার সাথে বন্ধুত্ব করবে, কার সাথে করবে না—তা বলার প্রয়োজন আর নেই। আল্লাহ তাআলা তোমাকে বুদ্ধি, বিবেক ও অভিজ্ঞতা দান করেছেন, তা কাজে লাগাও।

পরিশেষে, সর্বশেষ যে উপদেশ তোমাকে দিতে চাই তা হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের মধ্যে অসংখ্য স্বাধীন মতাদর্শ ও জীবনদর্শন তুমি দেখতে পাবে, যেগুলোর সাথে ইতিপূর্বে তোমার পরিচয় ছিল না। অনেকে অনেক ধরনের মতবাদ ও জীবনপদ্ধতি তোমার সামনে পেশ করবে, কিংবা পেশ না করলেও তার জীবনদর্শন তোমার ভালো লাগতে পারে, এ ক্ষেত্রে সব সময় মনে রাখবে, অন্যে যা প্রচার করে, তা আমাদের কিংবা আমাদের আশপাশের অনেকের ভালো লাগলেই সেটা হক হয়ে যাবে এমন নয়। বরং তা ভালোর ছদ্মবেশে শয়তানের প্ররোচনা হতে পারে। তাই হে আমার প্রজ্ঞাবান মেয়ে, কোনো বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কোরো না। সময় নিয়ে চিন্তাভাবনা করে এবং সে সম্পর্কে ইসলামি শরিয়াহ কী বলে, তা ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করে সিদ্ধান্ত নেবে। যদি শরিয়াহ সমর্থন করে, তাহলে ভালো, অন্যথায় তা থেকে দূরে থাকতে হবে। নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে সর্বদা বিরত থাকবে। সত্য নিজের প্রবৃত্তির বিপরীত হলেও সেটাই গ্রহণ করবে।

ইতি

তোমার উন্নতি প্রত্যাশী

তোমার মা।

সদ্য সাবালিকা হওয়া মেয়ের প্রতি মায়ের চিঠি

প্রিয় মেয়ে,

পত্রের শুরুতে সালাম ও ভালোবাসা নিয়ো। আমার সুন্দরী মেয়ে, তুমি কি উপলব্ধি করতে পারছ, এখন তুমি একজন পরিপূর্ণ যুবতি? লজ্জাশীলতা তার সবচেয়ে সুদর্শন আবরণটি দিয়ে তোমাকে ঢেকে নিয়েছে? জীবন তার সবচেয়ে সুন্দর রং দ্বারা তোমায় রাঙিয়ে দিয়েছে? হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই এখন থেকে তুমি একজন পরিপূর্ণ নারী। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন, সবগুলো মেনে চলার বয়স হয়েছে তোমার। এখন থেকে তুমি লক্ষ্যহীন ছুটে চলা ছোট্ট খুকি নও, তুমি এক সম্ভাবনাময়ী তরুণী, যার সামনে একটি সুন্দর জীবন আছে, বৈধ আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে, পরিকল্পিত লক্ষ্য আছে। এখন থেকে তুমি একজন বিচক্ষণ নারী, যে নিজের প্রজ্ঞা ও চাতুর্য দ্বারা ভালো-খারাপের মাঝে পার্থক্য করতে জানে, সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করতে জানে, কী করতে হবে আর কী ছাড়তে হবে, কীসের কাছে যেতে হবে আর কীসের থেকে দূরে থাকতে হবে, সব ভালোভাবে বোঝে। এখন থেকে আমি অনুভব করি, আমার কাছে এমন এক মেয়ে আছে, যাকে নিয়ে আমি শক্তি ও সাহস পাই। যে তার শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে আমাকে সকল বিষয়ে সহযোগিতা করার যোগ্যতা ও সদিচ্ছা রাখে। ফলে তার প্রতি আমার মমতা ও ভালোবাসা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং নারীত্বের পূর্ণতার এ জীবনে তোমাকে স্বাগতম হে আমার সুন্দরী কন্যা!

পরিশেষে দুআ করি, আল্লাহ তাআলা তোমাকে দীর্ঘায়ু দান করুন। তাঁর ইবাদতের তাওফিক দান করুন। দ্বীনের ওপর অটল রাখুন। তোমার গায়ে পরিয়ে দিন লজ্জাশীলতার পোশাক। তোমার সকল চেষ্টা-উদ্যোগে বরকত দান করুন। দ্বীনি ইলম দান করুন। তাকওয়া দান করুন। পিতামাতার প্রতি সদাচারী হওয়ার তাওফিক দান করুন। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

ইতি

মেয়ের সৌন্দর্য ও গুণাবলি দ্বারা আনন্দিত

তোমার মা।

মেয়ে ভুল পথে পা বাড়ালে ফিরিয়ে আনার জন্য চিঠি

আমার সুন্দরী কন্যা, পত্রের শুরুতে হৃদয়ের গভীর থেকে সালাম ও ভালোবাসা গ্রহণ কোরো।

মেয়ে আমার, এ জীবনে আমি যা চাই, তা হলো, এমন কেউ তোমার পাশে থাকুক, যে তোমাকে ভালোবাসে এবং তোমাকে ভালো পথে পরিচালিত করে। সে হয়তো মমতাময়ী মা হোক, কিংবা স্নেহশীল পিতা, কিংবা দয়ালু বোন, কিংবা কোনো বিশ্বস্ত বান্ধবী হোক।

আর বান্দাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ একটি নিয়ামত হচ্ছে, তিনি প্রত্যেক অপরাধীর জন্য তাওবার দ্বার উন্মুক্ত রেখেছেন। ভুল পথে পা বাড়ানো লোকদের জন্য ফিরে আসার পথ খুলে রেখেছেন।

আমার মেয়ে, আমার বান্ধবী, আমি তোমার ব্যাপারে একাধিকবার পদস্খলনের আশঙ্কা করেছি। অনেকবার তোমাকে ধ্বংসের একদম কাছাকাছি যেতে দেখেছি। যদি আমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ না হতো, তাহলে আমরা এমন ভুলের সম্মুখীন হয়ে যেতাম, যেখান থেকে বড় কোনো ক্ষতি ছাড়া বের হয়ে আসা দুষ্কর।

আশা করি, ওপরে ইশারা-ইঙ্গিতে যা বলেছি, এতটুকু আমার বুদ্ধিমতী মেয়ের জন্য যথেষ্ট। তোমার মতো মেধাবী মেয়েদের জন্য এতটুকু সতর্কতা যথেষ্ট বলে মনে করি। মেয়ে আমার, হিদায়াতপ্রাপ্ত নেককার লোকদের পথে চলতে পারাই এ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সফলতা।

পরিশেষে দুআ করি, আল্লাহ তাআলা তোমাদের ও আমাদের সবার সামনে সত্যকে সত্য হিসেবে প্রকাশ করুন এবং তা মেনে চলার তাওফিক দান করুন; মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে প্রকাশ করুন এবং তা থেকে বিরত থাকার তাওফিক দান করুন। তিনিই আমাদের প্রকৃত বন্ধু এবং তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী।

ইতি
যার হৃদয় তোমার ভালোবাসায় পূর্ণ
তোমার মমতাময়ী মা।

বাজারে গমনকারী মেয়ের উদ্দেশে মায়ের চিঠি

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

আমার লজ্জাবতী মেয়ে, একটি বিষয়ে তোমাকে সতর্ক করা খুব জরুরি মনে করছি; যদিও বিষয়টি এখনো তোমার মাঝে তেমন স্থান নেয়নি। কিন্তু বিষয়টি যেহেতু আমাদের সমাজে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে, তা তোমাকে আগেভাগে সতর্ক করে দেওয়া ভালো মনে করছি। এই চিঠির মাধ্যমে তোমাকে সে বিষয় এবং তার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। নিঃসন্দেহে স্মরণ মুমিনের জন্য উপকার বয়ে আনে।

বাজারের মধ্যে অধিকাংশ সময় দেখা যায় যে, আমাদের কিছু বোন—আল্লাহ তাদের হিদায়াত দান করুন—সরাসরি নিষিদ্ধ কাজে জড়িয়ে পড়ে; হোক তা ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়। অনেক সময় ভালো নিয়তে মন্দ কাজে লিপ্ত হয়। কেউ বিক্রেতার সাথে বড় আওয়াজে কথা বলে। আর কেউ কেউ দোকানদারদের সামনে বান্ধবীদের সাথে কথা বলে আর হাসাহাসি করে। অনেকে পর্দার তেমন তোয়াক্কা না করে ঢুকে পড়ে বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট কিংবা কপিশপে। কেউ কেউ ফ্যাশন বোরকা পরে মার্কেটে যায়। অনেকে তো মুখমণ্ডল কিংবা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ অনাবৃত রাখে। কেউ শরীরে এমনভাবে সুঘ্রাণ মেখে বাজারে যায়, যেন বাজারের প্রতিটি ব্যক্তিকে তার প্রতি আকর্ষণ করতে চায়। অনেকে বিভিন্ন পারফিউম-শপে গিয়ে শরীরে সুগন্ধি মাখে। অনেকে কোনো কারণ ছাড়াই বাজারে গিয়ে ঘোরাঘুরি করে। এ ধরনের আরও অনেক শরিয়তবিরোধী কাজ করে, যা একে একে উল্লেখ করলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা শেষ হয়ে যাবে। আমার উদ্দেশ্য, তোমাকে এসব থেকে সতর্ক করে দেওয়া। যাতে প্রয়োজনে বাজারে গেলে এসব নিষিদ্ধ ও গর্হিত কাজ যেন তোমার মাধ্যমে প্রকাশ না পায়।

পরিশেষে হৃদয়ের গভীর থেকে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কেননা, তুমি যখন প্রয়োজনে বাজারে গমন করো, তখন আল্লাহর বিধিনিষেধের প্রতি যথেষ্ট খেয়াল রাখো।

ইতি
তোমার গুণমুগ্ধ
তোমার মা।

মাতাপিতার প্রতি সদাচারী হওয়ার জন্য চিঠি

আমার সদাচারী মেয়ে,

পত্রের শুরুতে সালাম ও ভালোবাসা নিয়ো।

পিতামাতার প্রতি আল্লাহর সবচেয়ে সুন্দর উপহার হচ্ছে সদাচারী সন্তান। সদাচারী ও অনুগত সন্তান লাভ করাই পিতামাতার জীবনের সবচেয়ে বড় সফলতা ও সৌভাগ্য। পিতামাতা যখন বুঝতে পারেন, তাদের সন্তান পিতামাতার অধিকার ও মর্যাদার ব্যাপারে সচেতন, তখন হৃদয়ে প্রশান্তি পান। পিতামাতার প্রতি সদাচরণ সন্তানদের জন্য তাদের অক্লান্ত কষ্ট-মেহনতের স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতা। পিতামাতার প্রতি সদাচরণ ভবিষ্যৎ জীবনে তাদের প্রতি তাদের সন্তানদের সদাচরণের সুসংবাদ। তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো, পিতামাতার প্রতি সদাচারী হলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন।

তাই তোমাকে মোবারকবাদ হে আমার প্রিয় মেয়ে, তুমি সদাচরণের মাধ্যমে তোমার পিতামাতার জীবনকে উপভোগ্য ও আনন্দময় করে তুলেছ। সর্বদা দুআ করি, আল্লাহ তাআলা তোমাকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন। তোমার হায়াতে বরকত দান করুন। তাঁর ইবাদতের ওপর অটল রাখুন। যেভাবে তুমি আমাদের প্রতি সদাচরণ করছ, তোমার অনাগত সন্তানরাও সেভাবে তোমার প্রতি সদাচারী হোক—আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে এ প্রার্থনা করি। ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

ইতি

তোমার মা।

ভদ্র ও অমায়িক মেয়ের প্রতি মায়ের চিঠি

আমার চরিত্রবান মেয়ে,

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

'যে তোমার প্রতিপালন করেছে, তাকে আল্লাহ ক্ষমা করুন'—আজীবন আমি আশপাশের লোকদের থেকে এমন দুআমূলক বাক্য শুনতে চাইতাম। আল্লাহর অশেষ দয়ায় আমি এখন তা শুনতে পাচ্ছি। কারণ, মানুষের কাছে তোমার উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তোমার মুখের অমলিন হাসি, উত্তম চরিত্র ও কার্যাবলি দেখে তারা সবাই তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাদের প্রশংসা শুনে আমার তনুমন পরিতৃপ্ত। এসবের জন্য সর্বপ্রথম আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি এবং তোমার প্রতিও সবিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

যেখানেই থাকো, আজীবন এভাবেই মানুষের মাঝে ভালোবাসা দিয়ে যাও, সবার সাথে সদাচার করো, নিজের স্বার্থের ওপর অন্যের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দাও, অভাবীদের প্রতি সদয় হও, প্রত্যেক মানুষের অধিকার আদায় করে দাও এবং অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি আত্মিক রোগ থেকে বেঁচে থাকো। আল্লাহ তাআলা তোমাকে সর্বদা সব জায়গায় কল্যাণময় রাখুন। আশা করি, তোমার ব্যাপারে আমার মুগ্ধতা দিনদিন বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

ইতি
তোমার উন্নত চরিত্রে গর্বিত
তোমার মা।

বাল্যকালের গন্ডি পেরিয়ে যৌবনকালে উপনীত হওয়ার পর মেয়ের উদ্দেশে মায়ের চিঠি

আমার দিশেহারা মেয়ে,

পত্রের শুরুতে সালাম ও একরাশ ভালোবাসা নিয়ো।

আমি জানি, বাল্যকাল পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করার সময়টি মেয়েদের জন্য একটু কঠিন। এ সময়ে মেয়েরা খুব বেশি দুশ্চিন্তা, একাকিত্ব ও নির্জনতা অনুভব করে।

মেয়ে আমার, এর জন্য তুমি দুশ্চিন্তা ও নিঃসঙ্গতা অনুভব করো না। অধিকাংশ মেয়ে এ বয়সে এসে সেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়, যেগুলোর সম্মুখীন এখন তুমি হচ্ছ। তবে তুমি অন্যদের মতো নও, আমার মেয়ে। জীবনের এই স্তরের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা আছে তোমার। শিখে নিয়েছ, এসব পরিবর্তনের সাথে কীভাবে মানিয়ে নিতে হয়। তা ছাড়া আল্লাহ তাআলা তোমাকে তোমার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের ভালোবাসা দিয়েছেন। এই ভালোবাসার কারণে তারা তোমার জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত আছে। কখনো কোনো সমস্যায় তোমাকে নিঃসঙ্গ ও একাকী রাখবে না তারা। তাই অস্থিরতা ও নিঃসঙ্গতা অনুভব করো না।

আমার মেয়ে, জীবনের এই স্তরের জন্য কিছু নির্দেশনা দিচ্ছি তোমায় : জীবনের প্রতিটি ক্ষণকে স্বাচ্ছন্দ্যে উপভোগ করো। প্রতিটি বিষয়ে ধীরতা ও প্রজ্ঞার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। নিজের ওপর দৃঢ় আস্থা ও মনোবল নিয়ে শৈশবের ছেলেমানুষি থেকে বয়ঃসন্ধির মার্জিত স্বভাবে স্থানান্তরিত হও। শৈশবের আনন্দ-উল্লাস ও স্বাধীনতার জন্য লজ্জিত হয়ো না; বরং সেখান থেকে এখনের ও ভবিষ্যতের জন্য পুঁজি সংগ্রহ করো। ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা করো না। বরং সুস্থতা ও নিরাপত্তার সাথে তোমাকে জীবনের এই স্তরে নিয়ে আসার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো। ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে বর্তমান সময়টিকে নিশ্চিন্তে উপভোগ করো। যে আল্লাহ তোমার বর্তমান সুন্দর রেখেছেন, তাঁর প্রতি ভরসা রাখো। তিনি তোমার ভবিষ্যৎকেও সুন্দর রাখবেন। মনে রাখবে, জীবনের এই স্তরটি নারীজীবনের সবচেয়ে সুন্দর

অধ্যায় তথা স্বপ্নিল দাম্পত্য জীবন ও মাতৃত্বের সুখের জগতে প্রবেশ করার সূচনা। সুতরাং যে সময়গুলো জীবনের সবচেয়ে সুন্দর অংশে প্রবেশের আগমনি বার্তা শোনায়, সে সময়গুলোতে দুশ্চিন্তা ও নিঃসঙ্গতা অনুভব করার কোনো মানে হয় না।

ইতি
যার হৃদয় তোমার ভালোবাসায় পূর্ণ
তোমার মা।

দ্বীনের ওপর অটল থাকার উপদেশ দিয়ে মেয়ের উদ্দেশে মায়ের চিঠি

প্রিয় মেয়ে,

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

বর্তমান সময়ে তরুণ-তরুণীদের মাঝে পশ্চিমা ফ্যাশন অনুসরণের এক ভয়ংকর প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। শুরু শুরু আমরা মনে করতাম, এসব ফ্যাশন কেবল পোশাক-আশাক ও সাজসজ্জার মাঝে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের ছোট-বড় প্রতিটি বিষয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ঢুকে পড়েছে। শুধু তা-ই নয়, আমাদের পুরো জীবনকে পশ্চিমা রঙে রঙিন করার এবং চিন্তাদর্শনে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব ঢুকিয়ে দেওয়ার ভয়ংকর পাঁয়তারা চলছে গোটা বিশ্বজুড়ে। আমরা ছোটবেলা থেকে তিলে তিলে সন্তানদের যে মানসিকতা গড়ে তুলছি, পশ্চিমা সভ্যতার সয়লাব এক নিমিষেই সব ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য এটা অবাক হওয়ার মতো কোনো বিষয় নয়, অনেক আগে থেকেই রাসুল ﷺ এ সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে গেছেন। বলেছেন,

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ

'(এমন একটা সময় আসবে, যখন পথভ্রষ্ট হয়ে) তোমরা পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অনুসরণ করবে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে। এমনকি তারা যদি গুইসাপের গর্তেও ঢোকে, তোমরাও তাতে ঢুকে পড়বে।

সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, পূর্ববর্তীরা বলতে কি ইহুদি-খ্রিষ্টান বুঝিয়েছেন?' রাসুল ﷺ উত্তর দিলেন, (فَمَنْ) 'তবে আর কারা?'[১১]

মেয়ে আমার, তোমার ব্যাপারে আমার সবচেয়ে বড় আশঙ্কা এই যে, তুমি অনিচ্ছাকৃতভাবে এই অন্ধ অনুকরণের ফাঁদে ফেঁসে যাবে। কেননা, শয়তানের অনুসারীরা তাদের কাজকে উত্তমতা ও সৌন্দর্যের মিথ্যা আবরণ পরিয়ে পেশ

---

১১. সহিহুল বুখারি : ৩৪৫৬, সহিহ মুসলিম : ২৬৬৯।

করেছে। কিন্তু ভেতরে সব শিরক ও কুফরিতে ভরা, যা আমাদের ইমান-আকিদাকেও মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দিতে পারে। সুতরাং হে আমার দৃঢ়পদ মেয়ে, তাদের অনুসরণ করা থেকে দূরে থেকে সেই সরল পথের ওপর অবিচল থাকো, যা তোমাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে নিয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা তোমাকে সকল শয়তানি প্ররোচনা থেকে সুরক্ষিত রাখুন।

ইতি
তোমার মমতাময়ী মা।

দাম্পত্য জীবনের সুখের রহস্য জানিয়ে মেয়ের উদ্দেশে মায়ের চিঠি

আমার সুন্দরী কন্যা,

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

মেয়ের বিয়ের দিন প্রত্যেক মা নিজের বিয়ের দিনে ফিরে যায়। সেদিনের স্মৃতিগুলো একে একে এসে ভিড় করে তাদের মানসপটে।

মেয়ে আমার, বিয়ের সারা দিনজুড়ে আমি মনের মধ্যে রংবেরঙের স্বপ্ন এঁকেছিলাম। শুধু আমিই নই, প্রতিটি মেয়েই তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই দিনে এভাবে রংবেরঙের স্বপ্ন দেখে। সেদিন আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম একটি সুখী দাম্পত্য জীবনের। স্বপ্ন দেখেছিলাম, আমাকে ঘিরে একটি ভালোবাসাময় সুখী পরিবার প্রতিষ্ঠিত হবে। স্বপ্ন দেখেছিলাম, আমি একজন সফল স্ত্রী হব—প্রেমময় সঙ্গিনী হয়ে আনন্দে মাতিয়ে রাখব প্রিয়তম স্বামীকে, সচেষ্ট থাকব তার সকল অধিকার আদায়ে। সেদিন স্বপ্ন দেখেছিলাম, আমি হব স্বামীর জীবনের সুখ ও সৌন্দর্যের আধার, হয়ে উঠব তার চোখের, বিবেকের, হৃদয়ের, বর্তমানের ও ভবিষ্যতের সৌন্দর্য। স্বপ্ন দেখেছিলাম, আমি একজন সফল গৃহকর্ত্রী হয়ে তার পরিবারকে সুসংগঠিত রাখব। সফল গৃহিণী হওয়ার এ স্বপ্ন আমি বাস্তবে প্রমাণ করে দেখিয়েছিলাম। বিয়ের পর স্বামীর ঘরকে এমন সুবিন্যস্ত ও সুসংগঠিত করে তুলেছিলাম যে, বাড়ির প্রতিটি অংশ সাক্ষ্য দিয়েছে, আমি একজন শ্রেষ্ঠ গৃহিণী। সেদিন আরও স্বপ্ন দেখেছিলাম, আমি স্বামীর সকল নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। তার রুচি-অরুচি জেনে সে অনুযায়ী জীবনকে সাজিয়ে তুলব। তার সেবায় সদা সচেষ্ট থাকব এবং এর জন্য কখনো দুঃখ বা আক্ষেপ প্রকাশ করব না। আর এসবের প্রতিদান চাইব একমাত্র আল্লাহর কাছে।

সকল প্রশংসা আল্লাহর, তিনি আমার প্রতিটি স্বপ্ন পূরণ করেছেন। গোটা প্রকৃতি নীরবে সাক্ষ্য দেয়, আমি আমার ও স্বামীর সকল স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছি। এ স্বপ্নগুলো এমনি এমনি বাস্তব হয়ে যায়নি; বরং প্রতিটি স্বপ্নকে বাস্তব প্রমাণ করার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, সংগ্রাম করেছি। স্বপ্ন

পূরণ করতে গিয়ে দুনিয়ার কোনো তুচ্ছ স্বার্থের প্রতি আমি দৃষ্টি দিইনি এবং আমার অবস্থান ও পদক্ষেপ বুঝতে না পেরে কে কী বলছে, তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করিনি।

আমার মেয়ে, আমার হৃদয়ের প্রশান্তি,

তোমার ভাগ্যে আল্লাহ তাআলা সুখ লিখে রেখেছেন, সুতরাং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো। দয়া ও ভালোবাসা দিয়ে চারপাশের লোকদের জীবনকে সুখময় করে তোলো। তোমার চিন্তার পরিধিকে বর্তমানের সাথে সীমাবদ্ধ করে রেখো না। বরং দূরবর্তী লক্ষ্য ঠিক করে সামনের দিকে এগিয়ে যাও। তোমার লক্ষ্য হবে, দুনিয়াতে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ পরিবার প্রতিষ্ঠিত করা। তার চেয়ে বড় লক্ষ্য হলো, চিরন্তন জান্নাতে একটি সফল, সুখী ও স্থায়ী পরিবার লাভ করা। যে মেয়ে এই লক্ষ্য নিয়ে দাম্পত্য জীবন শুরু করে, তার চিন্তাচেতনা কখনো হালকা হতে পারে না এবং ছোট-বড় প্রত্যেক বিষয় নিয়ে অপ্রয়োজনীয় চিন্তা করা কখনো তার কাজ হতে পারে না।

জেনে রাখো মেয়ে আমার, দাম্পত্য জীবনের প্রাথমিক দিনগুলো অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু কঠিন, তবে এ দিনগুলোই দাম্পত্য জীবনের সবচেয়ে সুন্দরতম দিন। এ দিনগুলির একদিকে আছে সুখের পেয়ালা, আরেক দিকে দুঃখের পাত্র। তোমার বুদ্ধি, জ্ঞান ও দৃঢ়তা দিয়ে সুখের পেয়ালাটিই বেছে নিতে হবে তোমাকে।

মেয়ে আমার, আল্লাহর বিধানকে মজবুতভাবে আঁকড়ে থাকবে। স্বামীর সাথে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলবে। মনে রাখবে, স্বামীই তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম।

পরিশেষে দুআ করি, আল্লাহ তাআলা তোমাদের যুগল জীবনকে বরকতময় করুন এবং কল্যাণের ওপর দুজনকে একত্রিত রাখুন।

ইতি
তোমার সুখে সুখী
তোমার মা।

জীবন থেকে নেওয়া - ৮

➤ মায়েরা মৃত্যুবরণ করেন না; বরং সন্তানদের হৃদয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বেঁচে থাকেন।

➤ মেয়েদের চেহারা হলো বোর্ডের মতো, যার ওপর তাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা প্রদর্শিত হয়।

➤ মেয়েরা যখন জীবনের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে স্থানান্তরিত হয়, তখন আগের স্তরের সময় আবেগ-অনুভূতিসহ স্থানান্তরিত হয়। তাই কিশোরী অবস্থায় তার মাঝে শিশুসুলভ চপলতা ও কৈশোরের চঞ্চলতার সন্নিবেশ ঘটে। যৌবনে তার মাঝে শিশুর চপলতা, কিশোরীর চঞ্চলতা আর যুবতির লাজুকতা সব একত্রিত হয়। যখন মা হয়, তখন তার মাঝে মাতৃত্বের দায়িত্ববোধের সাথে পূর্বের সকল আবেগ-অনুভূতিও অবশিষ্ট থাকে। ফলে প্রত্যেক স্তরে সন্তানদের সাথে সে যথোপযুক্ত আচরণ করতে পারে।

➤ পরিবারের লোকেরা যখন প্রশংসা করে, তখন মেয়েদের খুব আনন্দ লাগে। সে প্রশংসা যদি তাদের স্বামীরা করে, তখন সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হয়।

➤ কখনো কখনো মেয়ে মায়ের চক্ষুর আড়াল হয়; কিন্তু চোখের পাতা থেকে কখনো মুছে যায় না। সব সময় মায়ের চোখের পাতায় মেয়ের অবয়ব ভাসতে থাকে।

➤ মেয়ে মমতা শিখে মায়ের মমতা দেখে।

➤ মেয়ে যখন বাপের বাড়িতে থাকে, তখন সেই বীরের স্বপ্ন দেখে, যে তার স্বপ্ন পূরণের সঙ্গী হবে। আর যখন সেই বীরের কাছে চলে আসে, তখন বাপের বাড়িতে কাটানো স্মৃতিগুলো তার মানসপটে ভেসে বেড়ায়।

- আজকের মেয়ে আগামী দিনের মা।
- মায়ের মুখ থেকে মেয়েরা আদুরে সুরে 'মা' ডাক শুনতে ভালোবাসে।
- মায়ের আবেগময় মমতা ও ভালোবাসা থেকে মেয়েরা হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করতে শেখে। আর পিতার বুদ্ধিমত্তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে কার সামনে আবেগ প্রকাশ করা যাবে, কার সামনে যাবে না।

মায়েদের যেসব প্রশ্নের উত্তর জেনে রাখা জরুরি

অনেক সময় প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা এমন উত্তরের সন্ধান দেয়, যা আমাদের জীবনে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। প্রশ্নের উত্তরের আড়ালে লুকিয়ে থাকে অনেক গুপ্তধন, যা প্রশ্ন না করলে কখনো উন্মুক্ত হয় না। অনুরূপভাবে আমাদের জীবনের নানা সমস্যা ও প্রতিকূলতার হেতু বের করতে হলে প্রশ্নের প্রয়োজন পড়ে। সেই প্রশ্নের উত্তরের মাঝে লুকিয়ে থাকে সমস্যার সমাধান। তাই নিচে এমন কিছু প্রশ্ন তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি, যা মায়েদের সন্তান লালনপালনে কাজে আসবে এবং মা ও মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবনে আলোকবর্তিকার কাজ করবে। আমার বিশ্বাস, এসব প্রশ্নের উত্তরের মাঝে লুকিয়ে আছে মা ও মেয়ের জীবনের অনেক কল্যাণ ও উপকার। এ প্রশ্নসমূহ মায়েদের সামনে স্পষ্ট করে দেবে, এখন তাকে কী করতে হবে আর কী ছাড়তে হবে। অনুরূপভাবে ভবিষ্যতের জন্য তার কী কী প্রস্তুতি নিতে হবে, তাও জানিয়ে দেবে এসব প্রশ্ন ও সেগুলোর উত্তর।

মেয়ে সম্পর্কে মায়ের নিজেকে নিজে প্রশ্ন

- আমি কি মেয়ের সাথে যথেষ্ট আদর ও আবেগ মেখে কথা বলতে পারি?
- মেয়ের প্রতি যে আবেগ ও আদর প্রকাশ করি, তা কি সত্যি সত্যি হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়, না ভান করি?
- আমি কি মেয়ের ওপর যথাযথ ক্ষমতা রাখি?

- মেয়ের প্রতি আমার গাইডেন্স কি সঠিক ও যথার্থ?
- তার প্রতি আমার যত্নশীলতা তার মাঝে কেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে?
- আমি কি তার আস্থা অর্জন করতে পেরেছি?
- আমি কি তার সাথে যথেষ্ট সময় কাটাই?
- আমি কি মনোযোগ দিয়ে তার সমস্যার কথা শুনি?
- আমি কি তার সাথে উত্তম ও মার্জিত ভাষায় কথা বলি?
- আমি কি তার কাছের বন্ধু হতে পেরেছি?
- আমি কি সমাজের সামনে তাকে যথাযথভাবে পরিচিত করতে পেরেছি?
- সে কি তার মনের কথা ও বিভিন্ন সমস্যার কথা আমাকে সত্য ও স্পষ্ট করে বলে?
- আমি কি আচার-আচরণে এক সন্তানের ওপর অন্য সন্তানকে প্রাধান্য দিই?
- আমি কি আমার সকল মেয়ের রুচি ও শখ সম্পর্কে অবগত আছি?
- আমি কি সকল মেয়েদের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করতে পারি?
- আমি কি তার শিক্ষাদীক্ষায় উপযুক্ত পন্থায় সহায়তা করি?
- আমি যেভাবে তার প্রতিপালন করছি, সে প্রতিপালন কি ভবিষ্যতে তাকে নিজের দায়িত্ব নেওয়ার যোগ্য করে তুলবে?
- দ্বীনের আবশ্যকীয় বিধান পালনের জন্য আমি কি তাকে সঠিক পন্থায় উপদেশ দান করি?
- তার কাছে আমি বেশি কাছের, নাকি তার বান্ধবীরা?
- জীবন চলার পথে আমার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান দিয়ে কি মেয়েকে যথাযথ সহযোগিতা করতে পারছি?
- আমি কি মেয়ের মনে আত্মপ্রত্যয়, উচ্চ মনোবল ও সুস্থ মানসিকতা সৃষ্টি করতে পেরেছি?
- মেয়ের দায়িত্ব পালনে আমি কি সর্বদা ধৈর্যের ওপর অটল থাকতে পারছি, না মাঝেমধ্যে অবসাদ ও ক্লান্তি প্রকাশ করি?

- পিতা ও মেয়ের মাঝে কি ভালো সম্পর্ক আছে? আমি কি সে সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে চাই, না তাদের সম্পর্ক ভেঙে ফেলার অসুস্থ মানসিকতা লালন করি?
- আমি কি আমার দুঃখ-পেরেশানি মেয়ের কাছ থেকে গোপন রাখতে পারি?
- আমি কি আমাদের দাম্পত্য জীবনের সমস্যা ও অসুন্দর দিকগুলোর প্রভাব থেকে মেয়েকে দূরে রাখতে পারি?
- আমার বিগত জীবনে ব্যক্তিগতভাবে যেসব ভয়ংকর অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, তার প্রভাব থেকে কি মেয়েকে সুরক্ষিত রাখতে পারছি?
- আমি কি মেয়ে, তার পিতা ও ভাইবোনদের মাঝে ভালোবাসার সেতুবন্ধন গড়ে দিতে পেরেছি?
- আমি কি পরিবার ও মেয়েদের ওপর আমার কাজের প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছি?
- আমি কি মেয়ের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী তাকে নিয়মিত উপহার দিই?
- উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক বিচিত্রতা আনতে পারি কি?
- আমি কি মাঝেমধ্যে তার প্রতি আমার আচরণ কেমন হচ্ছে, তা ভেবে দেখি? কখনো যদি খারাপ আচরণ করে ফেলি, সে ক্ষেত্রে কি তার কাছে ক্ষমা চাওয়ার সাহস রাখি?
- মেয়ের জীবনের প্রতিটি স্তরে কখন কী করতে হবে, সে ব্যাপারে কি আমার যথার্থ জ্ঞান আছে?
- মেয়ে যখন কষ্টের মধ্য দিয়ে যায়, সে সময় আমি কি ভালোবাসা ও হৃদ্যতা দিয়ে তার দুঃখ অনুভব করতে পারি?
- যে উপদেশগুলো মেয়েকে দিই, আমি কি সে অনুযায়ী চলি?
- আমি কি মেয়েকে একজন আদর্শ স্ত্রী ও আদর্শ মা হিসেবে গড়ে তুলতে পারছি?
- আমি কি তাকে সমাজে ছড়িয়ে পড়া নেতিবাচক প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারছি?

- আমি কি তার আদর্শ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছি?
- আমি কি হৃদয়ের গভীর থেকে তাকে নিয়ে গর্বিত?
- পড়াশোনার যে বিষয় সে বাছাই করেছে, তার প্রতি কি আমি সম্মত?
- তার বান্ধবীদের ব্যাপারে কি আমি সন্তুষ্ট?

কন্যাশিশু সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন

- তার জন্মসন কী?
- তার জন্মতারিখ কী?
- বোনদের মধ্যে সে কত নম্বর?
- পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে সে কত নম্বরে?
- কোন শহরে সে জন্মগ্রহণ করেছে?
- তার নামের অর্থ কী?
- কে তার নাম রেখেছে?
- কোন ধরনের ঢং করতে সে ভালোবাসে?
- সে কি সহনশীল, না রাগী?
- কার সাথে তার সম্পর্ক গভীর; পিতার সাথে নাকি মায়ের সাথে?
- সে কি আশপাশের শিশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল?
- সে কি সবার সাথে মিলেমিশে থাকতে ভালোবাসে, না একাকী থাকতে চায়?
- নার্সারিতে প্রথম দিন তার অবস্থা কেমন ছিল?
- সে কোন তারিখ প্রথম পাঠশালায় গিয়েছে?
- পাঠশালার প্রথম দিনের ব্যাপারে তার অনুভূতি কেমন?
- তার সবচেয়ে কাছের শিক্ষিকা কে?
- কোন দিন সে সর্বপ্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়েছে?

- তার কি স্কুল পছন্দ হয়েছে?
- সে কি স্কুলের মধ্যে সহপাঠীদের সাথে দ্রুত খাপ খেয়ে নিতে পেরেছে?
- সে কি শ্রেণিকক্ষের মধ্যে সহপাঠীদের সাথে ঝগড়া করে? করলে ঝগড়ার কারণ কী?
- সে কি পড়তে ভালোবাসে?
- কোন ধরনের বই পড়তে ভালোবাসে?
- সে কি আশপাশের কোনো বিষয় নিয়ে ভীত ও শঙ্কিত থাকে?
- তার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বান্ধবী কারা?
- বোনদের মধ্যে কে তার সবচেয়ে বেশি কাছের?
- ভাইদের মধ্যে কাকে সে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে?
- অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কে তার অধিক নিকটবর্তী?
- তার সবচেয়ে কাছের বান্ধবী কে?
- সে কী আঁকতে ভালোবাসে?
- তার প্রিয় রং কী?
- নিজের রুম গুছিয়ে রাখার প্রতি তার গুরুত্ব কতটুকু?
- সে কি নিজের ব্যক্তিগত বস্তুসমূহের প্রতি যত্নশীল?
- সে কি ভ্রমণ করতে ভালোবাসে?
- সে কি বাড়ির বাইরে যেতে পছন্দ করে?
- কোন ধরনের বিনোদন পছন্দ করে সে?
- সে কি নিজের মনের ভাব ভালোভাবে ব্যক্ত করতে পারে?
- তার কি যথেষ্ট সংরক্ষণ-ক্ষমতা আছে?
- জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সে কি নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস রাখে?
- তার জীবন কি স্থিতিশীল?

- তার সামনে কি নির্দিষ্ট কোনো প্রতিবন্ধক আছে?
- যদি থাকে, সে প্রতিবন্ধক সম্পর্কে তার আচরণ কেমন?
- অনুরূপভাবে তার সেই বাধা দূরীকরণে আমরা বিশেষভাবে কোনো পদক্ষেপ নিয়েছি কি না?
- তার কি কোনো নির্দিষ্ট শখ আছে, যা করতে সে খুব পছন্দ করে?
- সে কি টিভি দেখতে ভালোবাসে? টিভির কোন প্রোগ্রামের প্রতি তার ঝোঁক বেশি?
- ফাস্টফুডের মধ্যে কোন খাবার খেতে সে বেশি পছন্দ করে?
- কোন মিষ্টান্ন সে বেশি পছন্দ করে?
- ঠান্ডা পানীয়সমূহের মধ্যে কোনটি তার বেশি পছন্দ?
- গরম পানীয় থেকে কোনটি তার পছন্দ?
- প্রস্তুতকৃত খাবারের মধ্যে কোন খাবারটি তার অধিক পছন্দ?
- তার প্রিয় খেলা কী?
- তার প্রিয় পোশাক কী?
- তার প্রিয় খাবার কী?

সাবালিকা কিশোরী মেয়ে সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন

- কৈশোরে পদার্পণের পর পরিবারের সাথে তার সম্পর্কের মাঝে কি পরিবর্তন এসেছে?
- সে কি জীবনের এক বা একাধিক ক্ষেত্রে বড় ধরনের কোনো সফলতা লাভ করেছে?
- শিক্ষাজীবনে পরীক্ষার মধ্যে সে কি প্রথম হয়?
- রোমান্টিকতা কেমন পছন্দ করে সে?
- সে কি নিজের কাজ নিজে করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে?

- নিজের কাজসমূহ যথাসময়ে সম্পন্ন করে, নাকি বিলম্ব করে?
- জীবনের এই অধ্যায়ে কি তার নতুন কোনো প্রতিভা সৃষ্টি হয়েছে, কিংবা কোনো সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হয়েছে?
- সাবালিকা হওয়ার পরেও তার শিশুসুলভ আচরণ কি অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে?
- খুব অল্প বয়সেই কি তার বয়ঃসন্ধি শুরু হয়েছে?
- সে কি নিজের বাহ্যিক সাজসজ্জা ও রূপচর্চার প্রতি বাড়াবাড়ি পর্যায়ের গুরুত্ব দেয়?
- সে অন্যদের অনুকরণ করে, নাকি তার স্বতন্ত্র রুচি আছে?
- সে কি প্রতিটি বিষয়ের অজানা রহস্য জানার প্রতি আগ্রহী?
- সে কি ঘন ঘন বান্ধবী বদলায়?
- কোনো সামাজিক কর্মে সে অংশগ্রহণ করে কি না?
- কুরআনের কতটুকু মুখস্থ করেছে সে?
- সে কি বাড়ির কাজ করতে পছন্দ করে?
- সে কি বাড়ির আসবাবপত্রে বৈচিত্র্য আনতে পছন্দ করে এবং সেগুলো ভালোভাবে বিন্যস্ত করে রাখে?
- সে কি রান্না করতে ভালোবাসে? কী রান্না করতে বেশি ভালোবাসে?
- সে কি লক্ষণীয় পর্যায়ের আবেগপ্রবণ ও সংবেদনশীল?
- সে কি নিজের প্রশংসা শুনতে ভালোবাসে?
- সে কি মৌখিক প্রশংসাতে সন্তুষ্ট হয়ে যায়, না তাকে সন্তুষ্ট করতে স্পর্শযোগ্য পুরস্কার দিতে হয়?
- কম্পিউটার-জগতে তার কি কোনো বিশেষ শখ আছে?
- সে কি শিশুদের যত্ন নিতে এবং তাদের সাথে খেলাধুলা-খুনসুটি করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে?
- সে কি কোনো কারণে অন্যদের প্রতি অতি সংবেদনশীল?

- সে সাহসিকতার সাথে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে, নাকি প্রত্যেক বিষয়ে বাড়াবাড়ি পর্যায়ের সতর্কতা অবলম্বন করে?
- সে কি সবার সাথে হাসিখুশি দিন কাটায়, না বিচ্ছিন্ন থাকতে চায়?
- সে কি সর্বদা হর্ষোৎফুল্ল থাকে?
- সে কি বিচক্ষণতার সাথে মেপে মেপে কথা বলে, না মুখ দিয়ে যা আসে তা-ই বলে ফেলে।
- সে কি প্রত্যেকের প্রতি ইতিবাচক ধারণা রাখে?
- নতুন কিছু আবিষ্কার করার প্রতি তার আগ্রহ কেমন?
- সে কি পড়তে ও শিখতে ভালোবাসে?
- শিক্ষিকাদের মধ্যে কাউকে কি সে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে?
- কোনো শিক্ষিকার প্রতি কি তার নেতিবাচক মনোভাব আছে?
- থাকলে সে নেতিবাচক মনোভাব কী?
- সাধারণভাবে জীবনের কোনো বিষয় নিয়ে তার নেতিবাচক মনোভাব আছে কি না?
- থাকলে সেটা কী?
- তার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বান্ধবী কে?
- পড়াশোনার কোন বিষয়ের প্রতি তার আগ্রহ বেশি?
- সে কি অন্যের উপকার করতে ভালোবাসে, না খুব বেশি স্বার্থপর?
- সে কি ভদ্র ও মার্জিত ভাষায় কথা বলতে জানে?
- সে কি ব্যয় করতে ভালোবাসে?
- সে কি নিজের ওপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিতে চায়, না সবার আগে নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়?
- তার সবচেয়ে আপন শিক্ষিকা কে?
- বোনদের মধ্যে কে তার অধিক নিকটবর্তী?

- ভাইদের তার সবচেয়ে কাছের কে?
- অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কার সাথে তার ঘনিষ্ঠতা বেশি?
- বান্ধবী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার মানদণ্ড কী?
- কোন ধরনের পুরুষকে সে নিজের জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিতে চায়?
- দ্বীনি আবশ্যকীয় বিধিনিষেধের প্রতি তার গুরুত্ব কতটুকু?
- কেউ তার কুশলাদি এবং সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে সে কি বিষয়টি ইতিবাচকভাবে নেয়, না তার ব্যক্তিগত অঙ্গনে হস্তক্ষেপ মনে করে?
- আমার মেয়ে কি সবার সাথে মিলেমিশে থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, না একাকী থাকতে পছন্দ করে?
- আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সে কি সুসম্পর্ক রাখে?
- তার জীবন ও ব্যক্তিত্বে বান্ধবীদের প্রভাব কেমন?

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এখানে যেসব প্রশ্ন উল্লেখ করেছি, শুধু এগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবেন না। বরং প্রতিপালনকারী মা নিজের বুদ্ধি, বিবেক ও অভিজ্ঞতা দিয়ে এ ধরনের আরও অনেক প্রশ্ন তৈরি করে সেগুলোর উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করবেন।

জীবন থেকে নেওয়া – ৯

- যে মা কন্যাসন্তান জন্ম দিয়েছেন, সে মা ভাগ্যবতী।

- যে কন্যার মা জীবিত আছেন, সে কন্যা ভাগ্যবতী।

- মেয়ের কান্না আশঙ্কার ঘণ্টাধ্বনি বাজায়, আর মায়ের কান্না নিরাপত্তার ঘোষণা দেয়।

- মেয়েকে আমরা যে নিজের যত্নশীলতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও ব্যবস্থাপনা শিক্ষা দিই, তা তাকে এমন একটি মেশিনে পরিণত করে, যে সব ধরনের কাজ করার ক্ষমতা রাখে। সেই মেশিনটি পরবর্তী সময়ে একজন সফল স্ত্রী এবং আদর্শ মা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

- জন্মের পর থেকে মায়ের সাথে মেয়ের সুগভীর সম্পর্ক থাকে। অতঃপর মা যদি সুন্দরভাবে তার লালনপালন করে এবং যত্ন নেয়, সে সম্পর্ক আরও গভীর থেকে গভীরতর হয়। কিন্তু মা যদি তার যত্ন ও লালনপালনে শিথিলতা করে, তখন দুজনের মাঝের সম্পর্কটি আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে যায়।

- সন্তানদের মুখের হাসি মায়ের আয়ু কয়েক দিন বাড়িয়ে দেয়; কিন্তু তাদের কান্না মায়ের আয়ু কয়েক বছর কমিয়ে দেয়।

- একাধিক মানুষ একটি মেয়েকে নিয়ে চিন্তা করে। মা, পিতা, স্বামী এবং সন্তানদের অন্তরে তার জন্য চিন্তার একটি জায়গা থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, মেয়ে এদের সবার কথা চিন্তা করে। তার হৃদয়ে এদের সবার জন্য জায়গা আছে।

- মেয়ে একটি অমীমাংসিত ধাঁধা। কোনো সংজ্ঞায় পুরোপুরিভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না তাকে। তবে কেউ মেয়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'মেয়ে হচ্ছে একটি সুন্দর অলৌকিক বস্তু।' তার এ সংজ্ঞা অনেকাংশে যথার্থ মনে হয়।

- একটি মেয়ে তার কোমল হৃদয়ের মাঝে একাধিক ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি ও আবেগ ধারণ করে। তার অন্তরে আছে কন্যার মিষ্টতা, স্ত্রীর প্রেমময়তা, মায়ের মমতা, বোনের ভালোবাসা এবং দাদির যত্নশীলতা।

- যখন আমি কিশোরী ছিলাম, তখন আমার প্রতি আমার মায়ের টান ও ভালোবাসা দেখে রীতিমতো বিস্মিত হতাম। বড় হওয়ার পর যখন আমার মেয়ে হলো, তখন বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করলাম, আমার প্রতি মায়ের যে টান ছিল, সে টান আমার মেয়ের মাঝে নেই। বরং সে যথাসম্ভব আমার থেকে দূরে থাকতে চায়।

মেয়ের জন্য উপযুক্ত উপহার, কোর্স, প্রণোদনা এবং ভ্রমণ

রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন, (تَهَادُوا تَحَابُّوا) 'তোমরা পরস্পরের মাঝে হাদিয়া (উপহার) আদান-প্রদান করো। এতে পারস্পরিক হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়।'[১২] তাই সামনের অধ্যায়ে আমরা মেয়েদের দেওয়ার উপযোগী কিছু উপহার উল্লেখ করেছি। পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মেয়েকে যোগ্য করে তোলার কিছু উপকারী কোর্স এবং আনন্দ ও প্রণোদনা দেওয়ার জন্য কোন কোন জায়গায় তাকে সফরে নেওয়া যেতে পারে, তাও উল্লেখ করেছি।

- কুরআনের কপি।
- বিভিন্ন ধরনের পারফিউমসামগ্রী।
- রোজনামচা লেখার ডায়েরি।
- ছোট মেয়েদের উপযোগী খেলনা।
- মেধা বৃদ্ধিকারী খেলনা।
- শিক্ষামূলক খেলনা।
- বিনোদনের মাধ্যমে শিক্ষা দানকারী খেলনা।
- মেয়েদের উপযোগী খেলনা।
- চুল শুকানোর যন্ত্র।
- চুল সাজানোর বিভিন্ন সামগ্রী।
- চুলে বাঁধার ফুল।
- প্রসাধনী।
- প্রাকৃতিক ফুলের তোড়া।
- মোবাইল।

---

১২. আল-মুজামুল আওসাত লিত-তাবারানি : ৭২৪০, আল-আদাবুল মুফরাদ : ৫৯৪।

- ল্যাপটপ।
- মোবাইল সেট সুন্দর করার আনুষঙ্গিক জিনিস।
- ল্যাপটপ সজ্জিত রাখার আনুষঙ্গিক জিনিস।
- বিভিন্ন ধরনের মোমবাতি।
- মেয়েদের উপযোগী বিভিন্ন ধরনের তেল, ক্রিম ও পাউডার।
- স্বর্ণের হার ও ব্রেসলেট।
- অডিও-ভিডিও ডিভাইস।
- মোবাইল, ল্যাপটপ এবং রেকর্ডিং ডিভাইসের হেডফোন।
- রেকর্ডার ও রেডিও।
- সানগ্লাস।
- লাইব্রেরির সরঞ্জাম।
- বইপত্র রাখার তাক।
- রুম সজ্জিত করার ঝিলমিল বাতি।
- সৃজনশীল স্টোরেজ বক্স।
- মূল্যবান ঘড়ি।
- উৎকৃষ্টমানের মিষ্টি।
- টাকা।
- রুচিসম্মত মানানসই পোশাক।
- বিভিন্ন ধরনের উন্নতমানের বালিশ।
- মনোরম বিছানার চাদর বা বেডশিট।
- কম্পিউটার রাখার টেবিল।
- রুমকে সুন্দর ও মনোরম করে তোলার জন্য তার রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন পর্দা ও চাদর।

- তার প্রিয় বিষয়ের ওপর লিখিত বই।
- তার প্রিয় ম্যাগাজিন।
- আধুনিক খাদ্য রেসিপির বই।
- মহিলাদের হ্যান্ডব্যাগ।
- মহিলাদের মানিব্যাগ।
- কি-চেইন বা চাবির রিং।
- বিশেষভাবে মেয়েদের জন্য তৈরিকৃত কলম।
- স্কুলড্রেস।
- কলমদানি।
- স্কুলব্যাগ।
- স্কার্ফ ও বোরকা।
- মানানসই জুতা।
- স্নিকার বা স্পোর্ট শো।
- সিম কার্ড।
- মেমোরি কার্ড ও পেনড্রাইব।
- ডেস্কটপ কম্পিউটার।
- ঘর সাজানোর বিভিন্ন সামগ্রী।
- মানানসই ওয়াল পেইন্টস।
- দেয়াল ঘড়ি।
- বাথরুমের সরঞ্জামাদি।
- ভ্রমণ-ব্যাগ।
- রুমের সাথে মানানসই সোফা।
- রুমের পর্দা।

- এয়ার ফ্রেশনার।
- বিলাসবহুল রেস্টুরেন্টে খাবার খাওয়ার আমন্ত্রণ।
- মানসম্মত ক্যাফের নির্জন পরিবেশে কফি খাওয়ার আমন্ত্রণ।
- আইসক্রিম খাওয়ার আমন্ত্রণ।
- বিশেষভাবে তার জন্য ট্রিপের ব্যবস্থা করা।
- বক্তৃতা ও সঙ্গীতের ক্যাসেট।
- ইন্টারনেট সাবস্ক্রিপশন কার্ড।
- তার শখের সরঞ্জামাদি।
- পাবলিক লাইব্রেরি পরিদর্শনের আমন্ত্রণ।
- বই বিক্রয়ের দোকানে নিয়ে যাওয়া।
- জ্ঞানের মজলিশে নিয়ে যাওয়া।
- জাদুঘর দেখাতে নিয়ে যাওয়া।
- শহরের কোনো পর্যটন এলাকায় ঘুরিয়ে আনা।
- দক্ষতা বিকাশের জন্য কম্পিউটার প্রোগ্রামের কোর্স।
- হস্তলিপি প্রশিক্ষণ কোর্স।
- রান্না প্রশিক্ষণ কোর্স।
- প্রসাধন প্রশিক্ষণ কোর্স।
- সেলাই প্রশিক্ষণ কোর্স।
- ডেকোরেশন বা বাড়ির সাজসজ্জা প্রশিক্ষণ কোর্স।
- ফুল বিন্যস্তকরণ কোর্স।
- গাছপালা পরিচর্যা প্রশিক্ষণ কোর্স।
- তার রুচিসম্মত বিষয়ের কোর্স।
- বক্তৃতা প্রশিক্ষণ কোর্স।

- খাবার পরিবেশন প্রশিক্ষণ কোর্স।
- পারিবারিক জীবন-সম্পর্কিত কোর্স।
- দাম্পত্য জীবনের সমস্যা সমাধান-সম্পর্কিত কোর্স।
- বাচ্চাদের প্রতিভা বিকাশে করণীয়-সম্পর্কিত কোর্স।
- সন্তান প্রতিপালন প্রশিক্ষণ কোর্স।
- কথোপকথন কোর্স।
- ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন কোর্স।
- ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হওয়ার কোর্স।
- সেলাই সামগ্রী।
- তার পুরোনো খাতা অথবা তার প্রিয় ম্যাগাজিনে তার জন্মদিবসের সংখ্যাটি খুঁজে বের করে তাকে উপহার দেওয়া।
- কিন্ডারগার্ডেনে থাকাকালীন তার খাতার ওপর শিক্ষিকার লিখিত মন্তব্যসমূহ সংরক্ষণ করে রাখা এবং বড় হওয়ার পর তাকে উপহার দেওয়া।
- মেয়ের পছন্দনীয় বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক সংরক্ষণ করে রাখা এবং বিশ্ববিদ্যালয় সম্পন্ন করার পর সেগুলো তাকে উপহার দেওয়া।
- স্কুলজীবনের বিভিন্ন পুরোনো জিনিসপত্র সংরক্ষণ করে রাখা এবং বড় হওয়ার পর উপহারস্বরূপ তার হাতে তুলে দেওয়া।
- বাল্যকালে তার প্রিয় ম্যাগাজিনের কোনো কপি সংরক্ষণ করে রাখা এবং বড় হওয়ার পর উপহার দেওয়া।
- বাল্যকালে তার পছন্দের কোনো পুতুল বা খেলনা সংরক্ষণ করে রাখা এবং বড় হওয়ার পর তাকে উপহারস্বরূপ দেওয়া।
- জীবনের প্রতিটি স্তরে সে কীভাবে কথা বলেছে, তা মনে রাখা। অতঃপর বড় হওয়ার পর তার সামনে সেসবের স্মৃতিচারণ করা।
- স্কুলজীবনে তার অঙ্কিত বিভিন্ন ছবি সংরক্ষণ করে রাখা। বড় হওয়ার পর তা প্রকাশ করা এবং উপহার দেওয়া।

- ছোটবেলায় তার সেলাইকর্ম সংরক্ষণ করে রাখা, বড় হওয়ার পর উপহার দেওয়া।
- মেয়ের পছন্দের কোনো বই বা উপন্যাস সংরক্ষণ করে রাখা।
- তার শৈশবের স্কুলড্রেস বা অন্য কোনো পোশাক সংরক্ষণ করে রাখা। বড় হওয়ার পর উপহার দিয়ে তার স্মৃতি জাগিয়ে দেওয়া।
- ছোটবেলায় তার গলায় গাওয়া কোনো সঙ্গীত সংরক্ষণ করে রাখা। বড় হওয়ার পর তাকে শোনানো এবং উপহার দেওয়া।
- ছোটবেলায় তার ক্রন্দন, হাসি, প্রথম কথা বলা, তার আবৃত্তি করা ছড়া-কবিতা রেকর্ড করে রাখা। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি নেওয়ার দিন সেগুলো উপহার হিসেবে তার হাতে তুলে দেওয়া।

জীবন থেকে নেওয়া - ১০

- একদম শৈশব থেকেই মেয়ে তার মাকে চিনতে পারে; হৃদয় দিয়ে।
- মেয়ে যখন ছোট থাকে, তখন মায়ের পেছনে পেছনে হাঁটে। আর যখন বড় হয়, তখন মাকে মেয়ের পেছনে প্রায় ছুটে চলতে হয়।
- অনেক সময় মেয়ের মনে মায়ের অনেক দিন আগে দেওয়া উপদেশের মাহাত্ম্য বুঝে আসে এবং সে অনুযায়ী সে চলতে শুরু করে।
- 'আমার মেয়ে চিরদিন সুন্দর' এ বাক্যটি প্রত্যেক মা বারবার বলতে থাকে। অনেক সময় আশপাশের লোকদের কাছে বাক্যটি বিশ্বাসযোগ্য নয়—এতে কিছু যায় আসে না। কারণ, মেয়ে মায়ের কথাটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করে।
- মা ও মেয়ের সম্পর্কটা দেওয়া-নেওয়ার। ছোটবেলায় মেয়ে মাকে দুষ্টুমি দেয়; বিনিময়ে মা তাকে ভালোবাসা ও আদর দেন। বড় হওয়ার পর মেয়ে থেকে মা সদাচার লাভ করেন; বিনিময়ে মা তাকে সন্তুষ্টি দান করেন।
- মেয়ে একসময় বড় হয়ে যায়। তার মাঝে বড়ত্বের অনুভব চলে আসে। কিন্তু মা তার সাথে তখনও ছোট মেয়েদের মতো আচরণ করে যায়।
- মায়ের দুঃখকে সূর্যাস্তের সাথে এবং সুখকে সূর্যোদয়ের সাথে উপমা দেওয়া যায়।
- মা তার মেয়ের মুখের হাসিতে নিজের অস্তিত্ব অনুভব করেন।
- মায়ের সামনে মেয়ে যখন মুখ দিয়ে হাসে, তখন মা হৃদয় দিয়ে হাসেন।
- মেয়ে তার মায়ের কষ্ট ও ত্যাগের কথা তখনই বুঝতে পারে, যখন সে মা হয়।

মেয়েকে যেভাবে ডাকবেন

আপনার মেয়েকে এমন নামে ডাকবেন, যার মাঝে সে মমতা ও ভালোবাসার ছোঁয়া অনুভব করে। এর জন্য তার নামের সাথে আদুরে কোনো শব্দ যোগ করে কিংবা আদরসুলভ কোনো ডাকনামে তাকে ডাকা যেতে পারে। এতে মেয়েরা খুব আনন্দ পায়। এখানে এ ধরনের কিছু সম্বোধন উল্লেখ করেছি। তবে এগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়, আপনারা আপনাদের মতো করে আরও সুন্দর সুন্দর আবেগময় সম্বোধন তৈরি করতে পারেন।

আমার আদুরে মেয়ে, আমার প্রিয় কন্যা, আমার সুন্দরী, আমার আদরের দুলালি, আমার ছোট্ট মা, আমার স্বপ্ন, আমার আশা, তার নামটিকে ঢং করে ডাকা, আমার হৃদয়ের সুঘ্রাণ, আমার হৃদয়, আমার প্রাণ, আমার জীবন, চাঁদমণি, সাগরকন্যা, সুন্দরী, অপরূপা, প্রশান্তি, সুন্দরীদের সুন্দরী, মিষ্টি মেয়ে, ভালো মেয়ে, চরিত্রবতী, আমার বান্ধবী, আমার জীবন, আমার জান্নাতি ফুল, আমার সুঘ্রাণ, আমার জীবনের ফুল, সৌন্দর্যের আধার...ইত্যাদি নামে মেয়েদের ডাকলে তাদের মনে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা সমীচীন মনে করছি, যা মেয়েদের মনে যথেষ্ট আনন্দ দিতে পারে। তা হলো, বিশেষ সময়ে অথবা বিশেষ উপলক্ষে তাদের উদ্দেশে নির্ধারিত কয়েকটি বাক্য বলে অভ্যর্থনা ও শুভকামনা জানানো। দুঃখের সাথে বলছি, আমরা এ বিষয়টির প্রতি তেমন একটা গুরুত্ব দিই না। অথচ এর জন্য টাকাপয়সা, সময় কোনোটিই ব্যয় করতে হয় না। প্রয়োজন শুধু একটি সত্য ভালোবাসাপূর্ণ স্বচ্ছ হৃদয়। এখানে আমি বিভিন্ন সময় ও উপলক্ষে মেয়েকে অভ্যর্থনা জানানোর কয়েকটি বাক্য উল্লেখ করেছি। দয়া করে আপনার মেয়েকে ভালোবাসার এই পরশ থেকে বঞ্চিত করবেন না।

সকালে যা বলবেন

শুভ সকাল, আমার মামণি। শুভ সকাল আমার মিষ্টি মেয়ে। আমার স্নিগ্ধ সুন্দরীকে শিশিরভেজা শুভ্র সকালে অভিনন্দন। পাখিদের কলতানে ভরা এই ভোর তোমার জীবনে আনন্দ বয়ে আনুক। কুয়াশাভেজা সকালের মতো প্রশান্তময় হোক তোমার জীবন। মিষ্টি মেয়েকে মিষ্টি সকালের শুভেচ্ছা। ভোরের প্রস্ফুটিত গোলাপের মতো সুন্দর হোক তোমার জীবন...ইত্যাদি।

দিনের ব্যস্ততা শুরু করার পূর্বে যা বলবেন

আজকের দিনটি সুন্দর হোক। সুখে সুখে কাটুক তোমার আজকের দিন। আজকের দিন বরকতময় হোক। আজকের দিন হোক ক্লান্তিহীন কর্মব্যস্ততার। আজকের দিনটি কাটুক প্রভুর আনুগত্যে। আজকের দিনটি হোক আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের শুভদিন...ইত্যাদি।

সন্ধ্যাবেলা যা বলবেন

শুভসন্ধ্যা। বরকতময় হোক তোমার সন্ধ্যা। তোমার সন্ধ্যা হোক হাসিখুশি ও প্রশান্তিময়। গোধূলির স্নিগ্ধতার মতো স্নিগ্ধ হোক তোমার জীবন। ইবাদতে কাটুক তোমার সন্ধ্যা...ইত্যাদি।

ঘুমানোর পূর্বে যা বলবেন

শুভরাত্রি। তোমার রাত হোক স্বপ্নময়। রাতের পর আগমন ঘটুক একটি সুখময় দিনের। তোমার ঘুম ইবাদত হিসেবে গণ্য হোক।

বিভিন্ন দিবস ও অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানানোর কতিপয় বাক্য

তোমার বছরের প্রতিটি দিন কল্যাণময় হোক। পুরো বছর আল্লাহর নিকটবর্তী থাকার সৌভাগ্য হোক তোমার। পুরো বছর তোমার প্রিয়জনেরা তোমার পাশে থাকুক। তোমার বছরটি কাটুক সুস্থতা ও নিরাপত্তায়। প্রতি বছর তোমার আমল-ইবাদতে প্রবৃদ্ধি ঘটুক। আল্লাহ তাআলা তোমাকে এবং আমাদের সবাইকে তাঁর গ্রহণযোগ্য বান্দাদের দলভুক্ত করুন। আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির মাঝে তোমাকে প্রিয় করে তুলুন এবং জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে তোমার জন্য জায়গা রাখুন। তোমার জীবন সুন্দর ও সুখময় হোক। আল্লাহ তাআলা তোমার আয়ু বাড়িয়ে দিন। তোমার জীবন বরকতময় হোক। আল্লাহ তাআলা তোমার প্রত্যেক ভালো কর্মের প্রতিদান দিন...ইত্যাদি।

মেয়ের প্রতি হৃদয়ের গভীর থেকে ভালোবাসা প্রকাশ করার কয়েকটি সুন্দর বাক্য

তোমার জন্য আমার জীবন উৎসর্গ হোক। তোমার জীবনের জন্য আমার জান কুরবান হোক। হে আমার বেঁচে থাকার আশা। হে আমার সুখের উৎস। হে আমার হৃদয়ের প্রশান্তি। আমার চোখের স্নিগ্ধতা। আমার মিষ্টি মেয়ে। আমার সুচরিত্রা কন্যা। অনেক বছর বেঁচে থাকো আমার কন্যা...ইত্যাদি।

পরিবারে সহজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা

এ অধ্যায়ে আমরা কিছু প্রতিযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করব, যেগুলো সন্তানদের জ্ঞানবৃদ্ধি এবং সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হওয়ার জন্য পরিবারের মধ্যে আয়োজন করা যেতে পারে। তবে লক্ষ রাখতে হবে, এই প্রতিযোগিতা যেন সন্তানদের মধ্যে কোনো ধরনের নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি না করে। তার জন্য প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর জন্য সমান মূল্যের পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অর্থাৎ প্রতিযোগীদের মধ্যে কেবল পজিশন ও অবস্থানের দিক থেকে

পার্থক্য নির্ণীত হবে। পুরস্কারের মধ্যে তারতম্য করলে সন্তানদের মধ্যে পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে। প্রতিযোগিতার পূর্বে প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য তাদের সহযোগিতা করা এবং প্রয়োজনীয় বইপুস্তক কিনে দেওয়া ভালো। অথবা তাদের প্রত্যেকের হাতে নির্দিষ্ট পরিমাণে টাকা দেওয়া যায়; যাতে তারা নিজ নিজ প্রয়োজনীয় বস্তুটি কিনে নিতে পারে।

এখানে আপনাদের সামনে পারিবারিক প্রতিযোগিতার উপযুক্ত কয়েকটি বিষয় তুলে ধরেছি। এখান থেকে আপনারা আপনাদের পরিবারের উপযোগী বিষয়টি বেছে নিতে পারেন। শুধু ছেলেদের প্রতিযোগিতা হলে কী বিষয় হবে, শুধু মেয়েদের প্রতিযোগিতা হলে কেমন বিষয় নিতে হবে, ছেলেমেয়ে উভয়ের জন্য কোন ধরনের বিষয় নিতে হবে, তা তো আপনারা ভালো জানেন। সে হিসেবে প্রতিযোগিতার বিষয় নির্বাচন করে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিন। ইতিবাচক ফলাফল পাবেন ইনশাআল্লাহ।

- কুরআনের সুরা মুখস্থ করার প্রতিযোগিতা।
- ছোট বাচ্চাদের জন্য ছোট সুরাগুলো মুখস্থ করার প্রতিযোগিতা।
- শিশুদের দৈনন্দিন দুআ ও আজকার মুখস্থ করার প্রতিযোগিতা।
- মজাদার খাবার রান্না করার প্রতিযোগিতা।
- সুস্বাদু ঠান্ডা পানীয় তৈরি করার প্রতিযোগিতা।
- উত্তম গরম পানীয় তৈরি করার প্রতিযোগিতা।
- দেশীয় খাবার তৈরি করার প্রতিযোগিতা।
- হস্তলিপি প্রতিযোগিতা।
- অঙ্কন প্রতিযোগিতা।
- ছোটগল্প প্রতিযোগিতা।
- পিতামাতার সাথে সদাচরণের প্রতিযোগিতা।
- পিতামাতার জন্য সর্বোত্তম উপহার বাছাই প্রতিযোগিতা।
- সুন্দরভাবে পোশাক পরিধান প্রতিযোগিতা।

- সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা।
- রুম পরিচ্ছন্ন করার প্রতিযোগিতা।
- বাগান পরিচর্যা প্রতিযোগিতা।
- হিফজ বিভাগে প্রথম হওয়ার প্রতিযোগিতা।
- ইদের অনুষ্ঠানের জন্য উত্তম কার্যপ্রণালি সাজানোর প্রতিযোগিতা।
- পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের জন্য উত্তম প্রোগ্রাম সাজানোর প্রতিযোগিতা।
- ব্যায়াম প্রতিযোগিতা।
- রমাদান মাসের জন্য সবচেয়ে সুন্দর রুটিন তৈরি করার প্রতিযোগিতা।
- হজের মৌসুমের জন্য সবচেয়ে সুন্দর কার্যপ্রণালি সাজানোর প্রতিযোগিতা।
- ফুল সাজানোর প্রতিযোগিতা।
- বক্তৃতা প্রতিযোগিতা।
- রচনা প্রতিযোগিতা।
- সাহিত্য সাময়িকীর জন্য লেখা তৈরির প্রতিযোগিতা।
- সুন্দর বাচনভঙ্গি প্রতিযোগিতা।
- বই পড়া প্রতিযোগিতা।
- স্কুলে প্রথম হওয়ার প্রতিযোগিতা।
- নফল রোজা রাখার প্রতিযোগিতা।
- নিয়মিত বিতির সালাত পড়ার প্রতিযোগিতা।
- নিয়মিত দুহার সালাত (সূর্য ভালোভাবে উদিত হওয়ার পর পড়ার বিশেষ নফল সালাত) পড়ার প্রতিযোগিতা।
- সুন্নাতে মুয়াক্কাদাসমূহ নিয়মিত আদায় করার প্রতিযোগিতা।
- তাকবিরে উলার সাথে নামাজ পড়ার প্রতিযোগিতা।
- নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করার প্রতিযোগিতা।

- সৃজনশীল আবিষ্কার প্রতিযোগিতা।
- পানাহারে অপচয় ত্যাগ করার প্রতিযোগিতা।
- খাদ্য সংরক্ষণ প্রতিযোগিতা।
- সদাকায়ে জারিয়া প্রতিযোগিতা।
- অভাবগ্রস্তদের সহযোগিতা করার প্রতিযোগিতা।
- অপ্রয়োজনীয় ব্যয় থেকে বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতা।
- সুন্দর সুরে তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা।
- তাজবিদসহ তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা।
- খুশুখুজু (আল্লাহভীতি ও একাগ্রতার সহিত নামাজ পড়ার) প্রতিযোগিতা।
- রাত ও দিনের সুন্নাতসমূহ আদায় করার প্রতিযোগিতা।
- সুন্দরভাবে মাথার চুল আঁচড়ানো প্রতিযোগিতা।
- সেলাই প্রতিযোগিতা।
- টিভি চ্যানেলসমূহ থেকে শিক্ষণীয় বিষয় নোট করার প্রতিযোগিতা।
- ইন্টারনেট থেকে শিক্ষণীয় বিষয় নোট করার প্রতিযোগিতা।
- পত্রিকা থেকে শিক্ষণীয় বিষয় নোট করার প্রতিযোগিতা।
- ম্যাগাজিন থেকে শিক্ষণীয় বিষয় নোট করার প্রতিযোগিতা।
- পাঠ্যপুস্তক থেকে বিশেষ বিশেষ বিষয় নোট করার প্রতিযোগিতা।
- বইয়ের সারাংশ রচনা প্রতিযোগিতা।
- ক্লাস ও লেকচারের সারাংশ তৈরি করার প্রতিযোগিতা।
- পরিবার গঠন-সম্পর্কিত উপকারী বই পড়ার প্রতিযোগিতা।
- মোবাইলের মাধ্যমে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে যোগাযোগ রাখার প্রতিযোগিতা।
- প্রতিদিন কে কী পরিমাণ সদাকা করতে পারে, সে বিষয়ে প্রতিযোগিতা।

- প্রতিদিন অধিক হারে জিকির করার প্রতিযোগিতা।
- বেশি বেশি সালাম দেওয়ার প্রতিযোগিতা।

এ ধরনের আরও বিভিন্ন বিষয়, যেগুলো সন্তানদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, সুন্দর চরিত্র ও নৈতিকতা বিনির্মাণে ভূমিকা রাখে, সেগুলো সম্পর্কে প্রতিযোগিতা করা যেতে পারে। এসব কাজ প্রতিযোগিতামূলকভাবে করতে করতে একসময় তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে।

পরিশিষ্ট

আশা করি, বক্ষ্যমাণ বইটিতে আমি এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লিখতে পেরেছি, যা মায়েদের জন্য সন্তান প্রতিপালনের পথকে—বিশেষভাবে কন্যাসন্তান প্রতিপালনের পথকে—সুগম ও আলোকিত করে দেবে। আমাদের বর্তমান সমাজে মেয়েরা পরিবার থেকে প্রকৃত ভালোবাসা ও মমতা না পাওয়ার কারণে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আশা করি, এ বই তাদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে। প্রত্যাশা রাখি, বইটি প্রতিটি মেয়ের জীবনে সুখ ও শান্তি বয়ে আনবে। আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হব তখনই, যখন কোনো মেয়ে একটি আদর্শ সুখী পরিবার গড়ার নিয়তে বইটি ক্রয় করবে, অতঃপর বইয়ের নির্দেশনা অনুসরণে তার স্বপ্ন সার্থক হবে। সাধারণভাবে অন্যের জীবনে সুখের আগমন ঘটানোর প্রত্যাশা লালনকারী প্রতিটি ব্যক্তির হাতে বইটি উপহারস্বরূপ পেশ করলাম। তবে বইটি বিশেষভাবে সেসব মায়ের প্রতি উপহার, যারা সন্তান প্রতিপালনের জন্য নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। পরিশেষে, সবার জন্য একনিষ্ঠভাবে দুআ করে এবং সবার কাছে দুআর প্রত্যাশা রেখে সমাপ্ত করছি।

উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের অন্তরে জাগ্রত থাকুক পারস্পরিক ভালোবাসা ও হৃদ্যতা।

সুলাইমান বিন সুকাইর আস-সুকাইর।

নিজ নিজ অধীনস্থদের হিতোপদেশ দেওয়া প্রত্যেক অভিভাবকের দায়িত্ব। অধীনস্থদের মধ্যে কেউ সঠিক পথের ব্যাপারে দ্বিধাহীন থাকলে অভিভাবক তাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেবেন। কেউ সিরাতে মুসতাকিম চেনার পরেও তার প্রতি উদাসীন থাকলে তাকে সতর্ক করবেন। পথভ্রষ্টকে সঠিক পথের দিশা দেবেন। এ সবই অভিভাবকের দায়িত্ব। অনুরূপভাবে আমাদের প্রতিপালনাধীন মেয়েদের সঠিক পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব আমাদের। আমাদের মেয়েরা পবিত্রতা, লজ্জাশীলতা ও নিষ্কলুষতার ঠিকানা। কোমলতা ও নম্রতার আধার। তাই তাদের অভিভাবকত্বে একটু বেশিই সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

একটি মেয়ে নিজের ভেতর ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি সত্তা পোষণ করে : মমতাময়ী মা, স্নেহশীল বোন, প্রেমময় স্ত্রী, সদাচারী মেয়ে...। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মেয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ছোটবেলা থেকে মেয়েকে সেভাবে গড়ে তুলতে হয়।